লেনিন

মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ

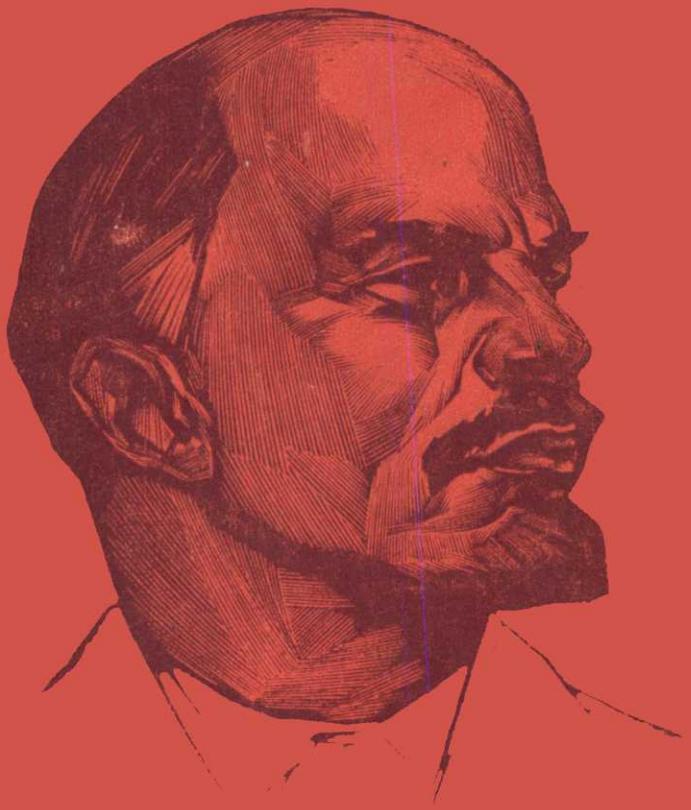

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

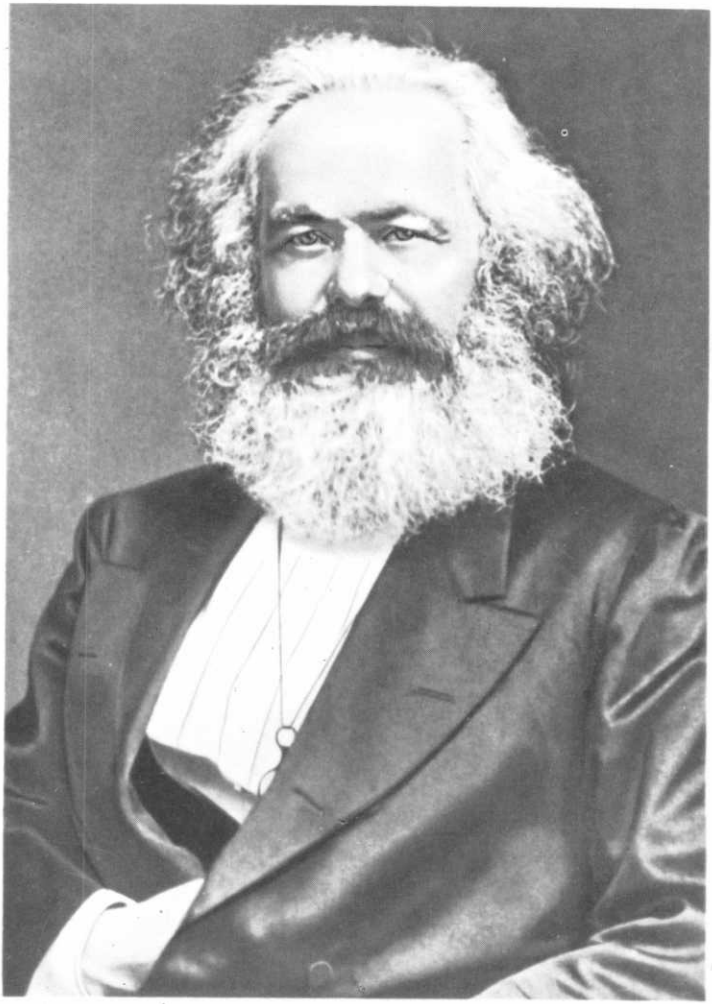

Karl Marx

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

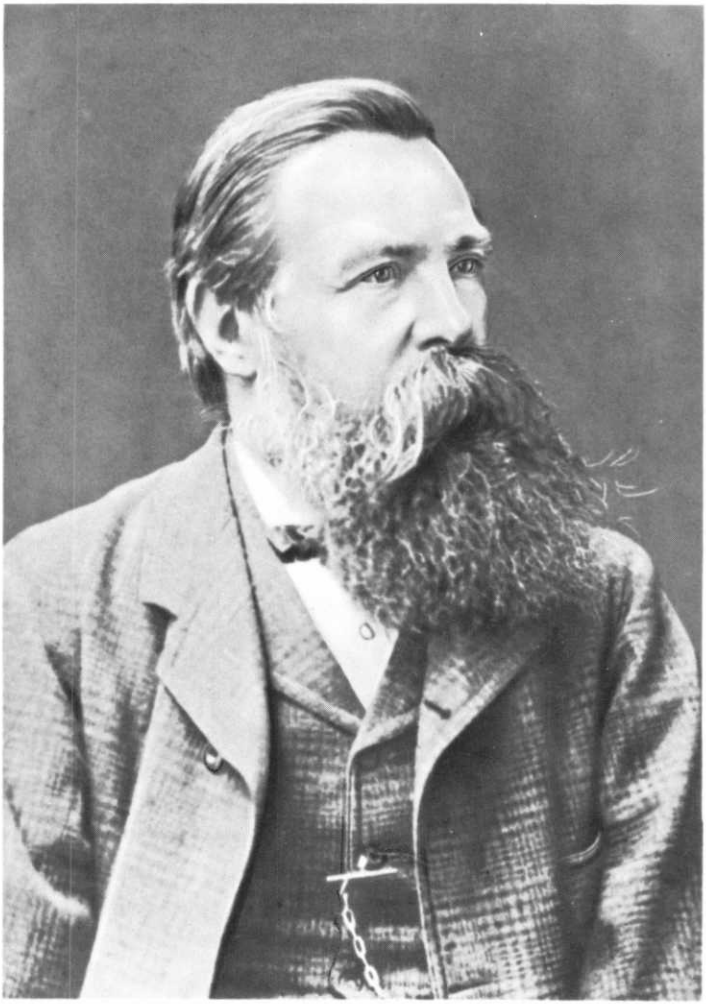

F. Engels

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার মজুর এক হও!

ভ. ই. লেনিন

মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ

প্রগতি প্রকাশন·মস্কো

১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের বক্তব্য

বর্তমান সংকলনে অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তুত ভ. ই. লেনিনের রচনাবলীর পঞ্চম রুশ সংস্করণ থেকে।

В. И. ЛЕНИН

МАРКС — ЭНГЕЛЬС — МАРКСИЗМ

На языке бенгали

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচী

কার্ল মার্কস ৫
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ৪১
মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ ৫১
ল. কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের লেখা পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের ভূমিকা . . ৫৮
'ফ্রিদরিখ আ. জরগে ও অন্যান্যদের নিকট ইয়োহান বেক্কের, ইয়োসেফ দিৎসগেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস প্রভৃতির চিঠি' বইটির রুশ অনুবাদের ভূমিকা ৬৭
মার্কসবাদ এবং শোধনবাদ ৮৬
'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' বই থেকে ৯৬
ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রমিক পার্টির মনোভাব ১০০
ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে মতভেদ ১১২
মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ১১৮
কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি ১২৪
'রণকৌশল প্রসঙ্গে পত্রাবলী' পুস্তিকা থেকে ১২৮
'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশু রোগ' বই থেকে ১৩৬
'সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য' প্রবন্ধ থেকে ১৩৯
টীকা ১৫০
নামসূচী ১৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কস

মার্কসবাদের প্রতিপাদ্য সহ
সংক্ষিপ্ত জীবনী

নতুন পঞ্জিকা অনুসারে ১৮১৮ সালের ৫ই মে ত্রিয়ার শহরে (প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চল) **কার্ল মার্কসের** জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন এডভোকেট, ইহুদী, ১৮২৪ সালে তিনি প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটি ছিল সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়। ত্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করে এপিকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-থিসিস পেশ করেন। মতামতের দিক থেকে মার্কস তখনো ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বামপন্থী হেগেলবাদী' (ব্রুনো বাউয়ের প্রভৃতি) গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের দর্শন থেকে এঁরা নাস্তিক ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে মার্কস অধ্যাপক হবেন আশা করে বন শহরে আসেন। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে — এ সরকার ১৮৩২ সালে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করে ও ১৮৩৬ সালে ফের তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয় না, ১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরের বক্তৃতার অধিকার কেড়ে নেয় — মার্কস অধ্যাপক জীবন ছাড়তে বাধ্য হন। সে সময় জার্মানিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামপন্থী হেগেলবাদীদের মতামত অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং মোড় ফেরেন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে তাঁর মধ্যে ('খৃষ্টধর্মের সারমর্ম') প্রধান হয়ে ওঠে; ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র'। ফয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস পরে লিখেছিলেন, এই সব বইয়ের 'মুক্তি ক্রিয়া নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করার মতো'। 'আমরা সকলে' (অর্থাৎ মার্কস সমেত বামপন্থী হেগেলবাদীরা) 'তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম।' (১) এই সময় বামপন্থী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাঁদের কিছু কিছু মিল ছিল রাইন অঞ্চলের এমন কিছু র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া কলোন শহরে 'রাইনিশ গেজেট' নামে সরকার বিরোধী একটি পত্রিকা স্থাপন করেন (প্রকাশ শুরু হয় ১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে)। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান লেখক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটির ওপর প্রথমে দুদফা ও তিনদফা সেন্সর ব্যবস্থা চাপায় এবং পরে ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ারি পত্রিকাটিকে একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় মার্কসকে কাগজের সম্পাদনায় ইস্তফা দিতে হয়, কিন্তু ইস্তফা দিয়েও পত্রিকাটি রক্ষা পেল না, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। 'রাইনিশ গেজেট' পত্রিকায় মার্কসের প্রধান প্রধান লেখা হিসাবে নিচে যেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে (**গ্রন্থপঞ্জী** দ্রষ্টব্য) (২) তা ছাড়াও মোসেল উপত্যকায় আঙুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের (৩) উল্লেখ এঙ্গেলস করেছেন। পত্রিকায় কাজ করে মার্কস বুঝলেন অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশুনা শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্তফালেনকে বিবাহ করেন। জেনি তাঁর বাল্যবন্ধু, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের বাকদান হয়েছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রুশিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রুশিয়ার এক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল যুগে, ১৮৫০—১৮৫৮ সালে এঁর বড়ো ভাই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। আর্নোল্দ রুগে'র (১৮০২—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮০; বামপন্থী হেগেলবাদী, ১৮২৫—১৮৩০ সালে কারারুদ্ধ; ১৮৪৮ সালের পর স্বদেশ থেকে পলাতক; ১৮৬৬—১৮৭০ সালের পর বিসমার্কপন্থী) সঙ্গে একত্রে বিদেশ থেকে একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা বার করার জন্যে মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে আসেন। 'জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী' নামক এই পত্রিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বার হয়েছিল। জার্মানিতে গোপন প্রচারের অসুবিধা এবং রুগের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তখনই তিনি বেরিয়ে আসেন এমন এক বিপ্লবী রূপে যিনি 'বর্তমান সব কিছুর নির্মম সমালোচনা', বিশেষ করে 'অস্ত্রের সমালোচনা' ঘোষণা করছেন (৪) এবং আবেদন জানাচ্ছেন **জনগণ** ও **প্রলেতারিয়েতের** কাছে।

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল প্রুধোঁর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে সে মতের দৃঢ় ফয়সালা করেছিলেন) টগবগে জীবনে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত অংশ নেন এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবী **প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্র** অর্থাৎ কমিউনিজমের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। নিজের গ্রন্থপঞ্জীতে মার্কসের এই যুগের (১৮৪৪—১৮৪৮) লেখাগুলি দ্রষ্টব্য। প্রুশীয় সরকারের দাবিতে ১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। মার্কস ব্রুসেল্‌স-এ আসেন। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে একটি গুপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন; লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (লন্ডন, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর) তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রের উপরও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ — দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন, কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ায়(৫) মার্কস বেলজিয়ম থেকে নির্বাসিত হন। তিনি আবার প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর (৬) ফিরে যান জার্মানিতে, কলোন শহরেই। এইখানে প্রকাশিত হয় 'নতুন রাইনিশ গেজেট' পত্রিকা, ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত; মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। নতুন তত্ত্বের চমৎকার সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবী ঘটনাস্রোতের গতিতে, যেমন তা সমর্থিত হয়েছে পরবর্তী কালে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লব মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করে (১৮৪৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন) এবং পরে নির্বাসিত করে জার্মানি থেকে (১৮৪৯ সালের ১৬ই মে)। মার্কস প্রথমে প্যারিসে গেলেন, ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শোভাযাত্রার পর (৭) সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লণ্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে, মার্কস এঙ্গেলস পত্রাবলী (১৯১৩ সালে প্রকাশিত) (৮) থেকে তা বিশেষ পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে। অভাব অনটনে মার্কস ও তাঁর পরিবার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন; এঙ্গেলসের নিরন্তর ও আত্মোৎসর্গী অর্থ-সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় নিশ্চিতই মারা পড়তেন। তাছাড়া, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের, সাধারণভাবে অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের প্রাধান্যকারী মতবাদ ও ধারাগুলি মার্কসকে নিরন্তর কঠিন সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে অতি ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে তাঁকে ('Herr Vogt') (৯)। দেশান্তরী চক্রগুলি থেকে তফাৎ হয়ে মার্কস তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় (**গ্রন্থপঞ্জী** দ্রষ্টব্য) নিজের বস্তুবাদী তত্ত্ব বিকশিত করে তোলেন, এবং প্রধানত অর্থশাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১৮৫৯) এবং 'পুঁজি' (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৭) রচনা করে বিপ্লব-সাধন করেছেন (নিচে মার্কসের **মতবাদ** দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম দশকের শেষে ও ষষ্ঠ দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের যুগ মার্কসকে আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে ডাক দেয়। ১৮৬৪ সালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) লণ্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিকের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ, তার প্রথম 'অভিভাষণ' (১০) এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই লেখা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরনের প্রাক-মার্কসীয় অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রকে (মাৎসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ইংলণ্ডের উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের দক্ষিণ দিকে দোদুল্যমানতা ইত্যাদি) সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে চালনার চেষ্টা করে এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রলেতারীয় সংগ্রামের একটি একক রণকৌশল গড়ে তোলেন। যে প্যারিস কমিউনের অমন সুগভীর, পরিষ্কার, চমৎকার, **কার্যকরী**, বিপ্লবী মূল্যায়ন মার্কস উপস্থিত করেন ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ১৮৭১) তার পতন (১৮৭১) (১১) ও বাকুনিনপন্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর ইউরোপে সংগঠনটির অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কস আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে নিউ-ইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অনেক বেশি বৃদ্ধির একটা যুগ — তার **প্রসারবৃদ্ধি** এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক গণ শ্রমিক পার্টি সৃষ্টির একটা যুগের জন্যেই তা পথ ছেড়ে দেয়।

আন্তর্জাতিকে কঠিন পরিশ্রম এবং তত্ত্বগত কাজের জন্যে কঠিনতর মেহনত করার ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্ত রূপে ভেঙে গিয়েছিল। অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজা এবং **'পুঁজি'** বইখানিকে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন ও একাধিক ভাষা (যথা রুশ) আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে **'পুঁজি'** বইখানি সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে উঠল না।

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরাম-কেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লণ্ডনের হাই গেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কিছু বাল্যাবস্থাতেই মারা যায় লণ্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলেওনোরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভেলিং, লাউরা লাফার্গ ও জেনি ল'গে — মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

মার্কসের মতবাদ

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষামালার নাম **মার্কসবাদ**। জার্মান চিরায়ত দর্শন, ইংরেজী চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ — মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশে আবির্ভূত ঊনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচী স্বরূপ আধুনিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাওয়া যায় মার্কসের যে মতামতের মৌলিকতা থেকে, তার অপূর্ব সঙ্গতি ও অখণ্ডতা তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে। এই সঙ্গতি ও অখণ্ডতার কারণে মার্কসবাদের প্রধান বস্তু, অর্থাৎ মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের পরিব্যাখ্যানের আগে মার্কসের বিশ্ববোধ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ করা দরকার।

AMARBOI.COM

দার্শনিক বস্তুবাদ

১৮৪৪—১৮৪৫ সালে যখন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি রূপ নিচ্ছিল তখন থেকেই মার্কস বস্তুবাদী, বিশেষ করে ল. ফয়েরবাখের অনুগামী, এমনকি পরবর্তী কালেও মার্কস মনে করতেন যে ফয়েরবাখের দুর্বল দিকগুলির একমাত্র কারণ এই যে তাঁর বস্তুবাদ যথেষ্ট সুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণ নয়। মার্কস মনে করতেন ফয়েরবাখের বিশ্ব-ঐতিহাসিক, 'যুগান্তকারী' গুরুত্ব ঠিক এই যে তিনি হেগেলের ভাববাদ দৃঢ়ভাবে পরিহার করে ঘোষণা করেছিলেন বস্তুবাদের, ইতিপূর্বেই 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ফ্রান্সে যার সংগ্রাম বেধেছিল শুধু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে নয়... সর্ববিধ অধিবিদ্যার (অর্থাৎ 'স্থিতধী দর্শনচিন্তার' বদলে 'মাতাল কল্পানুমান') সঙ্গেও' ('সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' পুস্তকের 'পবিত্র পরিবার' দ্রষ্টব্য)। মার্কস লিখেছিলেন, 'হেগেলের কাছে মনন প্রক্রিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল বাস্তবতার ডিমিয়ারগস (অর্থাৎ স্রষ্টা, নির্মাতা)। এই প্রক্রিয়াকে তিনি আইডিয়া আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পরিণত করেছিলেন... উল্টো দিকে, আইডিয়াল আমার কাছে মনুষ্য মানসে পুনরুপ্ত ও সেখানে রূপান্তরিত বাস্তব ছাড়া কিছু নয়' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এবং তারই বিবরণ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য) লেখেন (বইখানির পাণ্ডুলিপি মার্কস পড়েছিলেন): — 'বিশ্বজগতের ঐক্য তার সত্তায় নয়, তার বস্তুময়তায়... দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও দুরূহ অগ্রগতির মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে... গতিই হল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ। গতিবিহীন বস্তু অথবা বস্তু বিচ্ছিন্ন গতি কোথাও কখনো ছিল না, থাকতেও পারে না... যদি প্রশ্ন করা যায়... ভাবনা ও চেতনা কী জিনিস, কোথা থেকেই বা তারা এল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তাদের সৃষ্টি আর খোদ মানুষেরও সৃষ্টি প্রকৃতি জগত থেকে, একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এবং তার সঙ্গে তাকেই সে বিকাশমান। এ থেকে স্বতঃই বোঝা যায় যে মনুষ্য-মস্তিষ্কের সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই সৃষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলির বিরোধী নয়, বরং তদনুসারী।' 'হেগেল ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁর কাছে মানসিক ভাবনা বাস্তব বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত প্রতিবিম্ব (Abbilder, প্রতিফলন, মাঝে মাঝে এঙ্গেলস 'ছাপ' লিখেছেন) নয়, — পক্ষান্তরে তাঁর মতে বিশ্বজগত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই কোথায় যেন বর্তমান কোনো এক আইডিয়ার প্রতিচ্ছবিই হল বস্তু ও তার বিকাশ।' 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছেন (বইখানিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শন সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছেন; হেগেল, ফয়েরবাখ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিষয়ে ১৮৪৪—১৮৪৫ সালে তিনি ও মার্কস যা লিখেছিলেন, তার পুরনো পাণ্ডুলিপিটি আবার সযত্নে পড়ে দেখার পর তিনি এ বইটি ছাপতে দিয়েছিলেন): — 'সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তার বিরাট বনিয়াদী প্রশ্ন হল সত্তার সঙ্গে ভাবনার, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন... কোনটা কার আগে: আত্মার আগে প্রকৃতি না প্রকৃতির আগে আত্মা... এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুইটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির আগেই আত্মার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো ভাবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকল্প মেনেছেন ... তাঁরা হলেন ভাববাদী শিবির। যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি প্রেরণা বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বস্তুবাদী।' এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে (দার্শনিক) ভাববাদ ও বস্তুবাদ কথাটির ব্যবহার শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। সর্বদাই কোনো না কোনো রূপে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববাদকেই যে শুধু মার্কস চূড়ান্তরূপে বর্জন করেছেন তাই নয়, আমাদের সময়ে যা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে হিউম ও কাণ্টের সেই সব দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞেয়বাদ, সমালোচনাবাদ, বিভিন্ন ধরনের পজিটিভিস্ট মতবাদকেও তিনি নাকচ করেছেন। এই ধরনের দর্শনকে তিনি মনে করতেন ভাববাদের কাছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' নতিস্বীকার, কিংবা বড়োজোর 'বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরন মাত্র' (১২)। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত রচনাবলী ছাড়াও ১৮৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের একটি চিঠি দ্রষ্টব্য। তাতে সুবিদিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী টমাস হাকসলির সচরাচরের চেয়ে 'বেশি বস্তুবাদী' উক্তির, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমরা সত্যই পর্যবেক্ষণ করছি ও চিন্তা করছি ততক্ষণ বস্তুবাদের মাটি থেকে কদাচ সরে যাওয়া আমাদের সম্ভব নয়' তার এই স্বীকৃতির উল্লেখ করেও তিনি অজ্ঞেয়বাদ, হিউমবাদের জন্যে 'ধাক্কা' রেখে গেছেন বলে মার্কস তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। আবশ্যিকতার (necessity) সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য: 'আবশ্যিকতার উপলব্ধি না থাকলেই তা অন্ধ। আবশ্যিকতার উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা' (এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দ্যুরিং')। এর অর্থ হল প্রকৃতির বাস্তব নিয়মবদ্ধতা এবং স্বাধীনতায় আবশ্যিকতারই দ্বান্দ্বিক রূপান্তর স্বীকার করা (ঠিক যেভাবে অজ্ঞাত কিন্তু জ্ঞেয় 'আসল বস্তু' (thing-in-itself) পরিবর্তিত হয় 'আমাদের বস্তুতে' (thing-for-us), 'বস্তুর মর্মসার' পরিবর্তিত হয় 'ঘটনায়')। 'সেকেলে' বস্তুবাদ তথা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের (এবং আরো বিশেষ করে ব্যুখনার, ফগ্‌ত ও মোলেশৎ-এর 'অর্বাচীন' বস্তুবাদের) মৌলিক ত্রুটি মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে এই: (১) এই বস্তুবাদ 'প্রধানত যান্ত্রিক', রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের (পদার্থের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের কথাটাও আজকের দিনে যোগ করা দরকার) হিসাব নেয় নি; (২) সেকেলে বস্তুবাদ অনৈতিহাসিক ও অ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বান্দ্বিক (দ্বান্দ্বিকতা বিরোধী এই অর্থে অধিবিদ্যামূলক), বিকাশের দৃষ্টিকোণকে সুসংগত ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে অনুসরণ করে নি; (৩) এতে 'মানব-সারসত্তাকে' 'সর্বপ্রকার' (বিশেষ নির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক) 'সামাজিক সম্পর্কের সমাহার' হিসাবে না দেখে দেখা হয়েছে বিমূর্তভাবে, সুতরাং এতে শুধু বিশ্বের 'ব্যাখ্যাই করা হয়েছে' যেখানে প্রশ্ন হল এ বিশ্বকে 'পরিবর্তন করা', অর্থাৎ 'বিপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের' গুরুত্ব এ বস্তুবাদ বোঝে নি।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব

বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে বিষয়সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে সুগভীর মতবাদ হিসাবে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে মার্কস ও এঙ্গেলস চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। বিকাশের, বিবর্তনের অন্য সমস্ত নীতি-সূত্রকে তাঁরা গণ্য করতেন একপেশে ও বিষয়-দৈন্যসূচক, তাতে প্রকৃতিজগতের ও সমাজের সত্যকার বিকাশধারার বিকৃতি ও অঙ্গহানি ঘটানো হয় (এ বিকাশ প্রায়শই উল্লম্ফন, বিপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ঘটে)। 'বলা চলে প্রায় একমাত্র মার্কস এবং আমিই সচেতন দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে উদ্ধার করতে' (ভাববাদ তথা হেগেলবাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে) 'এবং প্রকৃতিজগতের বস্তুবাদী বোধের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি।' 'দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সমর্থনক্ষেত্র হল প্রকৃতি, এবং ঠিক আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এ সমর্থন অসাধারণ সমৃদ্ধ' (এ কথা লেখা হয়েছিল রেডিয়ম, ইলেক্ট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি আবিষ্কারের আগেই!), 'যার মধ্যে দিন দিন সঞ্চিত হয়ে উঠছে রাশি রাশি মালমসলা ও তা প্রমাণিত করছে যে চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃতির ব্যাপার স্যাপার অধিবিদ্যামূলক নয় — দ্বন্দ্বমূলক।' (১৩)

এঙ্গেলস লিখেছেন, 'আগে থেকে তৈরি, পরিসমাপ্ত কতকগুলি বস্তু দিয়ে এ বিশ্ব গড়া নয়, এ বিশ্ব হল প্রক্রিয়াসমূহের সামগ্রিকতা, যেখানে দৃশ্যত অপরিবর্তমান বস্তু তথা আমাদের মস্তিষ্কে তাদের মানসপ্রতিচ্ছবি, ধ্যান-ধারণা চলেছে এক অবিরাম পরিবর্তন-স্রোতের মধ্য দিয়ে, কখনো উদ্ভূত হচ্ছে, কখনো বিলয় পাচ্ছে, — এই মহান বনিয়াদী কথাটি হেগেলের সময় থেকে সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে এতখানি মিশে গেছে যে সাধারণ আকারে এ উক্তির প্রতিবাদ কেউ প্রায়ই করে না। কিন্তু এই বনিয়াদী ভাবনাটিকে মুখে স্বীকার করা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, আর প্রতিটি আলাদা ঘটনায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, সে হল অন্য কথা।' 'দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের কাছে চিরকালের জন্যে স্থিরনির্দিষ্ট, পরম, পবিত্র বলে কিছুই নেই। সব কিছুরই ওপরেই, সব কিছুর ভেতরেই অনিবার্য পতনের সিলমোহর তা দেখে এবং উদ্ভব ও বিলয়ের এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অন্তহীন উদ্বর্তন ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকে না। দ্বন্দ্বমূলক দর্শন ব্যাপারটাই হল চিন্তাশীল মনের ওপর এই প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।' এই ভাবে মার্কসের মত অনুসারে দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল 'বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান' (১৪)।

হেগেলীয় দর্শনের এই বিপ্লবী দিকটাকে মার্কস গ্রহণ করেন ও তাকে বিকশিত করে তোলেন। 'অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো দর্শনের প্রয়োজন নেই' দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের। পূর্বতন দর্শন থেকে রইল শুধু 'চিন্তা এবং তার নিয়মকানুনের বিজ্ঞান — সাধারণ (formal) যুক্তিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব' (১৫)। সেই সঙ্গে হেগেলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কস যেভাবে দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে বুঝেছিলেন তাতে সেই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের মধ্যে পড়ে যাকে আজকাল বলা হয় জ্ঞানের তত্ত্ব, এপিস্টেমলজি; এই বিদ্যাটির বিষয়বস্তুকেও দেখতে হবে ঐতিহাসিক ভাবে, এবং জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ, অ-জ্ঞান থেকে জ্ঞানে উৎক্রান্তির পর্যালোচনা ও সাধারণীকরণ করতে হবে।

বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণা বর্তমানে প্রায় সমগ্র সামাজিক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে নয়। তবু হেগেলকে ভিত্তি করে মার্কস ও এঙ্গেলস যেভাবে তার সূত্র দিয়েছেন সে আকারে এটা বিবর্তনের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সর্বাঙ্গীণ ও অনেক বেশি সারগর্ভ। অতিক্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মতো বিকাশ, কিন্তু পুনরাবর্তন অন্য একটা উচ্চতর ভিত্তিতে ('নেতির নেতীকরণ'), সরল রেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সর্পিলবৃত্ত বা স্পাইর‍্যাল আকারে বিকাশ; — উল্লম্ফন, বিপর্যয়, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; — 'ক্রমিকতায় ছেদ'; পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণ, — একটি বস্তুর ওপর, অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার পরিসীমার মধ্যে কিংবা একটি সমাজের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাড়না; — প্রত্যেকটি ঘটনার সবকটি দিকের পরস্পর নির্ভরতা এবং সুনিবিড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (সেই সঙ্গে আবার ইতিহাস কর্তৃক অনবরত নতুন নতুন দিকের উদ্ঘাটন), এমন সম্পর্ক যা থেকে গতির একক নিয়মানুগ বিশ্বপ্রক্রিয়ার উদ্ভব — বিকাশের আরো সারগর্ভ (সচরাচরের তুলনায়) মতবাদ স্বরূপ দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের এই হল কয়েকটি দিক। (১৮৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারি এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্র তুলনীয়, এই পত্রে মার্কস বিদ্রূপ করেছিলেন স্তাইনের 'কেঠো ট্রিকটমিকে', বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সঙ্গে যা গুলিয়ে ফেলা হাস্যকর।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

সেকেলে বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা উপলব্ধি করায় মার্কস নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে, 'সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে... বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা আবশ্যক' (১৬)। বস্তুবাদ যে হেতু সত্তা দিয়ে চেতনার ব্যাখ্যা করে, বিপরীতটা নয়, সেই হেতু মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদের প্রয়োগ করলে **সামাজিক** সত্তা দিয়ে **সামাজিক** চেতনার ব্যাখ্যা দাবি করবে বস্তুবাদ। মার্কস লিখেছেন ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড), 'যন্ত্রবিদ্যা (টেক্‌নলজি) উদ্ঘাটিত করছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক, তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি এবং তা থেকে উদ্ভূত মানসিক ধ্যান-ধারণা (১৭)।' মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত বস্তুবাদের মূলনীতির সামগ্রিক সূত্র মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' পুস্তকের ভূমিকায় এই ভাবে দিয়েছেন:

'নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ এমন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে — উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে — প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, যা বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগী।

'এই সব উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক **কাঠামো**, বাস্তব বনিয়াদ, এই বাস্তব বনিয়াদের ওপরেই খাড়া হয় আইনবিষয়ক **ও রাজনৈতিক** উপরিকাঠামো এবং তারই উপযোগী হয়ে দেখা দেয় সামাজিক চৈতন্যের নির্দিষ্ট রূপগুলি। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি থেকেই নির্দিষ্ট হয় সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মননবিষয়ক জীবনধারা। মানুষের চৈতন্য থেকে তার সত্তা নির্ধারিত হচ্ছে না, বরং মানুষের সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তা থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে তাদের চৈতন্য। বিকাশের এক একটা বিশেষ স্তরে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির, — অথবা, ওই একই কথাকে আইনের পরিভাষায় বললে দাঁড়ায়, — যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে এই সব উৎপাদন-শক্তি এতাবৎ বিকশিত হচ্ছিল বিরোধ ঘটে তারই সঙ্গে। উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা রূপ থেকে তা পরিণত হয় তার শৃঙ্খলে। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উপরিকাঠামোর সবখানিও ন্যূনাধিক অচিরাৎ রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই রকমের রূপান্তরের পর্যালোচনা করতে হলে আইনবিষয়ক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক বা দার্শনিক, অর্থাৎ, সংক্ষেপে বললে, যে সকল মতাদর্শগত মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও সংগ্রাম করে তার নিষ্পত্তি করার জন্য, — এগুলির সঙ্গে অবশ্যই তফাৎ করে দেখতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষয়িক রূপান্তরের কথাটা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই নির্ভুলভাবে এ রূপান্তরকে নির্ধারণ করা সম্ভব।

'নিজের সম্পর্কে যার যা ধারণা, তার ওপরেই যেমন আমরা একটি মানুষ সম্পর্কে আমাদের মতামত স্থির করি না, তেমনি পরিবর্তনের এইরূপ একটা যুগকেও তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা চলে না। এই চেতনাটাকেই বরং ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধগুলি দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের তদানীন্তন সংঘর্ষ দিয়ে...' 'মোটামুটিভাবে এশীয়, পৌরাণিক, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতিকে অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিক পর্যায় হিসাবে ধরা চলে।' (তুলনীয়, ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কসের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা: 'শ্রমের সংগঠন নির্ধারিত হচ্ছে উৎপাদনের উপায় দিয়ে — আমাদের এই তত্ত্ব'।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার, কিংবা বলা ভালো, সামাজিক ঘটনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত প্রসারের ফলে পূর্বতন ঐতিহাসিক তত্ত্বাদির দুটি প্রধান ত্রুটি দূরীভূত হল। প্রথমত, এই সব তত্ত্বে বড়োজোর মানুষের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের পেছনে ভাবাদর্শগত কী প্রেরণা আছে কেবল তারই বিচার করা হত, কিন্তু সে প্রেরণা কোথা থেকে সৃষ্টি হল তার অনুসন্ধান করা হত না, সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার বিকাশে যে বাস্তব নিয়মবদ্ধতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে তা বোঝা হত না, এবং বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশ মাত্রার মধ্যে ঐ সব সম্পর্কের মূল খুঁজে দেখা হত না; দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার তত্ত্বে **ব্যাপক** জনগণের ক্রিয়াকলাপেরই স্থান ছিল না, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ যাথার্থ্যের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সামাজিক অবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদই সম্ভব করে তুলল। প্রাক-মার্কসবাদী 'সমাজবিজ্ঞান' ও ইতিহাস-বিদ্যায় **সর্বোত্তম** ক্ষেত্রে কিছু এলোমেলোভাবে নির্বাচিত কাঁচামাল তথ্যের সঞ্চয় দেওয়া হত এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দিকের বর্ণনা থাকত। মার্কসবাদ পরস্পর-বিরোধী সমস্ত প্রবণতার **মিশ্র সমষ্টিকে** বিচার করল, সেগুলিকে সমাজের বিভিন্ন **শ্রেণীর** জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করাল, বিভিন্ন সব 'নিয়ন্তা' ধারণার নির্বাচন অথবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আত্মমুখীনতা ও যথেচ্ছপনাকে বর্জন করল, উদ্ঘাটন করে দিল যে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ধারণা ও সমস্ত বিভিন্ন প্রবণতার **মূল** রয়েছে বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির পরিস্থিতির মধ্যে, — এবং এইভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ অধ্যয়নের পথ দেখাল। লোকেরা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু লোকেদের, বিশেষ করে ব্যাপক জনগণের প্রেরণা স্থির হয় কিসে, কোথা থেকে সৃষ্টি হয় পরস্পর-বিরোধী ধারণা ও প্রচেষ্টার সংঘাত, মানব সমাজের সমগ্র জনসাধারণের এইরূপ সমস্ত সংঘাতের মোট যোগফলটা কী, মানুষের সমস্তকিছু ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের যা ভিত্তি, সেই বৈষয়িক জীবনের উৎপাদনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি কী, এই সব পরিস্থিতির বিকাশের নিয়ম কীরূপ, এই সবের দিকে মার্কস মনোযোগ দেন এবং তার সবকিছু বৈচিত্র্য ও বিরোধ সত্ত্বেও একটি একক নিয়মানুগ প্রক্রিয়া হিসাবে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের পথ দেখান।

শ্রেণী-সংগ্রাম

এ কথাগুলি সুবিদিত যে একটা নির্দিষ্ট সমাজের কিছু লোকের প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্য কিছু লোকের প্রচেষ্টার সংঘাত বাধে, সামাজিক জীবন বিরোধে ভরা, ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে সংগ্রাম নয়, জাতির অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরন্তু পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও সমর, অচলাবস্থা ও দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতি অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদৃশ্যমান বিশৃঙ্খলা ও গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়মবদ্ধতা আবিষ্কার করার চাবিকাঠি এনে দিয়েছে মার্কসবাদ। সে চাবিকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব। কোনো একটি সমাজ বা সমাজসমষ্টির সকল সভ্যের প্রচেষ্টা-প্রবণতার সমষ্টি পর্যালোচনা করলেই তবে এই সব প্রচেষ্টা-প্রবণতার ফলাফল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্ধারণে পৌঁছনো সম্ভব। আবার প্রত্যেক সমাজ যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের অবস্থা ও জীবন-পরিস্থিতির পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সব বিরোধী প্রচেষ্টার মূল। 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্কস লিখেছেন, 'আগেকার সকল সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।' (এঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আদিম গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না।) 'স্বাধীন ও দাস, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড-কর্তা ও কারিগর, এক কথায় একদিকে নিপীড়ক এবং অন্যদিকে নিপীড়িতের মধ্যে বিরোধ লেগে থেকেছে চিরকাল, কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে সংগ্রাম চলেছে অবিরাম, এবং সে সংগ্রাম প্রতিবারে শেষ হয়েছে হয় গোটা সমাজসৌধের বিপ্লবী পুনর্গঠনে, নয়ত সংগ্রামী শ্রেণীগুলির সমবেত ধ্বংসে... সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হল তার মধ্যে শ্রেণী-বৈরিতার অবসান হয় নি। পুরনো শ্রেণী, পুরনো নিপীড়ন পরিস্থিতি, সংগ্রামের পুরনো ধরনের বদলে এ সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন শ্রেণী, নিপীড়নের নতুন পরিস্থিতি, সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের যুগে, বুর্জোয়া এই যুগের কিন্তু এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, শ্রেণী-বৈরিতাকে তা এখন অনেক সরল করে দিয়েছে: ক্রমেই বেশি করে সমাজ দুটি বৃহৎ শত্রু শিবিরে, পরস্পরের সম্মুখীন দুটি বৃহৎ শ্রেণী — বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হচ্ছে।' মহান ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস একাধিক দেশে অতি পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে ঘটনাস্রোতের এই আসল অন্তর্বস্তুটি — শ্রেণী-সংগ্রাম। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে (১৮) একাধিক ঐতিহাসিক (তিয়েরি, গিজো, মিনিয়ে, তিয়ের) দেখা দেন যাঁরা ঘটনাবলীর সাধারণীকরণ করতে গিয়ে না মেনে পারেন নি যে, গোটা ফরাসী ইতিহাস বোঝার চাবিকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রাম। এবং সাম্প্রতিক যুগে, বুর্জোয়াদের পরিপূর্ণ জয়লাভ, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান (সার্বজনীন যদি বা না হয় তাহলেও) ব্যাপক ভোটাধিকার, বহুল প্রচারিত সুলভ দৈনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদপত্র ইত্যাদির এই যুগে, শক্তিশালী ও ক্রমব্যাপক শ্রমিক সমিতি ও মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির এই যুগে আরো স্পষ্ট করে (যদিও প্রায়ই একপেশে 'শান্তিপূর্ণ' ও 'নিয়মতান্ত্রিক' রূপের মধ্যে দিয়ে) দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রেণী-সংগ্রামই হল ঘটনাধারার ইঞ্জিন। প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিকাশের সর্ত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর পরিস্থিতির বিষয়নিষ্ঠ বিশ্লেষণের কী দাবি মার্কস সমাজবিজ্ঞানের কাছে করেছেন, তা বোঝা যাবে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' এই অনুচ্ছেদটি থেকে: 'যে সব শ্রেণী আজ বুর্জোয়াদের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী হল একমাত্র প্রলেতারিয়েত। বৃহদাকার শিল্প-কারখানার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল শ্রেণীর পতন ও বিলোপ ঘটে; প্রলেতারিয়েতই তার স্বকীয় সৃষ্টি। মধ্য-শ্রেণীগুলি: ক্ষুদে শিল্পপতি, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, কৃষক — বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এরা সকলেই লড়াই করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে আপন অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। সুতরাং তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। এমনকি আরো বেশি, তারা প্রতিক্রিয়াশীল: ইতিহাসের চাকাকে তারা পিছন দিকে ঠেলতে চায়। যদি তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠে, তবে তা হয় সেই পরিমাণে যে পরিমাণে তাদের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্তি আসন্ন হয়ে উঠেছে, যে পরিমাণে তারা ত্যাগ করছে তাদের বর্তমান স্বার্থরক্ষার জন্যে নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্যে; যে পরিমাণে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তারা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করছে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।' একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় (**গ্রন্থপঞ্জী** দ্রষ্টব্য) মার্কস বস্তুবাদী ইতিহাস-বিদ্যার চমৎকার ও সুগভীর নিদর্শন রেখে গেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে **প্রত্যেকটি** শ্রেণীর এবং কখনো কখনো শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর ও গোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন ও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কেন এবং কী করে 'প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম'(১৯)। উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যাবে একটা শ্রেণী থেকে আর একটা শ্রেণীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে **উৎক্রান্তি** স্তর ও সমাজ সম্পর্কের কী জটিল জাল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক বিকাশের সমস্ত ফলাফলের (resultant) হিসাব নেবার জন্যে।

মার্কসীয় তত্ত্বের সবচেয়ে সুগভীর পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হল তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ

'পুঁজি' বইখানির ভূমিকায় মার্কস লিখেছেন, 'আধুনিক সমাজের', অর্থাৎ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের 'গতিধারার অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই এ রচনার শেষ লক্ষ্য'। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান — এই হল মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু। পুঁজিবাদী সমাজে **পণ্য** উৎপাদনেরই প্রাধান্য। মার্কসের বিশ্লেষণ তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।

মূল্য

পণ্য হল প্রথমত এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের কোনো একটা চাহিদা মেটে; দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বিনিময় চলে। বস্তুর উপযোগিতা থেকে তার **ব্যবহার-মূল্যের** সৃষ্টি। বিনিময়-মূল্য (কিংবা সহজ ভাষায় মূল্য) সর্বাগ্রে হল একটি সম্পর্ক, নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য ধরনের ব্যবহার-মূল্য বিনিময়ের অনুপাত। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাবে যে, এই ধরনের কোটি কোটি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সব রকমের ব্যবহার-মূল্য, এমনকি একেবারে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় ব্যবহার-মূল্যগুলিকে পর্যন্ত পরস্পর সমীকরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে, সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিলটা কী? এদের সাধারণ মিল এইখানে যে এরা সকলেই **শ্রমের ফল**। বস্তুর বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সমীকরণ করে। পণ্য উৎপাদন হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করছে (সামাজিক শ্রমবিভাগ), এবং বিনিময়ের মধ্যে সেই সব বস্তুর পারস্পরিক সমীকরণ ঘটছে। সুতরাং সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জিনিসটা রয়েছে সেটা কোনো বিশেষ উৎপাদন-শাখার প্রত্যক্ষ শ্রম নয়, নির্দিষ্ট এক ধরনের শ্রম নয়, সেটা হল **বিমূর্ত** মনুষ্য শ্রম, সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম। কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্তি হল এই এক ও অভিন্ন মনুষ্য শ্রমশক্তি: কোটি কোটি বিনিময়ের ঘটনায় তার প্রমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলবে। এবং সুতরাং স্বতন্ত্র প্রত্যেকটি পণ্যই হল **সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়** শ্রম-সময়ের এক একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র। মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যটি, নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্যটির উৎপাদনে যেটুকু শ্রম-সময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই শ্রম-সময় দিয়ে। 'বিনিময় মারফত ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের সমীকরণ করতে গিয়ে লোকে নিজেদের বিভিন্ন ধরনের শ্রমেরও পরস্পর সমীকরণ করে। এ সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে না বটে, কিন্তু করে এইটেই।' (২০) জনৈক পূর্বতন অর্থনীতিবিদের কথা অনুসারে মূল্য হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক; ভালো হত যদি তিনি যোগ করতেন, সামগ্রীর আবরণে ঢাকা সম্পর্ক। মূল্য কী তা বোঝা যাবে শুধু তখনই, যখন আমরা তার বিচার করব সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিন্যাসের সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যেখানে এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলিও আবার আত্মপ্রকাশ করছে কোটি কোটি বার পুনরাবর্তিত ব্যাপক বিনিময় ঘটনার মধ্যে। 'মূল্য হিসাবে দেখলে পণ্য হল কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণের একটা ঘনীভূত শ্রম-সময়' (২১)। পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের সবিস্তার বিশ্লেষণের পর মার্কস **মূল্যের রূপ** ও **মুদ্রার** বিশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণায় তাঁর প্রধান কাজ মূল্যের মুদ্রারূপের **উদ্ভব** পর্যালোচনা, বিনিময়ের **ঐতিহাসিক বিকাশধারার** পর্যালোচনা, 'বিনিময়ের বিচ্ছিন্ন আপতিক ঘটনা থেকে ('মূল্যের সরল বিচ্ছিন্ন অথবা আপতিক রূপ': বিশেষ পরিমাণের কোনো একটি পণ্য বিনিময় হচ্ছে আর একটি পণ্যের বিশেষ একটি পরিমাণের সঙ্গে) শুরু করে মূল্যের সার্বজনীন রূপ, যখন ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতীয় পণ্যগুলিকে বিনিময় করা যায় বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে, এবং তা থেকে মূল্যের মুদ্রারূপ পর্যন্ত পর্যালোচনা, যখন সোনা হল সেই বিশেষ পণ্য, সার্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশে উচ্চতম পরিণতি হল মুদ্রা; মুদ্রায় ব্যক্তিগত কাজগুলির সামাজিক চরিত্র ও বাজারের মারফত সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক আবৃত ও গুপ্ত হয়ে যায়। মুদ্রার কী কী কাজ সে বিষয়ে অতি সবিস্তারে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী যে, এখানেও ('পুঁজি' গ্রন্থের প্রথমদিককার সমস্ত পরিচ্ছেদের মতো) বিমূর্ত এবং আপাতদৃষ্টে প্রায়ই অবরোহমূলক (deductive) পদ্ধতির উপস্থাপন আসলে বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যের ওপর নির্ভর করেই রচিত। 'মুদ্রা বললেই পণ্য বিনিময়ের একটা নির্দিষ্ট উচ্চ স্তর ধরে নিতে হয়। মুদ্রার কোন কাজটা কী কী পরিমাণে সাধিত হচ্ছে, তুলনামূলক ভাবে তাদের কোনটার প্রাধান্য ঘটছে তার উপর নির্ভর করে মুদ্রার বিভিন্ন রূপ — যথা পণ্যের সরল তুল্যমূল্য অথবা সঞ্চালনের মাধ্যম, অথবা লেনদেনের মাধ্যম, ধন অথবা সার্বজনীন মুদ্রা — সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অতি বিভিন্ন সব স্তর সূচিত করে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড) (২২)।

উদ্বৃত্ত মূল্য

পণ্য উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরে মুদ্রা পরিণত হয় পুঁজিতে। পণ্য সঞ্চালনের সূত্র ছিল: প (পণ্য) — মু (মুদ্রা) — প (পণ্য), অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্যে অন্য পণ্য বিক্রয়। পক্ষান্তরে, পুঁজির সাধারণ সূত্র হল: মু — প — মু, অর্থাৎ (মুনাফায়) বিক্রয়ের জন্যে ক্রয়। সঞ্চালনে ঢালা আদি মুদ্রা মূল্যের এই বৃদ্ধিটাকে মার্কস বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিবাদী সঞ্চালন ব্যবস্থায় মুদ্রার এই 'বৃদ্ধির' ঘটনাটা সুবিদিত। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক হিসাবে যে **পুঁজি**, মুদ্রাকে সে **পুঁজিতে** পরিণত করে এই 'বৃদ্ধিটাই'। পণ্য সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা পণ্য সঞ্চালনে শুধু তুল্যমূল্যেরই বিনিময় ঘটে থাকে; দর বাড়িয়ে দিলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পারস্পরিক লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে যাবে; অথচ এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নয়, গড়পড়তা, ব্যাপক, সামাজিক একটা ঘটনা নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হলে 'মুদ্রার মালিককে অবশ্যই বাজারে এমন একটি পণ্য বের করতে হবে, যার ব্যবহার-মূল্যটাই মূল্যের উৎস হবার মতো একটা স্বকীয় গুণ রাখে' (২৩) — এমন একটি পণ্য যাকে ভোগ করার প্রক্রিয়াটাই হল যুগপৎ মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এরকম পণ্য কিন্তু সত্যিই আছে, এ হল মানুষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, এবং শ্রম থেকেই সৃষ্টি মূল্যের। মুদ্রার মালিক শ্রমশক্তিকে কেনে তার মূল্য দিয়ে, অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতোই এ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় থেকে (অর্থাৎ সপরিবারে শ্রমিকের ভরণপোষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরচ থেকে)। শ্রমশক্তি ক্রয় করার পর মুদ্রার মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ সারাদিনের জন্যে, ধরা যাক বারো ঘণ্টার জন্যে, তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচা তোলার মতো উৎপাদন শ্রমিক তৈরি করছে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রম-সময়) এবং বাকি ছয় ঘণ্টায় ('উদ্বৃত্ত' শ্রম-সময়) সে তৈরি করছে 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন, অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্যে পুঁজিপতি কোনো দাম দেয় নি। অতএব উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, পুঁজিকে দু ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে: স্থির পুঁজি, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের পেছনে (যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল ইত্যাদি) — এ পুঁজির মূল্যে কোনো বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে ভাগে) উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে এসে জমা হয়; এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, যা ব্যয় হয় শ্রমশক্তির জন্যে। শেষোক্ত পুঁজির মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকে না, শ্রমপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা বাড়ে এবং সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে পুরো পুঁজির তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির। এ হিসাবে, পূর্বোক্ত উদাহরণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, হবে ৬/৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ।

পুঁজি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পূর্বসর্ত হল, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে ব্যক্তি বিশেষের হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়, এবং দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রমিকের অস্তিত্ব যে উভয় অর্থে 'মুক্ত': শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পথে সবরকমের বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত এবং জমি ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সবকিছু উপায় থেকেও মুক্ত, বেওয়ারিস মজুর, শ্রমজীবী-'প্রলেতারীয়', স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া যার জীবিকানির্বাহের উপায় নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তোলার দুটি মূল পদ্ধতি আছে: শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো ('অনপেক্ষ (absolute) উদ্বৃত্ত মূল্য') অথবা প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমানো ('আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য')। প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস রোজের ঘণ্টা কমাবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং রোজের ঘণ্টা বাড়ানো (চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) এবং কমানোর (ঊনিশ শতকের ফ্যাক্টরি আইন) জন্যে সরকারী হস্তক্ষেপের এক বিপুল চিত্র উন্মোচিত করেছেন। 'পুঁজি' বইখানি প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের ইতিহাস থেকে হাজার হাজার নতুন তথ্যে সে চিত্র পূর্ণতর হয়ে উঠেছে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তিনটি মূল ঐতিহাসিক পর্যায়ের আলোচনা করেছেন, যার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়েছে: ১) সরল সমবায়; ২) শ্রমবিভাগ ও হস্তশিল্প কারখানা (manufacture); ৩) যন্ত্রপাতি ও বৃহদাকার শিল্প। পুঁজিবাদী বিকাশের বনিয়াদী ও বৈশিষ্ট্য-সূচক দিকগুলির যে কী গভীর বিশ্লেষণ মার্কস এখানে করেছেন তা, প্রসঙ্গত, বোঝা যাবে এই থেকে যে, রাশিয়ার 'কুটির' শিল্প বলে যা পরিচিত তার অনুসন্ধান থেকে উল্লিখিত তিনটির প্রথম দুটি পর্যায়ের উদাহরণস্বরূপ প্রচুর তথ্য মিলেছে। আর বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ১৮৬৭ সালে মার্কস যা লিখেছিলেন, তা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একাধিক 'নতুন' দেশে (রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি) দেখা গেছে।

অপিচ। **পুঁজির সঞ্চয়**, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের পুঁজিতে রূপান্তর, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে ব্যবহার না করে নতুন উৎপাদনের জন্যে তার ব্যবহার, এই বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব। পূর্বেকার সমস্ত চিরায়ত অর্থশাস্ত্রে (অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে) ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পুঁজিতে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবখানিই হল পরিবর্তনশীল পুঁজিতে। মার্কস তার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা **উৎপাদনের উপায়** এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, এই দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। (মোট পুঁজির ভেতরে) পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশটার তুলনায় স্থির পুঁজির অংশটার দ্রুততর বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সমাজতন্ত্রে তার রূপান্তরের পক্ষে প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজির সঞ্চয় শ্রমিকের বদলে যন্ত্র নিয়োগ করার গতিকে ত্বরান্বিত করে, এক প্রান্তে ধনসম্পদ এবং অন্য প্রান্তে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, গড়ে তোলে তথাকথিত 'শ্রমের মজুত বাহিনী', শ্রমিকদের 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্তি', অথবা 'পুঁজিবাদী অতিজনতা', যা বিভিন্নতম রূপে প্রকাশ পায় এবং অসাধারণ দ্রুত হারে উৎপাদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয় পুঁজির। প্রসঙ্গত, এই সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে ক্রেডিট ও উৎপাদনের উপায়রূপে পুঁজির যে সঞ্চয় — তা থেকে অতি উৎপাদন **সংকট** বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, এবং পরে ঘটছে আরো দীর্ঘ ও কম সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে। পুঁজিবাদের ভিত্তিতে পুঁজির যে সঞ্চয় তা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে তথাকথিত আদি সঞ্চয়: উৎপাদনের উপায় থেকে জোর করে শ্রমজীবীর বিচ্ছেদ, জমি থেকে চাষীর বিতাড়ন, গ্রামগোষ্ঠীর জমি চুরি, উপনিবেশ ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, সংরক্ষণ শুল্ক ইত্যাদি। 'আদি সঞ্চয়' থেকে সৃষ্টি হয় এক প্রান্তে 'মুক্ত' প্রলেতারীয় এবং অন্য প্রান্তে টাকার মালিক — পুঁজিপতির।

'পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতায়' মার্কস নিম্নোল্লিখিত সুবিখ্যাত কথায় বর্ণনা করেছেন: 'সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উচ্ছেদ-কার্য সম্পন্ন করা হয় নৃশংসতম বর্বরতার মধ্য দিয়ে এবং জঘন্যতম, কদর্যতম, তুচ্ছ ও ক্ষিপ্ততম প্রবৃত্তির তাড়নায়। মালিকের' (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) 'শ্রমোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আলাদা আলাদা স্বাধীন মেহনতকারীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের বলা যায় অবিচ্ছিন্নতার ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছিল — তার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অপরের, নামেই-স্বাধীন শ্রমের শোষণের ওপর যার ভিত্তি ... এবার স্বাধীনবৃত্তিধারী মেহনতকারীকে নয়, বহু শ্রমিককে শোষণ করছে এমন পুঁজিবাদীদেরই উচ্ছেদ করার পালা। এ উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়া অনুসারেই পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে। অনেক পুঁজিপতিকে ঘায়েল করে একজন পুঁজিপতি। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প পুঁজিপতি কর্তৃক বহু পুঁজিপতিকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্তারিত, বৃহৎ আকারে বিকশিত হতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায়মূলক রূপ, সচেতনভাবে বিজ্ঞানের টেক্‌নিকাল প্রয়োগ, ভূমির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার, উৎপাদনোপায়গুলির এমন রূপান্তর যাতে তা শুধু যৌথভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব, সমষ্টিকৃত সামাজিক শ্রমের উৎপাদনোপায় হিসাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপায়সমূহের অপচয় নিরোধ, বিশ্বজোড়া বাজারের জালে সমস্ত জাতির বিজড়ন আর সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী আমলের আন্তর্জাতিক চরিত্র। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সব কিছু লাভ যারা বে-দখল করছে, একচেটিয়া করে নিচ্ছে, পুঁজির সেই সব রাঘব বোয়ালদের সংখ্যা ক্রমাগত কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপাত ও শোষণের ব্যাপকতা; কিন্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর রোষ, — পুঁজিবাদী উৎপাদন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা শিক্ষিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন-পদ্ধতির পথেই একটা শৃংখল হয়ে দাঁড়ায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে ও তার অধীনেই বেড়ে উঠেছে। উৎপাদন-উপায়ের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা মাত্রায় গিয়ে পেঁছিয় যখন তার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী খোলাটা খাপ খায় না। খোলা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু ঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ করা হয় উচ্ছেদকারীদের' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড) (২৪)।

পুনরপি, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব হল মোট সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন বিষয়ে 'পুঁজি' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত মার্কসের বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রেও মার্কস একক ঘটনা না নিয়ে ব্যাপক ঘটনা নেন, সমাজের অর্থনীতির একটা ভগ্নাংশ না নিয়ে সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতিটাকেই বিচার করেছেন। পূর্বোক্ত চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের ভ্রান্তি সংশোধন করে মার্কস সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি বৃহৎ ভাগে: ১) উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন; ২) ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন; এবং পরে পরিমাণে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয় এই উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত সামাজিক পুঁজির মোট সঞ্চালন বিষয়ে সংখ্যাগত দৃষ্টান্ত তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'পুঁজি' বইটির তৃতীয় খণ্ডে **মুনাফার গড় হার** সৃষ্টির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে মূল্যের নিয়ম ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৃহৎ অগ্রগতি ঘটিয়েছেন সেটা এইখানে যে, অর্বাচীন অর্থশাস্ত্র অথবা সাম্প্রতিক 'প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব' ('theory of marginal utility') (২৫) যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দিকগুলিতে প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে, মার্কস সেরকম কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে তাঁর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক অর্থনীতির সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কী ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য কী ভাবে মুনাফা, সুদ ও ভূমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল কারবারে ঢালা মোট পুঁজির তুলনায় উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত। যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন উঁচু' ('high organic composition') (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির পরিমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বেশি) তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম; যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন নিচু' তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরনের পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির স্বাধীন চলাচলের ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের দিকে যায়। কোনো একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মোট দাম মিলে যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পণ্য তাদের যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় **উৎপাদনের দাম** (অথবা উৎপাদনী দাম) অনুসারে। এটা হল ব্যয়িত পুঁজির সঙ্গে গড় মুনাফার যোগফল।

মূল্যের নিয়ম ভিত্তি করে এই ভাবে মার্কস মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতি এবং মুনাফার সমতা বিষয়ক সুবিদিত ও তর্কাতীত ঘটনাটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা সমস্ত পণ্যের মোট মূল্য তার মোট দামের সঙ্গে সমান। (সামাজিক) মূল্যের সঙ্গে (ব্যক্তিমূলক) দামের সমীকরণ অবশ্য সরলভাবে ও সোজাসুজি হয় না, হয় অতি জটিল এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যে কেবলমাত্র বাজারের মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাবিক যে নিয়মবদ্ধতা শুধুমাত্র গড়পড়তা, সামাজিক, সমষ্টিগত নিয়মবদ্ধতা ছাড়া অন্য কোনোভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, সেখানে বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রের এদিক বা ওদিকের হেরফের পরস্পর কাটান হয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি। এবং উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে, তাই একথা খুবই পরিষ্কার যে মুনাফার হার (শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে নয়, সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত) ক্রমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। এই ঝোঁক সম্পর্কে এবং যে সব পরিস্থিতিতে এই ঝোঁকটা ঢাকা থাকে অথবা বাধা পায় তাদের সম্পর্কে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'পুঁজি' বইখানির তৃতীয় খণ্ডে তেজারতী পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও মুদ্রা পুঁজি বিষয়ে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক যে সব অধ্যায় আছে তার বিবরণ দেবার জন্যে না থেমে এবার সবচেয়ে প্রধান কথাটা, **ভূমি-খাজনার** তত্ত্বে চলে আসা যাক। যেহেতু ভূমিক্ষেত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পুঁজিবাদী দেশে তা সবখানি ব্যক্তিগত মালিকের অধিকারাধীন, সেইহেতু গড় সাধারণ জমির ওপর উৎপাদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা খরচা তাই দিয়ে কৃষি উৎপাদনের দাম স্থির হয় না, স্থির হয় সর্বনিকৃষ্ট জমির ওপর উৎপাদনের খরচা দিয়ে, বাজারে উৎপন্ন সামগ্রী প্রেরণের গড় অবস্থা থেকে সে দাম ঠিক হয় না, ঠিক হয় সর্বনিকৃষ্ট অবস্থা থেকে। এই দামের সঙ্গে উন্নততর জমির (কিংবা উন্নততর অবস্থার) উৎপাদনের দামের যে তফাৎ হয় তাই হল **আন্তর** খাজনা (differential rent)। এই বিষয়টা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে, এই আন্তর খাজনা কী ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের উর্বরতার বিভিন্নতা থেকে, জমিতে যে পুঁজি ঢালা হচ্ছে তার পরিমাণের বিভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখিয়ে মার্কস সমূহ উদ্ঘাটন করেছেন ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'ও দ্রষ্টব্য; এখানে রদবের্তুসকে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ করে লক্ষণীয়) রিকার্ডোর এই ভ্রান্তি যেন আন্তর খাজনার সৃষ্টি হয় কেবল ক্রমান্বয়ে ভালো জমি থেকে খারাপ জমিতে উত্তরণে। কিন্তু উল্টো দিকের উত্তরণও তো ঘটে, এক ধরনের জমি রূপান্তরিত হয় অন্য ধরনের জমিতে (কৃষি টেকনলজির অগ্রগতি, শহরের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে); এবং 'ভূমির ক্রমক্ষীয়মাণ উর্বরতার' কুখ্যাত 'নিয়মটি' হল প্রগাঢ় ভ্রান্তিমূলক, পুঁজিবাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্বিরোধ এতে প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, শিল্পের ওপর সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মুনাফার সমতা-সাধন হতে হলে প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির অবাধ চলাচল ধরে নিতে হয়। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া অধিকার এবং তাতে এই অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল তার পুঁজির নিম্নতর আঙ্গিক গঠন, সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে মুনাফার উচ্চতর হার; কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে কৃষি উৎপাদন মুনাফার হারের সমতা-সাধনের পরিপূর্ণ স্বাধীন প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত হয় না। জমির মালিক একচেটিয়া-অধিকারী হিসাবে গড়পড়তার চেয়ে বেশি দাম ধরার সুযোগ পায় আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় **অনপেক্ষ** খাজনা (absolute rent)। পুঁজিবাদের আওতায় আন্তর খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু অনপেক্ষ খাজনার অবসান **সম্ভব** — যেমন জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে তার রূপান্তর ঘটলে। এইরূপ রূপান্তরের অর্থ হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকের একচেটিয়া ধ্বংস এবং কৃষির ক্ষেত্রে অধিকতর সুসঙ্গত ও পরিপূর্ণতর স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রয়োগ। এবং সেইজন্যেই, মার্কস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন, ইতিহাসে র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়ারা জমি জাতীয়করণের এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া দাবিটিকে কম উপস্থিত করে নি, কিন্তু অধিকাংশ বুর্জোয়াই তাতে ভয় পেয়ে গেছে, কেননা তাতে অতিমাত্রায় 'স্পৃষ্ট হয়ে পড়ে' আমাদের কালের পক্ষে বিশেষ জরুরী ও 'স্পর্শকাতর' আর এক ধরনের একচেটিয়া অধিকার — সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর একচেটিয়া অধিকার। (১৮৬২ সালের ২রা আগস্ট এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি পত্রে মার্কস পুঁজির ওপর মুনাফার গড় হার এবং অনপেক্ষ ভূমি খাজনা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের একটি আশ্চর্য জনবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার পরিব্যাখ্যান দিয়েছেন। 'পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭—৮১ দ্রষ্টব্য; ১৮৬২ সালের ৯ই আগস্টের পত্রটিও তুলনীয়, ঐ, পৃঃ ৮৬—৮৭।) ভূমি-খাজনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কসের বিশ্লেষণ অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস দেখিয়েছেন, কী করে শ্রম-খাজনা (চাষী যখন জমিদারের জমিতে নিজের মেহনতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে) রূপান্তরিত হচ্ছে ফসল বা সামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত খাজনায় (চাষী যখন তার নিজের জমিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে এবং জমিদারকে তা দিচ্ছে 'অর্থনীতি বহির্ভূত বাধ্যতার' জন্যে), তারপর মুদ্রা-খাজনায় (সামগ্রীরূপে প্রদত্ত খাজনা পণ্য উৎপাদনের বিকাশের ফলে মুদ্রায় পরিণত — সেকালের রাশিয়ার 'ওব্রোক') এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী খাজনায়, যখন চাষীর বদলে খাটছে কৃষি-উদ্যোক্তা যে চাষ চালাচ্ছে মজুরি শ্রমের সাহায্যে। 'পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস **কৃষিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন** সম্পর্কে যে কয়েকটি সুগভীর (এবং রাশিয়ার মতো পশ্চাদ্বর্তী দেশগুলির পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা দিয়ে গেছেন তা অনুধাবন করার যোগ্য। 'সামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত খাজনা যখন মুদ্রা-খাজনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার অনিবার্য সহগামী শুধু নয়, এমনকি আগে থেকেই সৃষ্টি হয় সম্পত্তিহীন দিনমজুরের একটি শ্রেণী, যারা মজুরি নিয়ে খাটে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের পর্বে, যখন তাদের সবে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন মুদ্রা-খাজনাদায়ী কৃষকদের মধ্যে নিজেদের কাজে ক্ষেতমজুর শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, ঠিক যেভাবে সামন্তযুগে অবস্থাপন্ন ভূমিদাস চাষীরা নিজেরাও আবার ভূমিদাস রাখত। এইসব চাষীদের পক্ষে ক্রমে ক্রমে হাতে কিছু সম্পদ জমিয়ে ভবিষ্যৎ পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানো আগেকার জমি-মালিকদের মধ্যে থেকেই এইভাবে গড়ে ওঠে পুঁজিপতি ইজারাদারের সুতিকাগার, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে কৃষি অঞ্চলের বাইরে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর' ('পুঁজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)... (২৬) 'গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়নের ফলে শিল্প পুঁজির জন্যে শুধু যে শ্রমিক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণ ও তাদের শ্রমের হাতিয়ার 'মুক্ত হয়ে যায়' তাই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারও গড়ে ওঠে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৮) (২৭)। কৃষিজীবী জনগণের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি ও ধ্বংস আবার পুঁজির জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয়। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই 'তাই কৃষিজীবী জনগণের একাংশ অনবরত শহরের বা কারখানা এলাকার (অর্থাৎ কৃষিজীবী নয়) অধিবাসীতে পরিণত হবার অবস্থায় থাকে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতার এই উৎসটি অবিরাম প্রবহমান... গ্রাম্য মেহনতীকে নেমে আসতে হয় সর্বনিম্ন মাত্রার মজুরিতে, এক পা তার সবসময়েই ডুবে থাকে নিঃস্বতার পাঁকে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৮) (২৮)। কৃষক যে জমি চাষ করছে, তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা হল ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের ভিত্তি, তার প্রফুল্লন ও ক্ল্যাসিকাল রূপ পরিগ্রহের সর্ত। কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপরিসর আদিম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষকদের 'শোষণ শুধু রূপের দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: পুঁজি। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে মর্টগেজ ও সুদখোরি মারফৎ; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে সরকারী ট্যাক্স মারফৎ' ('ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (২৯)। 'কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন সম্পত্তি এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে জমি থেকে মুনাফা সুদ ও খাজনা আদায়ের অছিলায় মাত্র দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভূমির কর্ষকেরই উপর' ('আঠারোই ব্রুমেয়ার') (৩০)। প্রায়ই চাষীকে এমনকি তার নিজ মজুরির একটা অংশ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের জন্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে ছেড়ে দিতে হয় এবং নিজেকে নামতে হয় 'আইরিশ প্রজাচাষীর সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিমালিক হওয়ার অছিলায়' ('ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (৩১)। 'যে দেশে ক্ষুদ্রাকার চাষবাসের আধিক্য সে দেশে শস্যের দাম, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে দেশে গ্রহণ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে সেখানকার শস্যের দামের চেয়ে যে কম হয়, তার অন্যতম কারণ' কী? ('পুঁজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)। কারণ, কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে সমাজের হাতে (অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে) ছেড়ে দেয়। 'সুতরাং (শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের) এই নিচু দাম হল উৎপাদকদের দারিদ্র্যের ফল, কোনো ক্রমেই তাদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার ফল নয়।' ('পুঁজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ হল ক্ষুদে ভূমি মালিকানা; পুঁজিবাদের আওতায় তা অধঃপতিত, বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়। 'ক্ষুদে ভূমি মালিকানার প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পুঁজির সামাজিক পুঞ্জীভবন, বৃহদাকারে গবাদি পশুপালন এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ সম্ভব নয়। তেজারতি ও ট্যাক্স ব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই তার নিঃস্বভবন অনিবার্য। জমি কেনার জন্যে পুঁজি ব্যয়ের ফলে সে পুঁজি ভূমি উন্নয়ন থেকে বাদ পড়ে। উৎপাদন-উপায়ের অশেষ বিখণ্ডীকরণ এবং খোদ উৎপাদকদেরই বিচ্ছিন্নতা।' (সমবায়, অর্থাৎ ক্ষুদে চাষীদের সমিতিগুলি অসাধারণ প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল হয় মাত্র, একেবারে বন্ধ হয় না; একথাও ভুললে চলবে না যে অবস্থাপন্ন কৃষকদের জন্যে সমবায় অনেক কিছু করলেও গরিব চাষীদের ব্যাপক অংশের জন্যে যৎসামান্য করে, প্রায় কিছুই করে না। তাছাড়া পরে সমবায় সমিতিগুলি নিজেরাই মজুরি-শ্রমের শোষক হয়ে বসে।) 'মনুষ্যশক্তির বিপুল অপচয়। টুকরো (ক্ষুদে) মালিকানার নিয়মই হল উৎপাদন অবস্থার ক্রমান্বয় অবনতি, এবং উৎপাদন-উপায়ের দামে ক্রমাগত বৃদ্ধি' (৩২)। যেমন শিল্পে তেমনি কৃষিতেও পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু 'উৎপাদককে শহীদ বানিয়ে'। 'অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে থাকার দরুন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রতিরোধক্ষমতা ভেঙে পড়ে, আবার পুঞ্জীভবনের ফলে শহুরে শ্রমিকদের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন সাম্প্রতিক শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে, তেমনি সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী কৃষি-ব্যবস্থাতেও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এবং তার বিপুল সচলতা অর্জন করা হয় শ্রমশক্তিকেই ধ্বংস ও শীর্ণ করে তোলার বিনিময়ে। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী কৃষির যা কিছু প্রগতি তা হল শুধু শ্রমিককে নয় ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগতি... সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন যন্ত্রবিদ্যা এবং উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্মিলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাশ ঘটায় কেবল এমন পথে যাতে একই সঙ্গে সর্বসম্পদের মূলাধার — ভূমি ও শ্রমিককেও — বিধ্বস্ত করা হয়' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ)।

সমাজতন্ত্র

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজে রূপান্তর যে অবশ্যম্ভাবী এ সিদ্ধান্ত মার্কস পুরোপুরি ও একমাত্র টেনেছেন সাম্প্রতিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম থেকেই। শ্রমের যে সামাজীকরণ হাজার হাজার রূপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং মার্কসের মৃত্যুর পর যে অর্ধশতাব্দী কেটে গেল, তার ভেতর বৃহদাকার উৎপাদন, পুঁজিবাদী কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্টের বৃদ্ধিতে তথা ফিনান্স পুঁজির পরিমাণ ও ক্ষমতার প্রচণ্ড বৃদ্ধির মধ্যে যা বিশেষ স্পষ্ট করে আত্মপ্রকাশ করছে, তাই হল সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের প্রধান বৈষয়িক বনিয়াদ। এ রূপান্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চালিকা শক্তি এবং বাস্তব কর্মকর্তা হল প্রলেতারিয়েত, পুঁজিবাদই তাদের শিক্ষিত করে তোলে। বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের যে সংগ্রাম নানাভাবে এবং উত্তরোত্তর সারসমৃদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তা অপরিহার্যরূপেই পরিণত হয় এক রাজনৈতিক সংগ্রামে, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারই যার লক্ষ্য ('প্রলেতারীয় একনায়কত্ব')। উৎপাদনের সামাজীকরণ উৎপাদনের উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত না করে, 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ' না ঘটিয়ে পারে না। এরূপ পরিণতির প্রত্যক্ষ ফল হবে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার প্রভূত বৃদ্ধি, শ্রমদিনের হ্রাস, আদিম প্রকৃতির ছোটো ছোটো বিখণ্ডিত উৎপাদনের জেরগুলির, ধ্বংসস্তূপগুলির স্থানে যৌথ ও উন্নততর শ্রম। কৃষি ও শিল্পের যোগাযোগ পুঁজিবাদের ফলে চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার উচ্চতম বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ, যৌথ পরিশ্রমের প্রণালী এবং জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে তা গড়ে তোলে এই বন্ধনের, শিল্পের সঙ্গে কৃষির মিলনের নতুন উপকরণ (এই পুনর্বিন্যাসে গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বর্বরতা, এবং বড়ো বড়ো শহরের বিপুল জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পুঞ্জীভবনের অবসান হবে)। আধুনিক পুঁজিবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চতম রূপের ফলে পরিবারের নতুন রূপ, নারীদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং নবীন পুরুষদের মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে চলেছে — নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম, পুঁজিবাদ কর্তৃক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙন বর্তমান সমাজে অবশ্যই অতি ভয়াবহ, বিপর্যয়কর ও জঘন্য রূপ নেয়। কিন্তু তাহলেও 'বৃহৎ শিল্প নারী, কিশোর ও বালকবালিকাদের জন্যে তাদের গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারক ভূমিকা অর্পণ করে পরিবার ও নরনারী সম্পর্কের একটা উচ্চতর রূপের নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলে। বলা বাহুল্য, পরিবারের খ্রীষ্টীয় জার্মান রূপটিকে পরম বলে গণ্য করা অথবা তার প্রাচীন রোমক, প্রাচীন গ্রীক কিংবা প্রাচ্য দেশীয় রূপকেই পরম গণ্য করা সমান বোকামি। প্রসঙ্গত, পরস্পর যোগাযোগে এরা হল একটি একক ঐতিহাসিক বিকাশধারা। একথা পরিষ্কার যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত কদর্য পুঁজিবাদী রূপের ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্যে শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমিকের জন্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়, সেখানে নরনারী উভয়কে নিয়ে সকল বয়সের লোক মিলিয়ে সমষ্টিকৃত শ্রমিক বাহিনী গঠন ধ্বংস ও দাসত্বের সর্বক্রমিক জন্মস্থল হলেও উপযুক্ত অবস্থায় অবধারিতভাবেই তা বরং মানবোচিত বিকাশের উৎস হতে বাধ্য' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ)। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় দেখি 'ভবিষ্যৎ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার বীজ, যখন নির্দিষ্ট বয়সের পরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্যেই উৎপাদন-শ্রমের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও শরীরচর্চার মিলন ঘটবে, সামাজিক উৎপাদন বাড়াবারই একটা উপায় হিসাবে মাত্র নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে' (ঐ)। জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকেও এই একই ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করায় মার্কসের সমাজতন্ত্র এবং তা শুধু অতীতকে ব্যাখ্যা করার দিক থেকে নয়, নির্ভয় ভবিষ্যদ্বাণী করে সে ভবিষ্যৎ রূপায়িত করার লক্ষ্যে সাহসী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও। সামাজিক বিকাশধারায় বুর্জোয়া যুগের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল ও একটি অপরিহার্য রূপ হল জাতি। 'জাতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে', 'জাতীয়' না হয়ে ('কথাটা বুর্জোয়ারা যে অর্থে বোঝে মোটেই সেই অর্থে না হলেও') শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, পরিণত হওয়া, গঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশে জাতীয় গণ্ডি ক্রমেই বেশি করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং জাতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিতে বৈরিতার বদলে দেখা দেয় শ্রেণী-বৈরিতা। সুতরাং, বিকশিত পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য যে, 'মেহনতীদের দেশ নেই' এবং অন্ততপক্ষে সুসভ্য দেশগুলির শ্রমিকের 'মিলিত প্রচেষ্টাই' হল 'প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত' ('কমিউনিস্ট ইশতেহার') (৩৩)। রাষ্ট্র হল সংগঠিত বলপ্রয়োগ, তার উদ্ভব হয় সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন সমাজ আপোসহীন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র একটা 'ক্ষমতা' ছাড়া সমাজ টিকতে পারছে না। শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে 'সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে উঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এই ভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্যে দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্যে অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিপতিদের কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার।' (এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', যেখানে তিনি নিজের ও মার্কসের অভিমত উপস্থিত করেছেন) (৩৪)। যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক, সবচেয়ে প্রগতিশীল রূপ সেখানেও এই ব্যাপারটা এতটুকু মোছে না, বদলায় শুধু তার রূপ (সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংবাদপত্র ও সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচে ক্রয় ইত্যাদি)। সমাজতন্ত্র শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে বিলোপ ঘটায় রাষ্ট্রের। 'অ্যান্টি-দ্যুরিং'এ এঙ্গেলস লিখেছেন, 'প্রথম যে কাজটা করে রাষ্ট্র সত্যসত্যই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এগিয়ে আসে — সমগ্র সমাজের হিতার্থে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ — সেই হবে যুগপৎ রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্রমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে উঠতে থাকবে ও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষকে প্রশাসনের বদলে আসে বস্তুর প্রশাসন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ হবে না, শুকিয়ে মরবে'।' 'উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র-যন্ত্রকে পাঠিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে তার যোগ্যস্থানে: পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে।' (এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি') (৩৫)।

পরিশেষে, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ করার যুগেও যে ক্ষুদে চাষীরা থেকেই যাবে, তাদের প্রতি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মনোভাব সম্পর্কিত প্রশ্নে এঙ্গেলসের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে তিনি মার্কসের মতামতই উপস্থিত করেছেন: 'আমরা যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোটো কৃষকের তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুযোগ এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।' (এঙ্গেলস, 'পশ্চিমের কৃষক সমস্যা', আলেক্সেয়েভার সংস্করণ, পৃঃ ১৭, রুশ অনুবাদে ভুলভ্রান্তি আছে। মূল লেখাটি আছে 'Neue Zeit' পত্রিকায়) (৩৬)।

AMARBOI.COM

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল

ব্যবহারিক বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম ও গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষমতাই যে পূর্বতন বস্তুবাদের একটি প্রধান ত্রুটি সেটা ১৮৪৪—১৮৪৫ সালেই উদ্ঘাটিত করে মার্কস তাঁর তাত্ত্বিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশলের প্রতিও সারা জীবন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিপুল উপাদান মার্কসের সমস্ত লেখাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষ করে পাওয়া যাবে ১৯১৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রাবলীতে। এই সব মালমশলা এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত, যথাবিন্যস্ত, অধীত ও বিশ্লেষিত হয় নি। এক্ষেত্রে তাই শুধু সবচেয়ে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে কেবল এইটুকুর ওপর জোর দিতে চাই যে বস্তুবাদের মধ্যে এই দিকটা না থাকলে মার্কস তাকে ন্যায্যতই গণ্য করতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধখেঁচড়া একপেশে ও নিষ্প্রাণ বলে। প্রলেতারীয় রণকৌশলের মূল কর্তব্য মার্কস নির্ণয় করেছিলেন তাঁর বস্তুবাদী-দ্বন্দ্বমূলক বিশ্ববীক্ষার সবকটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। কোনো একটি সমাজের বিনা ব্যতিক্রমে সকল শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের যোগফলের বিষয়নিষ্ঠভাবে হিসাব এবং সুতরাং, সেই সমাজের বিকাশের বাস্তব পর্যায় এবং সেই সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারই অগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সঠিক রণকৌশল নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে। তাতে সমস্ত শ্রেণী ও সকল দেশকে দেখতে হয় স্ট্যাটিক ভাবে নয় ডাইনামিক ভাবে, অর্থাৎ গতিহীন অবস্থায় নয়, গতির মধ্যে (প্রত্যেক শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তার নিয়মকানুনের উদ্ভব)। গতিকেও আবার দেখা হয় শুধু অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকেও, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে দ্বন্দ্বমূলকভাবে, যাঁরা শুধু ধীর পরিবর্তনটুকুই দেখেন সেইরূপ 'বিবর্তনবাদীদের' অর্বাচীন ধারণা অনুসারে নয়; এঙ্গেলসের কাছে মার্কস লিখেছিলেন, 'বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ বছর হয়ে দাঁড়ায় এক দিনের সমান, যদিও পরে এমন দিন আসতে পারে যখন তার এক একটা দিনেই এঁটে যায় বিশ বছর' ('পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭)। বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রলেতারীয় রণকৌশলের পক্ষে উচিত মানবিক ইতিহাসের এই বাস্তবভাবে অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্যের হিসাব করা; একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বা শম্বুকগতি, অর্থাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' বিকাশের যুগকে ব্যবহার করে অগ্রসর শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা, শক্তি ও সংগ্রাম-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং অন্যদিকে, ব্যবহার করার এই সবখানি কাজকে পরিচালিত করা এই শ্রেণীর আন্দোলনের 'চূড়ান্ত লক্ষ্যের' দিকে, যখন 'এক একটা দিনের মধ্যেই বিশ বছর এঁটে যেতে' থাকবে, সেই সব মহান দিবসের মহান কর্তব্যগুলির ব্যবহারিক সম্পাদনের মতো দক্ষতা সৃষ্টি করার দিকে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের দুটি যুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: এর একটি আছে 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সংগঠন উপলক্ষে, অন্যটি আছে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে', প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক কর্তব্য প্রসঙ্গে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে: 'বৃহদাকার শিল্পের ফলে একজায়গায় পরস্পর অপরিচিত একগাদা লোক পুঞ্জীভূত হয়। প্রতিযোগিতা তাদের স্বার্থে স্বার্থে ভেদ ঘটায়। কিন্তু মজুরির হার ঠিক রাখা—মালিকের বিরুদ্ধে তাদের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ স্বার্থ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে একই সাধারণ প্রতিরোধ চিন্তায়, — জোটবদ্ধতায়... প্রথমে ছাড়া ছাড়া ভাবে দেখা দেওয়া এই জোটবদ্ধতা রূপ নেয় দলবদ্ধতায়, এবং অবিরাম ঐক্যবদ্ধ পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের এই সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখা মজুরদের পক্ষে এমনকি তাদের মজুরি রক্ষার চেয়েও বেশি জরুরী হয়ে দাঁড়ায়... এই সংগ্রামের মধ্যে — খাঁটি এই গৃহযুদ্ধে — আসন্ন লড়াইয়ের সবকিছু উপাদান ঐক্যবদ্ধ ও বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এই পর্যায়ে এসে জোটবদ্ধতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক চরিত্র।' আগামী কয়েক দশকের জন্যে, আসন্ন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে' প্রলেতারিয়েতের শক্তি প্রস্তুতির দীর্ঘতর সব যুগের জন্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মসূচী ও রণকৌশলও এখানে পাওয়া যাবে। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের যে সব অসংখ্য দৃষ্টান্ত মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়েছেন সেগুলিকেও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে: কেমন করে শিল্পজনিত 'সমৃদ্ধির' ফলে চেষ্টা হয় 'শ্রমিককে কিনে নেবার' ('পত্রাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬) (৩৮) সংগ্রাম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করার; কেমন করে এই সমৃদ্ধির ফলে সাধারণভাবে 'মজুরেরা মনোবল হারায়' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৮) (৩৯); বৃটিশ প্রলেতারিয়েত কেমন করে 'বুর্জোয়া বনে যায়' — 'সবার চেয়ে বুর্জোয়া এই জাতিটার' (ইংরেজদের) 'লক্ষ্য যেন পরিণামে বুর্জোয়ার পাশে সঙ্গে একটি বুর্জোয়া অভিজাত শ্রেণী এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের গড়ে তোলা' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯০) (৪০); কেমন করে তাদের 'বিপ্লবী উদ্দীপনা' লোপ পায় (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৪) (৪১); তাদের 'এই আপাত প্রতীয়মান বুর্জোয়া-অধঃপতন থেকে মুক্তির জন্যে' কেমন করে এখনো মোটামুটি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭) (৪২); বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কেমন করে 'চার্টিস্ট-সুলভ তেজ' রইল না (১৮৬৬; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫) (৪৩); কী ভাবে বৃটিশ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ 'র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া ও শ্রমিকের' মাঝামাঝি একটা টাইপে পরিণত হচ্ছে (হোলিওক প্রসঙ্গে, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯) (৪৪); কী ভাবে ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকারের দরুন এবং যতদিন পর্যন্ত এই অধিকার না ভাঙছে ততদিন পর্যন্ত আর 'বৃটিশ শ্রমিকদের দিয়ে কিছু হবে না' (চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩) (৪৫)। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ ধারা (**ও পরিণতি**) প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশলকে এখানে দেখা হয়েছে একটি চমৎকার সুপ্রসর, সর্বাঙ্গীণ, দ্বান্দ্বিক এবং যথার্থ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশল প্রসঙ্গে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' হাজির করেছে মার্কসবাদের মূল প্রতিজ্ঞা: 'শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য... কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে; কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক' (৪৬)। সেইজন্যেই ১৮৪৮ সালে মার্কস সমর্থন জানিয়েছিলেন পোল্যান্ডের 'কৃষি বিপ্লবের' পার্টিকে, 'সেই পার্টি যা ১৮৪৬ সালে ক্রাকোভ-এ অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল' (৪৭)। জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালে মার্কস চরমপন্থী বিপ্লবী গণতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন এবং রণকৌশল সম্পর্কে তখন যা বলেছিলেন তা পরে কদাচ প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে জার্মান বুর্জোয়ারা হল এমন লোক যারা 'জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরনো সমাজের রাজমুকুটধারী প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আপোস করার জন্যে একেবারে প্রথম থেকেই ঝুঁকেছে' (কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীতেই কেবল বুর্জোয়াদের কর্তব্যের সামগ্রিক সাধন সম্ভব হতে পারত)। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে জার্মান বুর্জোয়াদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে মার্কস প্রদত্ত বিশ্লেষণের সারটুকু এখানে তুলে দেওয়া গেল — প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ বিশ্লেষণ হল সেই বস্তুবাদের একটি আদর্শ, যাতে সমাজকে গতির মধ্যে দেখা হয় এবং গতির শুধু **পশ্চাৎমুখী** দিক থেকে নয়: '...না আছে নিজের ওপর আস্থা, না আছে জনগণের ওপর বিশ্বাস; ওপরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, নিচের সামনে কাঁপুনি; ... বিশ্ব ঝটিকায় ভীত; কোনো দিকেই উদ্যোগ নেই, আর সব দিকেই কুম্ভিলক বৃত্তি; ... উদ্যমহীন; ... অভিশপ্ত এক বৃদ্ধ যার ওপর পড়েছে একটা নবীন ও বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবন-উদ্দীপনাকে নিজের জরাগ্রস্ত স্বার্থে চালিত করার দন্ড'... ('নতুন রাইনিশ গেজেট' ১৮৪৮; 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য) (৪৮)। প্রায় কুড়ি বছর পরে এঙ্গেলসের নিকট পত্রে (তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২২৪) মার্কস ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার এই কারণ ঘোষণা করেন যে, মুক্তির জন্যে সংগ্রামের কেবল একটা পরিপ্রেক্ষিতের চাইতে বুর্জোয়ারা দাসত্ব সহ শান্তিই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবী যুগ যখন অবসান লাভ করল, তখন বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা মার্কস করেছিলেন (শাপার ও ভিলিখ এবং তাদের সঙ্গে সংগ্রাম) এবং আপাত-'শান্তিপূর্ণভাবে' নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি-চলা নতুন যুগে কাজ করতে পারার কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। কী ভাবে সে কাজ চালানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবি মার্কস করেছিলেন তা দেখা যাবে প্রতিক্রিয়ার ঘোরতর কালে, ১৮৫৬ সালে জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়নে: 'কৃষক-সমরের কোনো একটা দ্বিতীয় সংস্করণ দিয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সমর্থন করতে পারার সম্ভাবনার ওপরেই জার্মানির সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে' ('পত্রাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮) (৪৯)। জার্মানিতে গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া) বিপ্লব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মার্কস সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের রণকৌশলে সমস্ত মনোযোগ চালিত করেছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক উদ্যোগ বিকাশের দিকে। তাঁর মতে, লাসাল 'প্রুশিয়ার হিতার্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কার্যক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা' করছেন (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১০) (৫০), প্রসঙ্গত তার কারণ নিতান্ত এই যে, লাসাল জমিদারদের ও প্রুশীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি চোখ বুজে ছিলেন। সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস ১৮৬৫ সালে মার্কসের সঙ্গে মত বিনিময় করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'কৃষিনির্ভর দেশে, সামন্ত অভিজাতদের 'চাবুকের তলায়' গ্রাম্য মজুরদের পিতৃতান্ত্রিক 'শোষণের' কথা ভুলে গিয়ে শিল্প শ্রমিকদের নামে শুধু বুর্জোয়াদেরই আক্রমণ করাটা অতি নীচ কাজ' (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৭) (৫১)। ১৮৬৪—১৮৭০ সালে যখন জার্মানিতে শেষ হয়ে আসছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, প্রুশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার শোষক শ্রেণীগুলি কর্তৃক **ওপর থেকে** যে কোনো পন্থায় বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্যে সংগ্রামের যুগ, তখন মার্কস শুধু যে বিসমার্কের সঙ্গে দহরম-মহরম-কারী লাসালেরই নিন্দা করেন তা নয়, লিবক্নেখতের ত্রুটিও সংশোধন করে দেন — যিনি 'অস্ট্রোফিল-বাদ' ও স্বতন্ত্রবাদের সমর্থনে ঝুঁকেছিলেন। মার্কস দাবি করলেন এমন বিপ্লবী রণকৌশল যা বিসমার্ক ও অস্ট্রোফিল উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামেই হবে সমান নির্মম, 'বিজয়ীদের' — প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের (৫২) তোয়াজ করবে না, পরন্তু প্রুশীয় সামরিক জয়লাভের ফলে যে ভিত্তি তৈরি হল **তার ওপরও** দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করবে ('পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৯, ২০৪, ২১০, ২১৫, ৪১৮, ৪৩৭, ৪৪০—৪৪১) (৫৩)। আন্তর্জাতিকের ১৮৭০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের বিখ্যাত অভিভাষণে অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কস ফরাসী প্রলেতারীয়দের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন অভ্যুত্থান ঘটে গেল (১৮৭১), তখন 'স্বর্গ জয়ে অভিযানী' জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কস অভিনন্দিত করেছিলেন সোৎসাহে (কুগেলমানের কাছে মার্কসের পত্র) (৫৪)। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও অধিকৃত অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার চাইতে, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের চাইতে বরং বিপ্লবী সংগ্রামের পরাজয় মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রলেতারীয় সংগ্রামের সাধারণ গতি ও পরিণতির পক্ষে ছিল কম ক্ষতিকর; এ রকম আত্মসমর্পণে প্রলেতারিয়েতের মনোবল ভেঙে যেত, তার সংগ্রাম সামর্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ত। রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বুর্জোয়া বৈধতার প্রাধান্যের যুগে সংগ্রামের আইনসঙ্গত উপায়গুলির প্রয়োগের মূল্য মার্কস পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন, এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর (৫৫) তিনি মস্ত-এর 'বিপ্লবী বুলির' তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের জবাবে যখন সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে তৎক্ষণাৎ অবিচলতা, দৃঢ়তা, বিপ্লবী প্রেরণা ও বে-আইনী সংগ্রাম গ্রহণের মতো তৎপরতা দেখা গেল না, তখন এই পার্টির মধ্যে যে সুবিধাবাদ সাময়িকভাবে মাথা তুলেছিল তাকেও মার্কস যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন সেটা বেশি না হলেও কম তীব্র ছিল না ('পত্রাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭, ৪০৪, ৪১৮, ৪২২, ৪২৪ (৫৬)। জরগের কাছে লেখা চিঠিগুলিও দ্রষ্টব্য)।

লেখা: জুলাই — নভেম্বরে ১৯১৪ ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩—৮১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

নিভে গেল মনীষার কীবা সে প্রদীপ,
কীবা সে হৃদয় হায় থামাল স্পন্দন! (৫৭)

নতুন পঞ্জিকা অনুসারে ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট (২৪শে জুলাই) লণ্ডনে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মৃত্যু হয়েছে। স্বীয় বন্ধু কার্ল মার্কসের পর (১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) এঙ্গেলসই ছিলেন গোটা সভ্য দুনিয়ায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে বিখ্যাত মনীষী ও গুরু। ভাগ্যচক্রে কার্ল মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিচয়ের পর থেকে দুই বন্ধুর জীবনকর্ম হয়ে ওঠে তাঁদের সাধারণ আদর্শ। তাই প্রলেতারিয়েতের জন্যে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কী করেছেন সেটা বুঝতে হলে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম দেখান যে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার দাবিদাওয়া হল বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যিক সৃষ্টি, এ ব্যবস্থা ও তার বুর্জোয়ারা অনিবার্য ভাবেই প্রলেতারিয়েতকে সৃষ্ট ও সংগঠিত করে; তাঁরা দেখান যে মানবজাতি বর্তমানে যে দুর্দশায় নিপীড়িত তা থেকে তার পরিত্রাণ ঘটায় বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির শুভ প্রচেষ্টা নয়, সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক রচনায় প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে সমাজতন্ত্র স্বপ্নদ্রষ্টার কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের চরম লক্ষ্য ও অপরিহার্য পরিণাম। এ যাবৎকার সমস্ত লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর উপর অন্য কতকগুলি শ্রেণীর প্রভুত্ব ও বিজয়ের পালাবদলের ইতিহাস। এবং তা চলতে থাকবে যতদিন না লোপ পাচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-প্রভুত্বের ভিত্তি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিশৃঙ্খল সামাজিক উৎপাদন। প্রলেতারীয় স্বার্থের দাবি হল এই সব ভিত্তির বিলোপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই সংগঠিত শ্রমিকদের সচেতন শ্রেণী-সংগ্রাম চালিত হওয়া চাই এদের বিরুদ্ধে। আর প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে আত্মমুক্তি-সংগ্রামী সমস্ত প্রলেতারিয়েত আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ৪০-এর দশকে যখন দুই বন্ধু তৎকালের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন তখন এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই অভিনব। গুণী ও গুণহীন, সৎ ও অসৎ এমন বহু লোক তখন ছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে, রাজা, পুলিস ও যাজকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আচ্ছন্ন হয়ে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থবিরোধ দেখতেন না। শ্রমিকেরা স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে অবতীর্ণ হবে এ ভাবনাটাকেই তাঁরা আমল দিতেন না। অন্যদিকে ছিলেন বহু স্বপ্নদর্শী, কখনো কখনো আবার প্রতিভাবান, তাঁরা ভাবতেন যে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার অন্যায্যতা বিষয়ে সরকার ও শাসক শ্রেণীর প্রত্যয় জাগালেই পৃথিবীতে শান্তি ও সার্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। বিনা সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা। শেষত তদানীন্তন সমাজতন্ত্রীদের প্রায় সবাই এবং সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুরা প্রলেতারিয়েতকে ভাবতেন একটা **দুষ্টক্ষত** হিসাবে এবং শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সে দুষ্টক্ষত কী ভাবে বাড়ছে দেখে আতঙ্ক হত তাঁদের। সেইজন্যেই এঁরা সকলে ভাবতেন কী ভাবে শিল্প ও প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি রোধ করা যায়, থামানো যায় 'ইতিহাসের চাকা'। প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধিতে এই সাধারণ ভীতির বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমস্ত ভরসাই রাখলেন প্রলেতারিয়েতের অবিরাম বৃদ্ধির উপর। যত বেশি হবে প্রলেতারিয়েত, বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে ততই বাড়বে তার শক্তি, ততই নিকটতর ও সম্ভবপর হয়ে উঠবে সমাজতন্ত্র। শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের যা অবদান সেটা অল্প কথায় এইভাবে বলা যায়: শ্রমিক শ্রেণীকে তাঁরা আত্মজ্ঞান ও আত্মচেতনার শিক্ষা দেন এবং স্বপ্নদর্শনের স্থানে স্থাপন করেন বিজ্ঞান।

এইজন্যেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের কথা প্রতিটি শ্রমিকের জানতে হবে। সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত প্রকাশনার মতো এই যে সংকলনটিরও উদ্দেশ্য হল রুশ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীগত আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলা, তাতে আধুনিক প্রলেতারিয়েতের দুই মহাগুরুর অন্যতম ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের জীবন ও ক্রিয়াকলাপের একটা খসড়া আমাদের দেওয়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রুশীয় রাজ্যের রাইন প্রদেশের বার্মেন শহরে ১৮২০ সালে এঙ্গেলস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কারখানা মালিক। ১৮৩৮ সালে সাংসারিক কারণে এঙ্গেলস উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই ব্রেমেনের একটি সওদাগরী হৌসে কর্মচারী হিসাবে ঢুকতে বাধ্য হন। বাণিজ্যের কাজের মধ্যেও নিজের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে এঙ্গেলসের বাধা হয় না। ছাত্র হিসাবেই তিনি স্বৈরাচার ও আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা ঘৃণা করতে শুরু করেন। দর্শনের চর্চা মারফত তিনি আরো অগ্রসর হন। সে সময় জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে ছিল হেগেলীয় মতবাদের প্রাধান্য, এবং এঙ্গেলস তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। হেগেল স্বয়ং স্বৈরাচারী প্রুশীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে তিনি তার সেবায় রত ছিলেন, তাহলেও হেগেলের **শিক্ষা** ছিল বিপ্লবী। মানবিক যুক্তি ও মানবিক অধিকারের উপর হেগেলের বিশ্বাস এবং বিশ্বে পরিবর্তন ও বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া চলছে এই মর্মে তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যের ফলে বার্লিন দার্শনিকের যে সব শিষ্যরা চলতি অবস্থা মেনে নিতে চাইছিলেন না তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হন যে, চলতি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চলতি অন্যায় ও প্রভুত্বকারী অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল রয়েছে চিরন্তন বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মে। সবই যদি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, যদি একটা প্রতিষ্ঠানের স্থান নেয় নূতন প্রতিষ্ঠান, তবে প্রুশীয় রাজা বা রুশ জারের স্বৈরাচারই বা কেন চিরকাল চলবে, কেন চলবে বিপুল অধিকাংশের ঘাড় ভেঙে নগণ্য অল্পসংখ্যকের ধনবৃদ্ধি, জনগণের উপর বুর্জোয়ার প্রভুত্ব? হেগেলের দর্শনে বলা হয়েছিল আত্মার ও ভাবের বিকাশের কথা, এটা **ভাববাদী**। আত্মার বিকাশ থেকে এ দর্শন পৌঁছত প্রকৃতি, মানুষ ও জনগণের, সমাজসম্পর্কের বিকাশে। বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া বিষয়ে হেগেলের ভাবনা অব্যাহত রেখে* মার্কস ও এঙ্গেলস আগে থেকেই ধরে নেওয়া ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্জন করেন; জীবনের দিকে ফিরে তাঁরা দেখলেন যে আত্মার বিকাশ দিয়ে প্রকৃতির বিকাশ ব্যাখ্যা তো হয়ই না বরং উল্টো, প্রকৃতি দিয়ে, পদার্থ দিয়েই ব্যাখ্যা করা উচিত আত্মার ... হেগেল ও অন্যান্য হেগেলপন্থীদের

* মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার দেখিয়েছেন যে তাঁদের মানসিক বিকাশ বহু দিক থেকে মহান জার্মান দার্শনিকদের, বিশেষ করে হেগেলের নিকট ঋণী। এঙ্গেলস বলেছেন, 'জার্মান দর্শন ছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও সম্ভব হত না।' (৫৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বস্তুবাদী। বিশ্ব ও মানব সমাজের উপর বস্তুবাদী দৃষ্টিপাত করে তাঁরা দেখলেন যে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনার পেছনে যেমন আছে বস্তুগত কারণ, মানব সমাজের বিকাশও তেমনি বস্তুগত, উৎপাদন-শক্তির বিকাশের সর্তাধীন। মানব চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে লোকে পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নির্ভর করে উৎপাদন-শক্তির বিকাশের উপর। আর এই পরস্পর সম্পর্ক দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় সামাজিক জীবনের সমস্ত ঘটনার, মানবিক প্রচেষ্টা, ভাবনাধারণা ও আইনের। উৎপাদন-শক্তির বিকাশ থেকে সৃষ্ট হয় ব্যক্তি মালিকানার উপর স্থাপিত সামাজিক সম্পর্ক, কিন্তু আবার দেখি যে উৎপাদন-শক্তির ঐ বিকাশেই ফের অধিকাংশের সম্পত্তি লোপ পায় আর তা কেন্দ্রীভূত হয় নগণ্য সংখ্যাল্পের হাতে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যা ভিত্তি সেই মালিকানাই লুপ্ত হয় তাতে, তার বিকাশ হয় সেই লক্ষ্যের দিকে যা গ্রহণ করেছে সমাজতন্ত্রীরা। সমাজতন্ত্রীদের শুধু এইটুকু বুঝতে হবে কোন্ সামাজিক শক্তি বর্তমান সমাজে তার স্বকীয় অবস্থানের কারণেই সমাজতন্ত্র স্থাপনে আগ্রহী, এবং আপন স্বার্থ ও ঐতিহাসিক কর্তব্যের চেতনা সে শক্তিকে দিতে হবে। এ শক্তি হল প্রলেতারিয়েত। এ শক্তির সঙ্গে এঙ্গেলসের পরিচয় হয় ইংলণ্ডে, ইংরেজী শিল্পের কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারে। ১৮৪২ সালে তিনি এখানে এসে একটি সওদাগরী হৌসে কর্মচারী হিসাবে ঢোকেন, তাঁর বাবা ছিলেন এ হৌসটির অন্যতম অংশীদার। এঙ্গেলস এখানে কেবল কারখানার আপিসে বসে থাকেন নি, শ্রমিকেরা যেখানে গাদাগাদি করে থাকত সেই সব নোংরা বস্তির মধ্যে ঘুরে বেড়ান তিনি, নিজের চোখে তাদের নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য দেখেন। শুধু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে তৃপ্ত না হয়ে তিনি ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে তখন পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছিল সব পাঠ করেন, আয়ত্তাধীন সমস্ত সরকারী দলিল তিনি খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফল হল ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটির লেখক হিসাবে এঙ্গেলসের প্রধান কীর্তি কী তা আমরা আগেই বলেছি। এঙ্গেলসের আগে অনেকেই প্রলেতারিয়েতের ক্লেশ বর্ণনা করে তাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। এঙ্গেলসই প্রথম বলেন যে প্রলেতারিয়েত শুধু একটি ক্লেশভোগী শ্রেণী নয়; যে লজ্জাকর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে, সেই অবস্থাটাই তাকে অপ্রতিরোধ্যরূপে সামনে ঠেলে দিচ্ছে ও নিজেদের চরম মুক্তির জন্যে সংগ্রামে বাধ্য করছে। আর সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত **নিজেই সাহায্য করবে নিজেকে।** শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন অনিবার্যভাবেই শ্রমিকদের এই চেতনায় উপনীত করাবে যে সমাজতন্ত্র ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। অন্যদিক থেকে, সমাজতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হবে যখন তা হয়ে উঠবে শ্রমিক **শ্রেণীর রাজনৈতিক** সংগ্রামের লক্ষ্য। ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলসের বইখানির এই হল মূল কথা, চিন্তাশীল ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত এই ভাবনা আজ আত্মস্থ করে নিলেও সে সময় এটা ছিল একেবারে নতুন। এবং এ ভাবনা পেশ করা হয়েছিল যে বইখানায় সেটির রচনাশৈলী মুগ্ধ করার মতো, ইংরেজ প্রলেতারিয়েতের দুর্দশার অতি প্রামাণ্য ও রোমহর্ষক চিত্রে তা পরিপূর্ণ। এই বই হল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর অভিযোগপত্র। এর প্রভাব হয় অতি বিপুল। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের অবস্থার যেসব ছবি হিসাবে সর্বত্রই এঙ্গেলসের বইটির উল্লেখ শুরু হয়। এবং বাস্তবিকই, শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার এমন জ্বলজ্বলে ও সত্য বর্ণনা ১৮৪৫ সালের আগে বা পরে আর দেখা যায় নি।

এঙ্গেলস সোশ্যালিস্ট হয়ে ওঠেন কেবল ইংলণ্ডেই। ম্যাঞ্চেস্টারে তিনি তদানীন্তন ইংরেজ শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রী প্রকাশনাগুলিতে লিখতে শুরু করেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানিতে ফেরার পথে প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, চিঠিপত্রের যোগাযোগ আগেই ঘটেছিল। মার্কসও প্যারিসে ফরাসী সমাজতন্ত্রী ও ফরাসী জীবনের প্রভাবে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন। দুই বন্ধু এখানে একত্রে লেখেন 'পবিত্র পরিবার অথবা সমালোচনামূলক সমালোচনীর সমালোচনা'। বইটি প্রকাশিত হয় 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'র এক বছর আগে, এবং তার বেশির ভাগটাই মার্কসের লেখা; বিপ্লবী বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের প্রধান যে সব কথা আগে বলেছি, তারই বনিয়াদ পেশ করা হয় এই বইয়ে। দার্শনিক বাউয়ের ভ্রাতারা ও তাঁদের অনুগামীদের ব্যঙ্গ নাম হল 'পবিত্র পরিবার'। এই ভদ্রলোকেরা এমন সমালোচনার প্রচার করতেন, যা সবকিছু বাস্তবতার ঊর্ধ্বে, পার্টি ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে, সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তা বর্জন করে পরিপার্শ্বের জগত ও তার ঘটনাবলী নিয়ে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সমালোচনামূলক' ভাবনায় ব্যাপৃত। শ্রীমান বাউয়েররা অসমালোচক জনগণ হিসাবে প্রলেতারিয়েতের প্রতি নাক উঁচু ভাব করতেন। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ও ক্ষতিকর ধারার বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস দৃঢ়চিত্তে দাঁড়ান। শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্র কর্তৃক দলিত শ্রমিক, এই বাস্তব একটি মানবিক ব্যক্তিসত্তার নামে তাঁরা শুধু ভাবনা নয়, উন্নত সমাজ গঠনের জন্যে সংগ্রামের দাবি করেন। সেরূপ সংগ্রাম চালাতে সমর্থ ও তাতে স্বার্থসম্পন্ন যে শক্তি, সেটা তাঁরা অবশ্যই দেখেন প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই। 'পবিত্র পরিবারের' আগেই মার্কস ও রুগের 'জার্মান ফরাসী পত্রিকায়' এঙ্গেলসের 'অর্থশাস্ত্র বিষয়ে সমালোচনামূলক নিবন্ধ' (৫৯) ছাপা হয়, এতে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ঘটনাগুলিকে দেখা হয় ব্যক্তি মালিকানার প্রভুত্বের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে। মার্কসের রচনায় যে বিজ্ঞানে পুরো একটা বিপ্লব ঘটে যায় সেই অর্থশাস্ত্রের চর্চা করার জন্যে মার্কস যে সিদ্ধান্ত নেন, তার পেছনে এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাটা নিঃসন্দেহেই সাহায্য করেছে।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টা এঙ্গেলস ব্রুসেল্‌স ও প্যারিসে কাটান, এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুসেল্‌স ও প্যারিসের জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবহারিক কাজকে মিলিয়ে নেন। এইখানেই গুপ্ত জার্মান সমিতি 'কমিউনিস্ট লীগের' সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের যোগাযোগ হয়, এ সঙ্ঘ তাঁদের ওপর ভার দেয় তাঁদের রচিত সমাজতন্ত্রের মূলনীতি উপস্থিত করার জন্যে। এইভাবেই জন্ম নেয় ১৮৪৮ সালে ছাপা মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'। ছোট্ট এই পুস্তিকাখানি বহু বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ধরে: সভ্য জগতের সমস্ত সংগঠিত ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত আজও তার প্রেরণায় সজীব ও সচল।

১৮৪৮ সালের যে বিপ্লব প্রথমে ফ্রান্সে শুরু হয়ে পরে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হয়, তাতে মার্কস ও এঙ্গেলস দেশে ফেরেন। সেখানে, প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চলে তাঁরা কলোন থেকে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক 'নতুন রাইনিশ গেজেটের' প্রধান হয়ে উঠেন। রাইনিশ প্রুশিয়ার সমস্ত বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন দুই বন্ধু। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কবল থেকে জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে যান শেষ মাত্রা পর্যন্ত। সবাই জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়লাভ করে। 'নতুন রাইনিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেজেট' নিষিদ্ধ হয়, মার্কস দেশান্তরী জীবনযাত্রার সময় প্রুশীয় নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন, তাঁকে নির্বাসিত করা হয়, আর এঙ্গেলস সশস্ত্র গণবিদ্রোহে অংশ নেন, তিনটি সংঘর্ষে লড়াই করেন স্বাধীনতার জন্যে, এবং বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে পালান।

মার্কসও সেখানে বসতি পাতেন। এঙ্গেলস অচিরেই ফের কেরানির কাজ নেন, এবং পরে ৪০-এর দশকে ম্যাঞ্চেস্টারে যে সওদাগরী হৌসে কাজ করেছিলেন তার অংশীদার হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করেন আর মার্কস থাকেন লন্ডনে, এতে তাঁদের একটা জীবন্ত মানসিক যোগাযোগে বাধা হয় না: প্রায় দৈনিক চিঠির আদান-প্রদান চলত তাঁদের। এই সব পত্রালাপে তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার বিনিময় করেন এবং একযোগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যান। ১৮৭০ সালে এঙ্গেলস লন্ডনে ফেরেন, এবং ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের কর্মভারাক্রান্ত মিলিত মানসিক জীবন চালিয়ে যায়। এর ফল হল — মার্কসের দিক থেকে — 'পুঁজি' আমাদের যুগের মহত্তম অর্থশাস্ত্রীয় রচনা, আর এঙ্গেলসের দিক থেকে — ছোটো বড়ো একসারি বই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির জটিল ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করেন মার্কস। আর অতি সহজ ভাষায় প্রায়ই বিতর্কমূলক রচনায় সাধারণ বৈজ্ঞানিক সমস্যা এবং অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ ও মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখেন এঙ্গেলস। এঙ্গেলসের এই সব রচনার মধ্যে উল্লেখ করব: দুরিঙের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক রচনা (এখানে দর্শন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে)*, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (৬২) (রুশ ভাষায় অনুবাদ, সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ, ১৮৯৫), 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' (৬৩) (প্লেখানভের টীকা সহ রুশ অনুবাদ, জেনেভা, ১৮৯২), রুশ সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর প্রবন্ধ (জেনেভার 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় রুশ ভাষায় অনূদিত) (৬৪), বাসস্থান সমস্যা নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধাবলী (৬৫),

* আশ্চর্য রকমের সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বই এটি (৬০)। দুঃখের বিষয় রুশ ভাষায় তার অল্প অংশমাত্রই অনূদিত হয়েছে, যাতে আছে সমাজতন্ত্র বিকাশের ঐতিহাসিক রূপরেখা ('বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশ', ২য় সংস্করণ, জেনেভা, ১৮৯২) (৬১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং পরিশেষে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে ছোটো হলেও দুটি অতি মূল্যবান নিবন্ধ ('রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস', ভ. ই. জাসুলিচ কর্তৃক রুশ ভাষায় অনূদিত, জেনেভা, ১৮৯৪) (৬৬)। মার্কস মারা যান, পুঁজি বিষয়ে তাঁর বৃহৎ রচনা সম্পূর্ণরূপে গুছিয়ে যেতে পারেন নি। খসড়া হিসাবে তা অবশ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর মৃত্যুর পর 'পুঁজির' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড গুছিয়ে তোলা ও প্রকাশনের গুরুভার শ্রমে আত্মনিয়োগ করেন এঙ্গেলস। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন দ্বিতীয় এবং ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ খণ্ড গুছিয়ে যেতে পারেন নি তিনি।) (৬৭)। এই দুই খণ্ড নিয়ে খাটতে হয়েছে অনেক। অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট আদলের সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'পুঁজির' ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস তাঁর প্রতিভাবান বন্ধুর যে মহনীয় স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছেন তাতে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্ষয় অক্ষরে তাঁর নিজের নামটাও ক্ষোদিত হয়ে গেছে। সত্যই 'পুঁজির' এই দুই খণ্ড হল মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুই জনের রচনা। পুরাকথায় বন্ধুত্বের অনেক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তের কাহিনী শোনা যায়। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত এ কথা বলতে পারে যে, তাদের বিজ্ঞান গড়ে দিয়ে গেছেন এমন দুই মনীষী ও যোদ্ধা, যাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক মানবিক বন্ধুত্বের সর্বাধিক মর্মস্পর্শী সমস্ত প্রাচীন কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। এঙ্গেলস সর্বদাই, এবং সাধারণত অতি সঙ্গতভাবেই, নিজেকে রেখেছেন মার্কসের পেছনে। তাঁর এক পুরনো বন্ধুর কাছে তিনি লেখেন, 'মার্কস থাকলে আমি দোহারের কাজ করেছি' (৬৮)। জীবিত মার্কসের প্রতি ভালোবাসায় এবং মৃতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর সীমা ছিল না। রুক্ষ যোদ্ধা ও কঠোর এই মনীষীর ছিল এক গভীর স্নেহশীল হৃদয়।

১৮৪৮—১৮৪৯ সালের আন্দোলনের পর মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাসনকালে কেবল বিজ্ঞান নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন নি। ১৮৬৪ সালে মার্কস স্থাপন করেন 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি' এবং পুরো দশ বছর ধরে তার নেতৃত্ব করেন। এ সমিতির কাজকর্মে এঙ্গেলসও সজীব অংশ নেন। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে এই 'আন্তর্জাতিক সমিতির' কার্যকলাপের তাৎপর্য বিপুল, মার্কসের ভাবনা অনুসারে সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতকে সম্মিলিত করেছে তা। কিন্তু ৭০-এর দশকে 'আন্তর্জাতিক সমিতি' বন্ধ হয়ে গেলেও মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐক্যবিধায়ক ভূমিকা থামে নি। বরং বলা যেতে পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমিক আন্দোলনের আত্মিক নায়ক হিসাবে তাঁদের তাৎপর্য অবিরাম বেড়ে গেছে, কারণ এই আন্দোলনই বেড়ে উঠেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস একাই ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের উপদেষ্টা ও নেতার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর কাছে পরামর্শ ও নির্দেশ যেমন চাইতেন জার্মান সমাজতন্ত্রীরা, সরকারী দমন সত্ত্বেও এঁদের শক্তি দ্রুত ও অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠে, — তেমনি চাইতেন পেছিয়ে থাকা দেশের প্রতিনিধিরা —যেমন স্পেনীয়, রুমানীয়, রুশীয়রা, ভেবে চিন্তে মেপে মেপে যাঁদের প্রথম পা ফেলতে হচ্ছিল। বৃদ্ধ এঙ্গেলসের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে এঁরা সকলেই আহরণ করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই রুশ ভাষা জানতেন, রুশী বই পড়তেন, রাশিয়া নিয়ে তাঁদের জীবন্ত আগ্রহ ছিল, রুশ বিপ্লবী আন্দোলনকে তাঁরা দরদ দিয়ে অনুসরণ করেছেন ও রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন। এঁরা দুজনেই **গণতন্ত্রী** থেকে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন, এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণার গণতান্ত্রিক বোধ এঁদের মধ্যে ছিল অসাধারণ প্রবল। এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অনুভূতি এবং তৎসহ রাজনৈতিক স্বৈরাচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক পীড়নের সম্পর্ক বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক বোধ ও সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস হয়ে ওঠেন বিশেষ করে **রাজনৈতিক** ব্যাপারেই অসাধারণ সজাগ। সেই কারণেই পরাক্রান্ত জার সরকারের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় রুশ বিপ্লবীদের বীরোচিত সংগ্রাম অভিজ্ঞ এই বিপ্লবীদের হৃদয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল সাড়া জাগায়। অন্যদিকে, মেকী অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন — রুশ সমাজতন্ত্রীদের এই অতি প্রত্যক্ষ ও জরুরী কর্তব্য থেকে সরে আসার হীন চেষ্টাটা তাঁদের চোখে স্বভাবতই সন্দেহজনক ঠেকেছিল এবং এমনকি সামাজিক বিপ্লবের মহাদর্শের প্রতি সরাসরি বেইমানি বলেই তাঁরা তা গণ্য করেছিলেন। 'প্রলেতারিয়েতের মুক্তি হওয়া চাই তাদের নিজেদের কাজ (৬৯) — অবিরাম এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। আর নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে হলে কিছুটা **রাজনৈতিক** অধিকার প্রলেতারিয়েতকে জয় করতে হবে। তা ছাড়া, মার্কস ও এঙ্গেলস পরিষ্কার দেখেছিলেন যে, পশ্চিম-ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষেও রাশিয়ায় রাজনৈতিক বিপ্লবের তাৎপর্য বিপুল। স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়া চিরকালই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গপ্রাকার। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দীর্ঘকালের মতো বিরোধ বপন করে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ রাশিয়াকে যে অসাধারণ অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করে তাতে অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়ার তাৎপর্যটাই বেড়েছে। পোলীয়, ফিনিশ, জার্মান, আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জাতিদের যার পীড়ন করার দরকার নেই, দরকার নেই অবিরাম ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানিকে লাগানোর, তেমন এক স্বাধীন রাশিয়া থাকলেই কেবল বর্তমান ইউরোপ তার সামরিক চাপ থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলি দুর্বল হয়ে যাবে, এবং ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বেড়ে উঠবে। তাই এঙ্গেলস পশ্চিমে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্যের জন্যেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন সাগ্রহে। তাঁর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাল রুশ বিপ্লবীরা।

প্রলেতারিয়েতের মহা যোদ্ধা ও গুরু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের স্মৃতি অক্ষয় হোক!

লিখিত: ১৮৯৫ সালের শরতে

২য় খণ্ড, পৃঃ ১—১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদের তিনটি উৎস
ও তিনটি অঙ্গ (৭০)

সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়া বিজ্ঞানের (সরকারী এবং উদারনীতিক উভয় প্রকার) পক্ষ থেকে মার্কসের মতবাদের প্রতি চূড়ান্ত শত্রুতা ও আক্রোশ দেখা যায়। মার্কসবাদকে তারা দেখে একধরনের 'বিষাক্ত গোষ্ঠী' হিসাবে। অবশ্যই অন্য মনোভাব আশা করা বৃথা, কেননা শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর গড়ে ওঠা সমাজে 'নিরপেক্ষ' সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। **সবরকমের** সরকারী ও উদারনীতিক বিজ্ঞানেই কোনো না কোনো ভাবে মজুরি-দাসত্বের **সমর্থন করা হয়ে থাকে,** আর সে মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে মার্কসবাদ। পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত নয় কি — এই প্রশ্নে মিলমালিকদের কাছে থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা আর মজুরি-দাসত্বের সমাজে বিজ্ঞানের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা সমান বাতুলতা।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। 'গোষ্ঠীবাদ' বলতে যদি বোঝায় একটা আত্মবদ্ধ শিলীভূত মতবাদ, যার উদয় হয়েছে বিশ্বসভ্যতাবিকাশের রাজপথ থেকে **বহুদূরে,** তবে দর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে অতি পরিষ্কার করে দেখা যায় যে, মার্কসবাদের মধ্যে তেমন কোনো কিছুই নেই। বরং, মার্কসের সমগ্র প্রতিভাটাই এইখানে যে মানবসমাজের অগ্রণী ভাবনায় যেসব জিজ্ঞাসা আগেই দেখা দিয়েছিল মার্কস তারই জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহাচার্যেরা যে শিক্ষা দান করেছিলেন, তারই সরাসরি ও অব্যবহিত **অনুবর্তন** হিসাবে।

মার্কসের মতবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। এ মতবাদ সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস; এর কাছ থেকে যে সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি লাভ করা যায় সেটা কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া জোয়ালের কোনোরূপ সমর্থনের সঙ্গে আপোস করে না। ঊনিশ শতকের জার্মান দর্শন, ইংরেজী অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ।

মার্কসবাদের এই তিনটি উৎস এবং সেই সঙ্গে তার তিনটি অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১

মার্কসবাদের দর্শন — **বস্তুবাদ**। ইউরোপের সমগ্র আধুনিক ইতিহাস থেকে এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে যখন সবরকমের মধ্যযুগীয় জঞ্জালের বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণায় নিহিত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জ্বলে উঠেছিল, তখন থেকে বস্তুবাদই দেখা দিয়েছে একমাত্র সঙ্গতিপরায়ণ দর্শন হিসাবে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামি প্রভৃতির শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রুরা তাই বস্তুবাদকে 'খণ্ডন করার' জন্যে, তাকে ধূলিসাৎ ও নিন্দিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সমর্থন করেছে নানা ধরনের দার্শনিক ভাববাদ যা সর্বদাই পর্যবসিত হয় কোনো না কোনো ভাবে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সমর্থনে।

মার্কস ও এঙ্গেলস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদের সমর্থন করেছেন এবং এই ভিত্তি থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিই যে কী দারুণ ভুল তা বারবার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তাঁদের এই মতামত সবচেয়ে পরিষ্কার করে এবং বিশদে ব্যক্ত হয়েছে এঙ্গেলসের রচনা 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' এবং 'অ্যান্টি-দুরিং' বইতে, 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের' (৭১) মতো এ বই দুখানিও প্রত্যেকটি সচেতন শ্রমিকের কাছে নিত্যপাঠ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদেই কিন্তু মার্কস থেমে যান নি, দর্শনকে তিনি অগ্রসর করে গেছেন। এ দর্শনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন জার্মান চিরায়ত দর্শনের সম্পদ দিয়ে, বিশেষ করে হেগেলীয় তন্ত্র দিয়ে, যা আবার পৌঁছিয়েছে ফয়েরবাখের বস্তুবাদে। এই সব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল **দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব**, অর্থাৎ গভীরতম, পূর্ণতম, একদেশদর্শিতাবর্জিত বিকাশের তত্ত্ব, যে মনুষ্য জ্ঞানে আমরা পাই নিরন্তর বিকাশমান পদার্থের প্রতিফলন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরাজীর্ণ পুরনো ভাববাদে 'নব নব' প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বুর্জোয়া দার্শনিক মতবাদ সত্ত্বেও, রেডিয়ম, ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার থেকে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ চমৎকার সমর্থিত হয়েছে।

দার্শনিক বস্তুবাদকে গভীরতর ও পরিবিকশিত করে মার্কস তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন, তার প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞানকে প্রসারিত করেন **মানবসমাজের** জ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মার্কসের **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**। ইতিহাস ও রাজনীতি- বিষয়ক মতামতে যে বিশৃংখলা ও খামখেয়াল এযাবৎ চলে আসছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে এগিয়ে এল এক আশ্চর্য রকমের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা দেখাল কী করে উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের ফলে সমাজজীবনে একটি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয় উচ্চতর ব্যবস্থার — দৃষ্টান্তস্বরূপ, কী করে সামন্ততন্ত্র থেকে বিকশিত হয় পুঁজিবাদ।

মানুষের জ্ঞান যেমন মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক জগতের, অর্থাৎ বিকাশমান পদার্থের প্রতিফলন, তেমনি সমাজের **অর্থনৈতিক ব্যবস্থার** প্রতিফলনই হল মানুষের **সামাজিক জ্ঞান** (অর্থাৎ বিভিন্ন দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি মতামত ও তত্ত্ব)। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরিকাঠামো। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাবে যে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক রূপ যাই হোক, তার কাজ হল প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়া প্রভুত্ব সংহত করা।

মার্কসের দর্শন হল সুসম্পূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ — তা থেকে মানবসমাজ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, তার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা লাভ করেছে।

২

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল বনিয়াদ, তার ওপরেই রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দণ্ডায়মান — এ কথা উপলব্ধির পর মার্কস তাঁর সবখানি মনোযোগ ব্যয় করেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনায়। মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি'তে আধুনিক, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসের পূর্বে চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত দেশে — ইংলন্ডে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো **মূল্যের শ্রম-তত্ত্বের** সূত্রপাত করেন। মার্কস তাঁদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এ তত্ত্বকে আমূলরূপে সুসিদ্ধ ও সুসঙ্গতরূপে বিকশিত করেন। তিনি দেখান যে, পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক যে শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে, তাই দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয়।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যেখানে দেখছিলেন দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময়) মার্কস সেখানে উদ্ঘাটিত করলেন **মানুষে মানুষে সম্পর্ক**। পণ্য বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বাজারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকদের পারস্পরিক সম্পর্ক। মুদ্রা থেকে সূচিত হচ্ছে যে সে সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, বিভিন্ন উৎপাদকদের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন বাঁধা পড়ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতায়। **পুঁজির অর্থ** এই সম্পর্কের আরো বিকাশ: মানুষের শ্রমশক্তি পরিণত হচ্ছে পণ্যে। জমি, কলকারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপাতির মালিকের কাছে মজুর-শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। শ্রমদিনের এক অংশ সে খাটে তার সপরিবার ভরণপোষণের খরচা তোলার জন্য (মজুরি), বাকি অংশটা সে খাটে বিনামজুরিতে এবং পুঁজিপতির জন্যে **উদ্বৃত্ত মূল্য** সৃষ্টি করে যা পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা ও সম্পদের উৎস।

মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হল এই উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

শ্রমিকের মেহনতে গড়া এই পুঁজি শ্রমিকদের পিষ্ট করে, ক্ষুদে মালিকদের ধ্বংস করে এবং সৃষ্টি করে বেকার বাহিনীর। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদাকার উৎপাদনের জয়যাত্রা অবিলম্বেই চোখে পড়ে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যাবে: বৃহদাকার পুঁজিবাদী কৃষির প্রাধান্য বাড়ছে, যন্ত্রপাতির নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকের অর্থনীতি এসে মুদ্রাপুঁজির ফাঁসে আটকে যাচ্ছে, নিজের পশ্চাৎপদ টেক্‌নিকের বোঝা নিয়ে ভেঙে পড়ছে ও ধ্বংস পাচ্ছে। কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের যে ভাঙন তার রূপগুলো অন্যরকম, কিন্তু ভাঙনটা তর্কাতীত সত্য।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে ধ্বংস করে পুঁজি শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং বৃহৎ পুঁজিপতি সঙ্ঘগুলির একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপাদনটাও উত্তরোত্তর সামাজিক হতে থাকে — লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মজুর বাঁধা পড়ে একটি প্রণালীবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় — কিন্তু যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। বৃদ্ধি পায় উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্যে ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা, এবং জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে জীবনধারণের অনিশ্চয়তা।

পুঁজির কাছে শ্রমিকদের পরাধীনতা বাড়িয়ে তুলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্মিলিত শ্রমের মহাশক্তি গড়ে তোলে।

পণ্য অর্থনীতির ভ্রূণাবস্থা থেকে, সরল বিনিময় থেকে শুরু করে তার সর্বোচ্চ রূপ, বৃহদাকার উৎপাদনের রূপ পর্যন্ত মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন।

এবং নতুন পুরনো সবরকম পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কসের এ মতবাদের সঠিকতা বছরের পর বছর বেশি বেশি মজুরের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের জয় হয়েছে। কিন্তু এ জয় শুধু পুঁজির ওপর শ্রমের বিজয়লাভের পূর্বাভাস।

AMARBOI.COM

সামন্ততন্ত্রের পতনের পর ঈশ্বরের দুনিয়ায় **'মুক্ত'** পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মেহনতী মানুষদের ওপর পীড়ন ও শোষণের একটি নতুন ব্যবস্থাই হল এ মুক্তির অর্থ। সে পীড়নের প্রতিফলন ও প্রতিবাদ স্বরূপ নানাবিধ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অবিলম্বে দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু আদিম সমাজতন্ত্র ছিল **ইউটোপীয়** সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের তা সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, অভিশাপ দিয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে তার বিলুপ্তির, উন্নততর এক ব্যবস্থার কল্পনায় মেতেছে, আর ধনীদের বোঝাতে চেয়েছে শোষণ নীতিবিগর্হিত কাজ।

কিন্তু সত্যিকারের উপায় দেখাতে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র পারে নি। পুঁজিবাদের আমলে মজুরি-দাসত্বের সারমর্ম কী তা সে বোঝাতে পারে নি, পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলি কী তাও সে আবিষ্কার করতে পারে নি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পায় নি কোন **সামাজিক শক্তি** নতুন সমাজের নির্মাতা হবার ক্ষমতা ধরে।

ইতিমধ্যে সামন্ততন্ত্র, ভূমিদাসত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে যেসব উত্তাল বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে যে **শ্রেণীসমূহের সংগ্রামই** হল সমস্ত বিকাশের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি।

মরিয়া প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সামন্ত শ্রেণীর উপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিজয়লাভও সম্ভব হয় নি। পুঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম বিনা কোনো পুঁজিবাদী দেশই ন্যূনাধিক মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি।

বিশ্ব ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, এ থেকে সে সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে মার্কসই গ্রহণ করেছেন এবং সুসঙ্গতরূপে তাকে টেনে নিয়ে গেছেন, এই হল মার্কসীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। সে সিদ্ধান্তটা হল **শ্রেণী-সংগ্রামের** মতবাদ।

সবকিছু নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পেছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর **স্বার্থ** আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত লোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ বলি হয়ে ছিল এবং চিরকাল থাকবে। পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকদের কাছে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রবক্তারা সর্বদাই বোকা বনবে যদি না তারা এ কথা বোঝে যে, যত অসভ্য ও জরাজীর্ণ মনে হোক না কেন প্রত্যেকটি পুরনো প্রতিষ্ঠানই টিকে আছে কোনো না কোনো শাসক শ্রেণীর শক্তির জোরে। এবং এই সব শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার **শুধু একটি** উপায়ই আছে: যে শক্তি পুরনোর উচ্ছেদ ও নতুনকে সৃষ্টি করতে পারে — এবং নিজের সামাজিক অবস্থানহেতু যা তাকে **করতে হবে** — তেমন শক্তিকে আমাদের চারপাশের সমাজের মধ্যে থেকেই আবিষ্কার করে তাকে শিক্ষিত ও সংগ্রামের জন্যে সংগঠিত করে তোলা।

যে মানসিক দাসত্বের মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সকলে এতদিন বাঁধা পড়ে ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ প্রলেতারিয়েত পেয়েছে একমাত্র মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে। একমাত্র মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে প্রলেতারিয়েতের সত্যিকার অবস্থাটা কী।

আমেরিকা থেকে জাপান এবং সুইডেন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা — সারা দুনিয়া জুড়ে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হয়ে উঠছে প্রলেতারিয়েত; বুর্জোয়া সমাজের কুসংস্কার থেকে তারা মুক্ত হয়ে উঠছে; ক্রমেই নিবিড় হয়ে জোট বাঁধছে, শিখছে কী করে নিজেদের সাফল্যের খতিয়ান করতে হয়; আপন শক্তিসমূহকে তারা পোক্ত করে তুলছে এবং বেড়ে উঠছে অপ্রতিহতভাবে।

মার্চ, ১৯১৩ ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪০—৪৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল. কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের লেখা পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের ভূমিকা

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাপ্তাহিক *Neue Zeit* পত্রিকায় কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়, পৃথক পুস্তিকাকারে তার একটি পূর্ণ সংকলন আমরা প্রকাশ করছি মার্কস ও মার্কসবাদের সঙ্গে রুশ জনগণের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের কর্তব্যবোধে। যা আশা করা উচিত, মার্কসের পত্রগুলিতে অনেকখানি জায়গা নিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। জীবনীকারের পক্ষে এগুলি অসাধারণ মূল্যবান মালমসলা। কিন্তু সাধারণভাবে ব্যাপক জনসাধারণ এবং বিশেষ করে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে চিঠির সেই জায়গাগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বর্তমান। যে বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাতে যে জায়গাগুলোতে মার্কস্কে শ্রমিক আন্দোলন ও বিশ্ব রাজনীতির সমস্ত প্রশ্নেই সরাসরি সাড়া দিতে দেখা গেছে সেগুলি তলিয়ে বোঝা ঠিক আমাদের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। *Neue Zeit* সম্পাদকমণ্ডলী অতি যথার্থতই বলেছেন যে 'বিরাট সব আবর্তনের পরিস্থিতিতে যাঁদের চিন্তা ও সংকল্প দানা বেঁধেছে তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয়লাভে উন্নীত হই আমরা।' ১৯০৭ সালের রুশী সমাজতন্ত্রীর পক্ষে এ পরিচয় গ্রহণ দ্বিগুণ আবশ্যক, কেননা দেশ যার মধ্য দিয়ে চলেছে তেমন সমস্ত ও সর্ববিধ বিপ্লবের ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রীদের সরাসরি কর্তব্যের একরাশ অতি মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যাবে তাতে। 'বিরাট আবর্তনের' মধ্য দিয়ে রাশিয়া চলেছে ঠিক এই সময়টাতেই। ১৮৬০-এর দশকের অপেক্ষাকৃত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বছরগুলিতে মার্কসের রাজনীতি হওয়া উচিত অতি প্রায়শই বর্তমান রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে সরাসরি আদর্শ-স্বরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তাই মার্কসের পত্রাবলীর যে অংশগুলো তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে বিশদে আলোচনা করব প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর বিপ্লবী রাজনীতির কথা।

মার্কসবাদের পূর্ণতর ও গভীরতর প্রণিধানের দিক থেকে অতীব আকর্ষণীয় হল তাঁর ১৮৬৮ সালের ১১ই জুলাইয়ের চিঠি (৪২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা)। স্থূল অর্থনীতিকদের বিরুদ্ধে বিতর্কের আকারে মার্কস এখানে মূল্যের তথাকথিত 'শ্রম' তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর ধারণা পেশ করেছেন অসাধারণ স্পষ্টতায়। 'পুঁজি' গ্রন্থের সবচেয়ে অবিদগ্ধ পাঠকের মনে স্বভাবতই মার্কসের মূল্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে আপত্তিগুলি ওঠে এবং সেইজন্যেই 'প্রফেসরী', বুর্জোয়া 'বিদ্যার' মামুলী প্রতিনিধিরা যা সাগ্রহে লুফে নেয়, ঠিক সেইগুলিকেই মার্কস এখানে বিচার করেছেন সংক্ষেপে, প্রাঞ্জলভাবে, আশ্চর্য স্পষ্টতায়। মার্কস এখানে বলেছেন কী পথে তিনি মূল্যের নিয়ম ব্যাখ্যায় পৌঁছেছেন এবং পৌঁছন উচিত। সচরাচর আপত্তিগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে মার্কস তাঁর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। মূল্য তত্ত্বের মতো (মনে হবে বুঝি) বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত প্রশ্নের সঙ্গে তিনি 'শোষক শ্রেণীগুলির সেই স্বার্থের' যোগ দেখিয়েছেন, যা 'বিভ্রান্তির চিরস্থায়িত্ব' দাবি করে। আশা করা যাক, যাঁরা মার্কস অধ্যয়ন ও 'পুঁজি' গ্রন্থটি পড়তে শুরু করছেন তাঁদের প্রত্যেকেই 'পুঁজির' প্রথম দিককার অতি দুরূহ অধ্যায়গুলি অনুধাবনের সময় উল্লিখিত পত্রটি বারবার পড়বেন।

চিঠিগুলিতে তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক অন্যান্য অংশ হল বিভিন্ন লেখক সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়ন। জ্বলজ্বলে ভাষায় লেখা আবেগদীপ্ত এই যে মতামতগুলি থেকে বড়ো বড়ো সমস্ত মতাদর্শগত ধারা ও তার বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়, তা পড়বার সময় মনে হয় যেন এক প্রতিভাবান মনস্বীর আলাপ শুনছি। দিৎস্‌গেন সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যটি ছাড়াও প্রুধোঁপন্থীদের (৭২) সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠকদের বিশেষ মনোনিবেশের যোগ্য (পৃঃ ১৭)। সামাজিক জোয়ারের পর্বে বুর্জোয়া শ্রেণীর যে 'দীপ্তিমান' বুদ্ধিজীবী তরুণ 'প্রলেতারিয়েতের দলে' ঝাঁপিয়ে পড়ে, অথচ শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে প্রলেতারীয় সংগঠনের 'পঙক্তিতে ও সারিতে' লেগে থেকে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে অক্ষম, গোটা কয়েক ছত্রে তাদের চিত্র ফুটে উঠেছে আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় (৭৩)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন দ্যুরিং সম্পর্কে মতামত (পৃঃ ৩৫) (৭৪), ৯ বছর পরে এঙ্গেলসের (মার্কসের সঙ্গে একত্রে) লেখা অপূর্ব গ্রন্থ 'Anti-Dühring'এর সারকথাটা যেন এখানে পূর্বাভাসিত। সেদেরবাউমের একটি রুশী অনুবাদ আছে, দুঃখের বিষয়, তাতে শুধু জায়গা-জায়গা বাদ পড়েছে তাই নয়, ভুলভ্রান্তি সমেত সোজাসুজি সেটা খারাপ অনুবাদ। এইখানেই আছে তুনেন সম্পর্কে মত, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বও যা সেই সঙ্গে ছুঁয়ে গেছে। ১৮৬৮ সালেই মার্কস 'রিকার্ডোর ভুল' পুরোপুরি বর্জন করেন, যা তিনি চূড়ান্ত রূপে খণ্ডন করেন ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'পুঁজির' তৃতীয় খণ্ডে এবং আমাদের উগ্র বুর্জোয়া এমনকি 'কৃষ্ণশতপন্থী' শ্রী বুলগাকভ থেকে শুরু করে 'প্রায় নৈষ্ঠিক' মাসলভ পর্যন্ত সমস্ত শোধনবাদীরা যার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে আজো পর্যন্ত।

স্থূল বস্তুবাদ এবং লাঙ্গে থেকে টোকা ('প্রফেসরী' বুর্জোয়া দর্শনের সাধারণ উৎস!) 'পল্লবগ্রাহী বাকসর্বস্বতার' মূল্যায়ন সহ ব্যাখনার সম্পর্কে অভিমতটিও সমান চিত্তাকর্ষক (পৃঃ ৪৮) (৭৫)।

এবার মার্কসের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে আসা যাক। রাশিয়ায় আমাদের এখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে মার্কসবাদ সম্পর্কে কেমন একটা কূপমণ্ডূক ধারণা আশ্চর্য ছড়ানো: বৈপ্লবিক যুগ এবং তার বিশেষ সংগ্রাম-রূপ ও প্রলেতারিয়েতের বিশেষ কর্তব্যাদি যেন বা একটা প্রায় কালব্যতিক্রম, 'সংবিধান' ও 'চূড়ান্ত বিপ্লবী দলই' যেন নিয়ম। বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ার মতো এমন গভীর বৈপ্লবিক সংকট পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই, এবং আর কোনো দেশেও এমন 'মার্কসবাদী' (মার্কসবাদের হীনতা ও স্থূলতাসাধক) নেই, যারা বিপ্লবের প্রতি এমন সন্দিহান ও কূপমণ্ডূক ভাবাপন্ন। বিপ্লবটা সারার্থে বুর্জোয়া, এই থেকে আমাদের এখানে মামুলী সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে যে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবের **চালিকা শক্তি**, প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যটা সহায়তামূলক, স্বাবলম্বন নয়, এ বিপ্লবে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব অসম্ভব!

কুগেলমানের নিকট পত্রাবলীতে মার্কসবাদের এই স্থূল বোধটাকে মার্কস কী ভাবেই না উন্মোচিত করেছেন! যেমন ১৮৬৬ সালের ৬ই এপ্রিলের চিঠি। তর্তদিনে মার্কস তাঁর প্রধান কাজটা শেষ করেছেন। এ চিঠি লেখার চোদ্দ বছর আগেই মার্কস ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নৈকট্য সম্পর্কে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক মোহ তিনি ১৮৫০ সালেই বর্জন করেছিলেন (৭৬)। অথচ ১৮৬৬ সালে নতুন রাজনৈতিক সংকটাদির বিকাশ সবেমাত্র লক্ষ করেই তিনি লেখেন:

'আমাদের কূপমণ্ডূকেরা (জার্মান উদারনীতিক বুর্জোয়াদের কথা বলছেন) কি অবশেষে বুঝবে যে হাপ্‌সবুর্গ ও হয়েনৎসর্লানদের উৎখাত করা একটি বিপ্লব ছাড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবার একটা তিরিশ বছরী যুদ্ধে পৌঁছবে...' (পৃঃ ১৩—১৪) (৭৭)।

আসন্ন বিপ্লবে (সেটা ঘটেছিল ওপর থেকে, মার্কসের আশা মতো নিচু থেকে নয়) বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবে এমন মোহ এখানে তিলমাত্র নেই। অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, বিপ্লব কেবল প্রুশীয় ও অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করবে। আর কী বিশ্বাসই না রেখেছেন সে বুর্জোয়া বিপ্লবে! প্রলেতারীয় যোদ্ধার পক্ষ থেকে কী বৈপ্লবিক আবেগই না ফুটে উঠেছে, যিনি বোঝেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা কত বিপুল!

তিন বছর পরে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার প্রাক্কালে একটি 'অতি চিত্তাকর্ষক' সামাজিক আন্দোলন লক্ষ করে মার্কস **সোজাসুজি উল্লাস সহকারে** বলেছেন যে 'প্যারিসীয়রা তাদের কিছুকাল আগের বৈপ্লবিক অতীতের প্রত্যক্ষ অধ্যয়নে দেখছে আসন্ন একটি নতুন বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে এবং অতীতের এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্ঘাটিত হচ্ছে তার বর্ণনা দিয়ে মার্কস সিদ্ধান্ত টেনেছেন (পৃঃ ৫৬): 'ইতিহাস ডাকিনীর গোটা হাঁড়িটা ফুটছে! **আমাদের এখানে** (জার্মানিতে) কবে তা হবে!' (৭৮)

মার্কসের কাছ থেকে এই শিক্ষাটা নেওয়া উচিত রুশীয় বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদীদের, যাঁরা সংশয়ে হীনবল, পণ্ডিতিপনায় নির্বোধ, অনুশোচনার বক্তৃতায় উন্মুখ, চট করেই বিপ্লবে অবসন্ন, বিপ্লবের সমাধি দিয়ে তার বদলে সংবিধানী গদ্য আমদানির স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন এমন ভাবে যেন সেটা একটা উৎসবের ব্যাপার। প্রলেতারীয়দের তত্ত্বকার ও নেতার কাছ থেকে তাঁদের শেখা উচিত বিপ্লবে বিশ্বাস, নিজেদের প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কর্তব্য শেষাবধি সাধনের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীকে ডাক দিতে পারার ক্ষমতা, মনোবলের দৃঢ়তা, বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর কাপুরুষ নাকি কান্না যা মঞ্জুর করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদের বিদ্যাবাগীশেরা ভাবে: এ সবই এক নীতিশাস্ত্রীয় বচন, রোমান্তিকতা, বাস্তব বোধাভাব! না মশাই, এটা হল বৈপ্লবিক তত্ত্বের সঙ্গে বৈপ্লবিক রাজনীতির মিলন, যে মিলন না হলে মার্কসবাদ হয়ে দাঁড়ায় ব্রেনতানোবাদ, স্ত্রুভেবাদ, জম্বার্তবাদ (৭৯)। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে এক অখণ্ড সমগ্রে সংযুক্ত করেছে মার্কসের মতবাদ। আর অবজেকটিভ পরিস্থিতির স্থিরমস্তিষ্ক বিচারের একটা তত্ত্বকে যে বিকৃত করে বর্তমানকে সমর্থন করতে চায়, বিপ্লবের প্রতিটি সাময়িক পতনের সঙ্গেই যে নিজেকে তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে চায়, সাত তাড়াতাড়ি 'বিপ্লবী মোহ' বর্জন করে 'বাস্তব' কচকচিতে পৌঁছয়, সে মার্কসবাদী নয়।

একান্ত শান্তিপূর্ণ সময়ে, মার্কসের উক্তি মতো যা মনে হবে যেন 'পদাবলীসুলভ', — 'শোচনীয় রকমের এ'দো' (*Neue Zeit* সম্পাদকের কথায়), — তেমন সময়েও মার্কস বিপ্লবের নৈকট্য অনুভব করতে পারেন ও প্রলেতারিয়েতকে তুলতে পারেন তার অগ্রণী বৈপ্লবিক কর্তব্যের চেতনায়। আর আমাদের রুশী বুদ্ধিজীবীরা কূপমণ্ডূকের মতো মার্কসকে সরল করে তুলে সবচেয়ে বৈপ্লবিক কালেই নিষ্ক্রিয়তার রাজনীতি, বাধ্যের মতো 'স্রোতে' গা ভাসানোর রাজনীতি, ফ্যাশনচল উদারনীতিক পার্টির সবচেয়ে অস্থির লোকেদের ভীরুর মতো সমর্থনের রাজনীতি শেখাচ্ছেন প্রলেতারিয়েতকে!

কমিউনের যে মূল্যায়ন মার্কস করেছেন সেটা কুগেলমানের নিকট লেখা পত্রাবলীর মধ্যে মুকুটমণি। ক্ষীণপন্থী রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলে এই মূল্যায়নটা থেকেই অনেককিছু মিলবে। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর প্লেখানভ ক্ষীণপ্রাণে চিৎকার করে ওঠেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি।' নিজেকে মার্কসের সঙ্গে তুলনার মতো বিনয় দেখিয়ে বলেন কিনা, ১৮৭০ সালে মার্কসও বিপ্লবকে থামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ, মার্কসও থামিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু দেখুন এই প্লেখানভ কথিত তুলনার ক্ষেত্রেই প্লেখানভের সঙ্গে মার্কসের কী অতল ব্যবধান দেখা দিচ্ছে।

১৯০৫ সালের নভেম্বরে প্রথম রুশ বিপ্লবী তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুর এক মাস আগে প্লেখানভ প্রলেতারিয়েতকে দৃঢ়ভাবে সাবধান করে দেন নি তাই নয়, উল্টে বরং সোজাসুজি বলেছিলেন যে **অস্ত্র চালনার তালিম নেওয়া ও সশস্ত্র হওয়া** দরকার। কিন্তু এক মাস পরে যখন সংগ্রাম জ্বলে উঠল, তখন প্লেখানভ তার তাৎপর্য, সাধারণ ঘটনাধারায় তার ভূমিকা, সংগ্রামের পূর্বতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপের সঙ্গে তার সম্পর্ক তিলমাত্র বিশ্লেষণ না করে অনুতপ্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিতে ছুটলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি।'

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, কমিউনের ছয় মাস আগে মার্কস ফরাসী মজুরদের সোজাসুজি সাবধান করে দিয়েছিলেন: অভ্যুত্থান হবে **নির্বুদ্ধিতা,** বলেছিলেন তিনি আন্তর্জাতিকের বিখ্যাত আবেদনে (৮০)। ১৭৯২ সালের প্রেরণায় আন্দোলন সম্ভব হবে এই জাতীয়তাবাদী মোহ তিনি **আগেই** উন্মোচিত করেন। **ঘটনার পরে নয়,** অনেক মাস আগেই তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়।'

কিন্তু তাঁর সেপ্টেম্বরের আবেদন অনুসারে এই **নিষ্ফল** ব্যাপারটা যখন ১৮৭১ সালের মার্চে কার্যকরী হতে শুরু করল তখন কী করলেন তিনি? মার্কস কি সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন (যেমন প্লেখানভ করেছিলেন ডিসেম্বরের ঘটনাবলীতে) কমিউনে নেতৃত্বকারী প্রুধোঁপন্থী ও ব্লাঙ্কিপন্থীদের 'খোঁচা' দেবার জন্যে মাত্র? ইশকুলের দিদিমণির মতো কি তিনি গজগজ করেছিলেন, আগেই বলেছিলাম, সাবধান করে দিয়েছিলাম, নাও এবার তোমাদের রোমান্তিকতা, তোমাদের বৈপ্লবিক প্রলাপের ফল ভোগো? ডিসেম্বর যোদ্ধাদের প্রতি প্লেখানভের মতো তিনি কি কমিউনারদের প্রতি আত্মতুষ্ট কূপমণ্ডূকের বচন ঝেড়েছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি'?

না। ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল মার্কস কুগেলমানের কাছে লেখেন এক **উদ্দীপিত** চিঠি, — প্রতিটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, প্রতিটি সাক্ষর রুশ শ্রমিকের ঘরের দেয়ালে সে চিঠি আমরা সাগ্রহে টাঙিয়ে রাখতে রাজী।

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা আখ্যা দিলেও ১৮৭১ সালের এপ্রিলে জনসাধারণের গণ আন্দোলন দেখে মার্কস তার প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করেন সেটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক আন্দোলনে অগ্রপদক্ষেপসূচক মহা ঘটনাবলীর এক সরিকের আত্যন্তিক অভিনিবেশ নিয়ে।

তিনি বলেছেন, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটাকে শুধু অপরের হাতে তুলে দেওয়া নয়, এ হল সে যন্ত্রকে চূর্ণ করার **প্রচেষ্টা।** এবং প্রুধোঁপন্থী ও ব্লাঙ্কিপন্থীদের পরিচালিত প্যারিসের **'বীর'** শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি এক সত্যিকারের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারণ করেন। 'কী স্থিতিস্থাপকতা,' তিনি লিখেছেন, 'কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, আত্মত্যাগের কী ক্ষমতা এই প্যারিসীয়দের!' (পৃঃ ৮৮)... 'এমন বীরত্বের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের **ঐতিহাসিক উদ্যোগকে** মার্কস মূল্য দিচ্ছেন সর্বোচ্চ। হায়, মার্কসের কাছ থেকে যদি আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ১৯০৫ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে রুশ শ্রমিক কৃষকদের **ঐতিহাসিক উদ্যোগের** মূল্য দিতে শিখতেন! (৮১)

একদিকে ছয় মাস আগেই ব্যর্থতা ভবিষ্যদ্দর্শন করলেও জনগণের **ঐতিহাসিক উদ্যোগের** কাছে প্রগাঢ় এক মনীষীর প্রণতি — অন্যদিকে নির্জীব, নিষ্প্রাণ, বিদ্যাবাগীশি: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি'! আকাশপাতাল তফাৎ নয় কি?

এবং লন্ডনের নির্বাসনে বসে তাঁর স্বভাবোচিত আবেগ ও উদ্দীপনায় তিনি যে গণ সংগ্রামটায় সাড়া দিয়েছেন তার **সারিক** হিসাবে মার্কস **'স্বর্গাভিযানে প্রস্তুত',** 'উন্মত্ত-নির্ভীক' প্যারিসীয়দের **তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের** সমালোচনায় হাত দিয়েছেন।

ওহ্, মার্কসকে তখন কী বিদ্রূপই না করেছে আমাদের 'বাস্তববুদ্ধি' প্রাজ্ঞরা, যাঁরা ১৯০৬—১৯০৭ সালের রাশিয়ায় শ্লেষোক্তি হানছেন বিপ্লবী রোমান্তিকতায়! কী উপহাসই না লোকে করত সেই **বস্তুবাদী, অর্থনীতিবিদ,** ইউটোপিয়া-দ্বেষীকে, যিনি **স্বর্গাভিযানের** 'প্রচেষ্টায়' প্রণতি জানান! হাঙ্গামা-প্রবণতা, ইউটোপিয়াপন্থা প্রভৃতি বলে, স্বর্গে ঝাঁপাতে উন্মুখ এ আন্দোলনের মূল্যায়ন নিয়ে কী অশ্রুপাত, কী দাক্ষিণ্যপরবশ হাসি, কী অনুকম্পাই না বইয়ে দিতেন যত মাফলার জড়ানো লোক (৮২)!

কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের **টেকনিক** আলোচনায় যারা ভীত তেমন চুনোপুঁটির অতিবুদ্ধিতে (৮৩) মার্কস আচ্ছন্ন নন। অভ্যুত্থানের ঠিক **টেকনিক্যাল** প্রশ্নই তিনি আলোচনা করেছেন। আত্মরক্ষা না আক্রমণ? প্রশ্নটা তিনি তুলেছেন এমন ভাবে যেন লড়াই চলছে লন্ডনের উপকণ্ঠে। এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন: দ্বিধাহীন আক্রমণ, **'দরকার ছিল তক্ষুণি ভার্সাই অভিযান করা...'**

এটা লেখা ১৮৭১ সালের এপ্রিলে, রক্তরাঙা মহা মে'র কয়েক সপ্তাহ আগে... 'দরকার ছিল তক্ষুণি ভার্সাই অভিযান করা' বলা হচ্ছে সেই অভ্যুত্থানীদের যারা শুরু করেছিল স্বর্গাভিযানের 'নির্বোধ' (১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর) কাণ্ড।

'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি' বলা হচ্ছে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জিত স্বাধীনতা অপহরণের প্রথম প্রচেষ্টাকে সবলে প্রতিহত করার জন্যে...

সত্যি, মার্কসের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি!

'দ্বিতীয় ভুল হল এই যে,' মার্কস তাঁর **টেকনিক্যাল** সমালোচনা চালিয়ে গিয়ে বলছেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি' (মনে রাখবেন, এটা **সামরিক নেতৃত্ব,** জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির কথা বলা হচ্ছে এখানে) 'তার অধিকার ছেড়ে দেয় **বড়ো তাড়াতাড়ি**...'

অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে **নেতাদের** হুঁশিয়ার করে দেবার ক্ষমতা ছিল মার্কসের। কিন্তু স্বর্গাভিযানী **প্রলেতারিয়েতের** প্রতি তিনি মনোভাব নেন এক কার্যকরী পরামর্শদাতার মতো, গণ **সংগ্রামের** সারিকের মতো, ব্লাঙ্কি ও প্রুধোঁর অলীক তত্ত্ব ও ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও যে সংগ্রাম **গোটা** আন্দোলনটাকে তুলছে **এক উচ্চতম স্তরে।**

'যতই হোক,' লিখছেন তিনি, 'সাবেকী সমাজের নেকড়ে, শূয়োর ও কুচুটে কুত্তাদের কাছে প্যারিস অভ্যুত্থান যদি বিধ্বস্তও হয়, তাহলেও জুন অভ্যুত্থানের পর এটা আমাদের পার্টির এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি।' (৮৪)

এবং প্রলেতারিয়েতের কাছে কমিউনের **একটি** ভুলও চাপা না দিয়ে মার্কস এ **কীর্তির** উদ্দেশে এমন একটি রচনা উৎসর্গ করেন যা **এখনো পর্যন্ত** 'স্বর্গ' জয়ের সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ দিগদর্শন, এবং উদারনীতিক ও র‍্যাডিক্যাল **'শূয়োরদের'** কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জুজু। (৮৫)

ডিসেম্বরের উদ্দেশে প্লেখানভ যে 'রচনাটি' উৎসর্গ করেছেন, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক কাদেত সুসমাচার (৮৬)।

সত্যি, মার্কসের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি।

মার্কসের জবাবে কুগেলমান, বোঝাই যায়, কিছু একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, ব্যাপারটার নিষ্ফলতা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর রোমান্তিকতার বিপরীতে বাস্তববোধের উল্লেখ করেছিলেন — অন্ততপক্ষে তিনি কমিউনকে, **অভ্যুত্থানকে** তুলনা করেছিলেন প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শান্তিপূর্ণ মিছিলের সঙ্গে।

মার্কস তৎক্ষণাৎ (১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১) কঠোর ভর্ৎসনা করেন কুগেলমানকে।

'বিশ্ব ইতিহাস গড়া,' লিখছেন তিনি, **'অবশ্যই অনেক সহজ হত যদি সংগ্রাম গ্রহণ করা যেত কেবল অব্যর্থ-অনুকূল সুযোগের পরিস্থিতিতে।'**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কস অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা বলেছিলেন। কিন্তু **জনগণ** যখন অভ্যুত্থান করল, মার্কস তখন তাদের সঙ্গেই যেতে আগ্রহী, এজলাসী হুকুম না দিয়ে সংগ্রামের গতিপথে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা নিতে চান। তিনি বোঝেন যে আগে থেকেই **পরিপূর্ণ যাথার্থ্যে** সম্ভাব্যতা হিসেব করতে যাওয়া হয় হাতুড়েপনা, নয় নিরেট বিদ্যাবাগীশি। এইটে তিনি **সর্বোচ্চে** তুলে ধরেন যে শ্রমিক শ্রেণী বীরের মতো, আত্মত্যাগ করে, উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ব ইতিহাস **গড়ছে**। এ ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন তাদের চোখ দিয়ে, যারা আগে থেকেই সাফল্যের **অব্যর্থ** হিসেব করতে না পারলেও সে ইতিহাস **গড়ছে**, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, যে নীতিবাক্য ঝাড়ে: 'সহজেই আন্দাজ করা যেত... উচিত ছিল না...'

মার্কস এ সত্যও জানতেন যে ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আসে যখন জনগণের অধিকতর তালিম ও **পরবর্তী** সংগ্রামের প্রস্তুতির নামে এমনকি নিষ্ফল ব্রতেও **জনগণের** মরিয়া সংগ্রামের **প্রয়োজনীয়তা থাকে**।

প্রশ্নের এই **উপস্থাপন** আমাদের বর্তমানের মেকি মার্কসবাদীদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য, এমনকি নীতিগতভাবে বিজাতীয় — বৃথাই তাঁরা মার্কসের উদ্ধৃতি থেকে নিতে ভালোবাসেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কৃতিত্বটা নয়, শুধু অতীতের মূল্যায়নটা। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর **'থামিয়ে রাখার...'** কর্তব্য নেওয়ার সময় প্লেখানভ এ কথাটা একবার ভেবেও দেখেন নি।

কিন্তু মার্কস ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেই যে অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা বলেছিলেন তা আদৌ না ভুলেই ঠিক এই প্রশ্নটাই হাজির করেছেন।

তিনি লিখেছেন, 'ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া শালারা প্যারিসীয়দের কাছে এই উপায়ান্তর রাখে: হয় সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ নয় বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ। শেষের ক্ষেত্রে **শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল ভেঙে যাওয়াটা** হত যে কোনো সংখ্যক নেতার মৃত্যুর চেয়েও **অনেক বড়** দুর্ভাগ্য।' (৮৭)

কুগেলমানের কাছে চিঠিতে মার্কস প্রলেতারিয়েতের যোগ্য যে রাজনীতির শিক্ষা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা আমরা এইখানেই শেষ করছি।

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই একবার দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একাধিকবার দেখাবে যে তারা 'স্বর্গাভিযানের' ক্ষমতা ধরে।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ — ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১—৩৭৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফ্রিদরিখ আ. জরগে ও অন্যান্যদের নিকট ইয়োহান বেক্কের, ইয়োসেফ দিৎস্‌গেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস প্রভৃতির চিঠি' বইটির

রুশ অনুবাদের ভূমিকা

মার্কস, এঙ্গেলস, দিৎস্‌গেন, বেক্কের প্রভৃতি গত শতকের আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন নেতার যে পত্রাবলীর সংকলন রুশ পাঠকদের নিকট পেশ করা হল তা আমাদের অগ্রণী মার্কসবাদী সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য অনুপূরক।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাস এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের ক্রিয়াকলাপের ওপর সর্বাঙ্গীন আলোকপাতের দিক থেকে চিঠিগুলির গুরুত্ব নিয়ে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করব না। এই দিকটা নিয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু এইটুকু বলে রাখি যে প্রকাশিত পত্রগুলি বোঝার জন্যে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস (Jekk: 'আন্তর্জাতিক' দ্রষ্টব্য, 'জ্ঞানিয়ে' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত রুশ অনুবাদ), তারপর জার্মান ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (ফ্র. মেরিং'এর 'জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস' এবং মরিস হিলকুইটের 'আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের ইতিহাস') ইত্যাদি নিয়ে মূল রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক।

পত্রাবলীর সাধারণ সারার্থ এবং যেসব বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট তাদের মূল্যায়ন দেবারও কোনো চেষ্টা আমরা এখানে করব না। মেরিং এ কাজটা চমৎকার করে দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে: Der Sorgesche Briefwechsel (*'Neue Zeit'*, 25. Jahrg., Nr. 1 und 2), যেটা সম্ভবত বর্তমান অনুবাদের পরিশিষ্ট হিসাবে যোগ করা হবে কিংবা পৃথক রুশ পুস্তিকাকারে প্রকাশ পাবে।

যে বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাতে রুশ সমাজতন্ত্রীদের কাছে সেই সব শিক্ষা হবে বিশেষ আকর্ষণীয় যা মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ বছর ব্যাপী (১৮৬৭—১৮৯৫) ক্রিয়াকলাপের অন্তরঙ্গ দিকগুলোর পরিচয় থেকে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতকে আহরণ করতে হবে। তাই অবাক হবার কিছু নেই যে, আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যেও জরগের কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় সাধনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি ছিল রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক রণকৌশলের 'জঙ্গী' প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িত (প্লেখানভের 'সভ্রেমেন্নায়া জিজ্ন' (৮৮) মেনশেভিকদের 'ওৎক্লিকি' (৮৯)। প্রকাশিত পত্রাবলীর যে অংশগুলি রাশিয়ায় শ্রমিক পার্টির সাম্প্রতিক কর্তব্যের দিক থেকে বিশেষ জরুরী, তার মূল্যায়নেই আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব স্থির করেছি।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পত্রাবলীতে সবচেয়ে বেশি বলেছেন ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের জরুরী সমস্যা নিয়ে। সেটা বোঝা যায়, কেননা তাঁরা ছিলেন জার্মান, সে সময় বাস করতেন ইংলণ্ডে, তাঁদের মার্কিন কমরেডদের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন। ফরাসী শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে প্যারিস কমিউনের কথা মার্কস অনেক বেশি ঘনঘন ও সবিস্তারে বলেছেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলমানের নিকট লেখা তাঁর চিঠিতে*।

ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস কী বলেছিলেন তার তুলনাটা অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ। যদি মনে রাখি যে একদিকে জার্মানি এবং অন্যদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হল পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, এসব দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ার বিভিন্ন রূপের প্রভুত্ব, তাহলে এরূপ তুলনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা এখানে দেখি বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিদর্শন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমস্যাটির বিভিন্ন বিষয় ও দিককে সামনে টেনে আনতে ও চিহ্নিত করতে পারার কৃতিত্ব। শ্রমিক পার্টির ব্যবহারিক রাজনীতি ও রণকৌশলের দিক থেকে আমরা এখানে দেখি বিভিন্ন দেশের জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' স্রষ্টারা কীভাবে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।

---

* 'ডঃ কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের চিঠি' দ্রষ্টব্য। ন. লেনিনের সম্পাদিত ও তাঁর লেখা ভূমিকা সহ অনুবাদ। পিটার্সবুর্গ, ১৯০৭। — সম্পাঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গ-মার্কিন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন শ্রমিক আন্দোলন থেকে তার বিচ্ছিন্নতাকে। ইংলণ্ডের 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন' (Social-Democratic Federation) (৯০) এবং আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁদের বহুসংখ্যক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মূলসূত্রের মতো এই অভিযোগটা দেখা যাবে যে, তারা মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে, 'শিলীভূত (starre) সনাতনপন্থায়' পরিণত করেছে, এটাকে তারা দেখে **'কর্মের দিগদর্শন** হিসাবে নয়, বিশ্বাসপ্রতীক হিসাবে' (৯১), তত্ত্বের দিক থেকে অসহায় কিন্তু জীবন্ত, পরাক্রান্ত যে গণ শ্রমিক আন্দোলন তাদের আশেপাশেই চলছে তার সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ১৮৮৭ সালের ২৭শে জানুয়ারির পত্রে এঙ্গেলস বলেছেন, 'আজ আমরা কোথায় থাকতাম যদি ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৩ এই পর্বটায় আমরা শুধু তাদের সঙ্গেই হাতে হাত দিয়ে চলতে চাইতাম, যারা প্রকাশ্যে আমাদের কর্মসূচি মেনেছে?' আর পূর্ববর্তী পত্রে (১৮৮৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর) আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর উপর হেনরি জর্জের ভাবনার প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন:

'তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁত একটা কর্মসূচির জন্যে এক লাখ ভোটের চেয়ে নভেম্বরে খাঁটি ('bona fide') শ্রমিক পার্টির পক্ষে দশ কি কুড়ি লাখ ভোট অসীম গুরুত্বপূর্ণ।'

জায়গাগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। আমাদের দেশে এমন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দেখা দিয়েছেন যাঁরা এই কথাগুলো তাড়াতাড়ি কাজে লাগাচ্ছেন 'শ্রমিক কংগ্রেস' বা লারিন-মার্কা 'ব্যাপক শ্রমিক পার্টির' (৯২) মতবাদ সমর্থনের জন্যে। কিন্তু 'বামপন্থী ব্লক' সমর্থনের জন্যে নয় কেন? এঙ্গেলসের এইরূপ অকালপক্ক 'সদ্ব্যবহারকারীদের' আমরা জিজ্ঞেস করছি। যে চিঠি থেকে উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে সেটা এমন একটা সময় প্রসঙ্গে যখন নির্বাচনে আমেরিকার শ্রমিকেরা ভোট দেয় হেনরি জর্জের পক্ষে। শ্রীযুক্তা ভিশনেভেৎস্কায়া — আমেরিকান মহিলা, রুশীকে বিয়ে করেন ও এঙ্গেলসের রচনা অনুবাদ করেন — ইনি হেনরি জর্জকে ভালোমতো সমালোচনার জন্যে এঙ্গেলসকে অনুরোধ করেছিলেন — সেটা বোঝা যাচ্ছে এঙ্গেলসের জবাব থেকে। এঙ্গেলস লেখেন (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬) যে **এখনো** তার **সময় হয় নি,** শ্রমিক পার্টি বরং পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয় এমন কর্মসূচি নিয়েই গড়ে উঠতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকুক। পরে শ্রমিকেরা নিজেরাই বুঝবে ব্যাপারটা কী, 'নিজেদের ভুল থেকেই শিখবে' এবং 'কর্মসূচিটা যাই হোক না কেন, তার ভিত্তিতে শ্রমিক পার্টির জাতীয় সংহতিতে' বাধা দেওয়া 'আমি মহা ভুল বলে মনে করি'।

বলাই বাহুল্য, **সমাজতন্ত্রের** দিক থেকে হেনরি জর্জের মতবাদের সমগ্র উদ্ভটতা ও **প্রতিক্রিয়াশীলতা** এঙ্গেলস ভালোই বুঝতেন ও বহুবার তা উল্লেখ করেছেন। জরগের পত্রাবলীতে কার্ল মার্কসের ১৮৮১ সালের ২০শে জুন তারিখের একটি অতি চিত্তাকর্ষক চিঠি আছে, তাতে তিনি হেনরি জর্জের মূল্যায়ন করেছেন **র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়ার** মতপ্রবক্তা হিসাবে। মার্কস লেখেন, 'তত্ত্বের দিক থেকে হেনরি জর্জ একেবারেই পশ্চাৎপদ' (total arrière)। অথচ এই খাঁটি **প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীর** সঙ্গে একত্রে নির্বাচনে নামতে এঙ্গেলস ভয় পান নি, জনগণের 'নিজস্ব ভুলের পরিণামটা' তাদের আগে থেকে বলতে পারার মতো লোক থাকলেই হল (১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের পত্রে এঙ্গেলস)।

আমেরিকান শ্রমিকদের তদানীন্তন একটি সংগঠন 'নাইটস অব লেবর' (৯৩) প্রসঙ্গে এঙ্গেলস ওই চিঠিতেই লেখেন: 'এদের দুর্বলতম [আক্ষরিক অর্থে পচা, (faulste)] দিকটা হল **রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা**...' 'আন্দোলনে সদ্য অবতীর্ণ প্রতিটি দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কর্তব্যের একটি হওয়া উচিত স্বাবলম্বী শ্রমিক পার্টি গঠন, সেটা কী পথে গড়ে উঠল তাতে কিছু এসে যায় না, শুধু সত্যিকারের শ্রমিক পার্টি হলেই হল।' (৯৪)

বলা বাহুল্য যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি **থেকে** অ-পার্টি শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদিতে লম্ফ প্রদানের সমর্থনে কিছুই এ থেকে মেলে না। তবে মার্কসবাদকে 'আপ্তবাক্যে', 'গোড়ামিতে', 'সংকীর্ণতাবাদে' অবনমিত করা প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের নালিশের কবলে যারা পড়তে না চায়, তাদের প্রত্যেককেই এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে, র‍্যাডিক্যাল 'সোশ্যাল-প্রতিক্রিয়াশীলদের' সঙ্গে একত্রে নির্বাচন অভিযান চালানো মাঝে মাঝে দরকার হয়।

কিন্তু অবশ্যই শুধু এই মার্কিন-রুশী সমতুলনাগুলো নিয়ে তত নয় (প্রতিপক্ষদের জবাব দেবার জন্যে তা ছুঁয়ে যেতে হল আমাদের), যতটা ইঙ্গ-মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের **মূল** বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাই বেশি আকর্ষণীয় হবে। এ বৈশিষ্ট্য হল—প্রলেতারিয়েতের সমক্ষে কোনো বৃহৎ, সাধারণ জাতীয় চরিত্রের **গণতান্ত্রিক** কর্তব্য নেই; প্রলেতারিয়েত পুরোপুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুর্জোয়া রাজনীতির অধীন; প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে মুষ্টিমেয় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীরা সংকীর্ণের মতো বিচ্ছিন্ন; শ্রমিক জনগণের ক্ষেত্রে নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের এতটুকু সাফল্য ঘটছে না ইত্যাদি। এই মূল পরিস্থিতিগুলো ভুলে গিয়ে যে 'মার্কিন-রুশী সমতুলনাগুলো' থেকে ঢালাও সিদ্ধান্ত টানতে চায়, সে চূড়ান্ত পল্লবগ্রাহিতারই পরিচয় দেবে।

অনুরূপ পরিস্থিতিতে এঙ্গেলস যদি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগঠনে অমন জোর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা শুধু এইজন্যে যে, এখানে কথাটা হচ্ছে একান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে, যাতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য আসছে প্রলেতারিয়েতের সামনে।

একটা খারাপ কর্মসূচি থাকলেও শ্রমিক পার্টির স্বাবলম্বনের গুরুত্বে এঙ্গেলস যদি জোর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা এইজন্যে যে, এখানে কথাটা হচ্ছে এমন দেশ নিয়ে যেখানে এখনো পর্যন্ত শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাবলম্বনের কোনো আভাসও দেখা যায় নি, যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে মজুরেরা সবচেয়ে বেশি করে যেত ও যাচ্ছে বুর্জোয়ার পেছু পেছু।

অনুরূপ যুক্তি থেকে টানা সিদ্ধান্ত যদি এমন দেশ বা এমন ঐতিহাসিক পর্বে চাপানোর চেষ্টা হয়, যেখানে প্রলেতারিয়েত তার পার্টি গড়ে তুলেছে উদারনীতিক বুর্জোয়ার আগেই, যেখানে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের পক্ষে ভোট দেবার বিন্দুমাত্র ঐতিহ্য নেই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, যেখানে আশু কর্তব্যটা সমাজতান্ত্রিক নয়, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক — তবে সেটা হবে মার্কসের ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রহসন।

পাঠকদের কাছে আমাদের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হবে যদি ইঙ্গ-মার্কিন আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলসের মতামতটা তুলনা করি জার্মান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে।

প্রকাশিত পত্রাবলীতে তেমন মতামতও অজস্র আছে এবং খুবই তা চিত্তাকর্ষক। এই সব মতামতের মধ্যে মূল সূত্র হয়ে আছে একেবারেই অন্য একটা কথা: শ্রমিক পার্টির 'দক্ষিণপন্থীদের' বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে **সুবিধাবাদের** বিরুদ্ধে নির্মম (মাঝে মাঝে **ক্ষিপ্ত**, ১৮৭৭—১৮৭৯ সালে মার্কস যা করেছিলেন) যুদ্ধ।

প্রথমে এটা সমর্থন করা যাক চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, পরে আলোচনা করব ব্যাপারটার ব্যাখ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার আগে এখানে হেখবের্গ কোং সম্পর্কে মার্কসের মত উল্লেখ করতে হয়। ফ্র. মেরিং তাঁর 'Der Sorgesche Briefwechsel' প্রবন্ধে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসের, এবং আরো পরে এঙ্গেলসের আক্রমণটাকে খানিকটা লঘু করার চেষ্টা করেছেন,—আমাদের মতে, চেষ্টা করেছেন খানিকটা বাড়াবাড়ি রকমের। বিশেষ করে হেখবের্গ কোং প্রসঙ্গে মেরিং তাঁর এই অভিমতে অটল যে লাসাল ও লাসালপন্থীদের সম্পর্কে মার্কসের মত বেঠিক (৯৫)। ফের বলি, ঠিক অমুক অমুক সমাজতন্ত্রীর ওপর মার্কসের আক্রমণের সঠিকতা বা বাড়াবাড়ির ঐতিহাসিক মূল্যায়নে আমরা এখানে আগ্রহী নই, আমাদের আগ্রহ সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি ধারার নীতিগত যে মূল্যায়ন মার্কস করেছিলেন, তাই নিয়ে।

লাসালপন্থীদের ও দ্যুরিঙ্গের সঙ্গে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আপোস রফার বিরুদ্ধে নালিশ করার সময় মার্কস (১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবরের চিঠি) সেই সঙ্গে 'পুরো এক দঙ্গল অপরিণত ছাত্র ও অতিবুদ্ধি ডক্টরদের সঙ্গে' (জার্মান ভাষায় 'ডক্টর' হল একটি বিদ্যাগত ডিগ্রি, যা আমাদের এখানকার 'কান্দিদাৎ' বা 'প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় সমাপ্তির' সমান) আপোসের নিন্দা করেছেন, 'যারা সমাজতন্ত্রকে 'একটি উচ্চতর আদর্শবাদী ধারায়' ফেরাবার কর্তব্য নিয়েছে, অর্থাৎ তার বস্তুবাদী ভিত্তিকে (যা ব্যবহারের আগে অবজেকটিভ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়) বদলে দিতে চায় ন্যায় মুক্তি সাম্য ও fraternité-র (ভ্রাতৃত্ব) দেবতাদি সমেত এক নবপুরাণ দিয়ে। এ ধাবার একজন প্রতিনিধি হলেন Zukunft পত্রিকার (৯৬) প্রকাশক ডঃ হেখবের্গ যিনি পার্টি সভ্যপদ 'ক্রয় করেছেন', ধরে নিচ্ছি 'অতি সদুদ্দেশ্যেই', কিন্তু সমস্ত 'সদুদ্দেশ্যেই' আমি ঝাঁটা মারি। তাঁর Zukunft'এর কর্মসূচির চেয়ে বেশি শোচনীয় ও বেশি 'নিরভিমানী' জিনিস ঈশ্বরের দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে কদাচিৎ' (৭০ নং চিঠি) (৯৭)।

ই. মন্তের পেছনে বুঝিবা মার্কস এঙ্গেলস আছেন এ কুৎসা মার্কস প্রায় দু'বছর পরে লেখা চিঠিতে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯) খণ্ডন করে জরগের কাছে বিশদভাবে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে তাঁর মত জানিয়েছেন। Zukunft পত্রিকাটি চালাতেন হেখবের্গ, শ্রাম ও এদুয়ার্দ বের্নস্তাইন। এ রকম প্রকাশনে অংশ নিতে মার্কস ও এঙ্গেলস অস্বীকার করেছিলেন এবং যখন এই হেখবের্গেরই সহযোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তাঁরই আর্থিক সাহায্যে নতুন পার্টি মুখপত্র প্রতিষ্ঠার কথা হয়, তখন 'ডক্টর, ছাত্র ও অধ্যাপকী সমাজতন্ত্রীদের এই জগাখিচুড়িটার' ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমে প্রধান সম্পাদক হিসাবে তাঁদের নির্বাচিত গিরশকে গ্রহণের দাবি করেন ও পরে বেবেল, লিবক্নেখত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যান্য নেতাদের সোজাসুজি সার্কুলার মারফত সাবধান করে দেন যে হেখবের্গ, শ্রাম, বের্নস্তাইনের ধারা না বদলালে 'তত্ত্ব ও পার্টির অমন স্থূলীকরণের' (জার্মান ভাষায় Verluderung **আরো কড়া কথা**) বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াই করবেন।

এটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সেই সময়কার ঘটনা, যার কথা মেরিং লিখেছেন তাঁর 'ইতিহাসে' — 'গোলযোগের এক বছর' ('Ein Janr der Verwirrung')। 'সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের' পর পার্টি সঙ্গে সঙ্গেই সঠিক পথ নিতে পারে নি, প্রথমটা মস্তের নৈরাজ্যবাদ ও হেখবের্গ কোম্পানির সুবিধাবাদের দিকে চলে। শেষোক্তের প্রসঙ্গে মার্কস লিখছেন, 'তত্ত্বের ক্ষেত্রে শূন্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অকর্মণ্য এই লোকেরা সমাজতন্ত্রকে (যেটা তাঁরা বোঝেন বিশ্ববিদ্যালয়ী দাওয়াই অনুসারে) এবং প্রধানত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে ক্রমপন্থী করতে চান এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত অথবা তাঁদের ভাষায় শ্রমিকদের মধ্যে 'শিক্ষার উপাদান' সঞ্চারিত করতে চান, যেখানে নিজেদেরই আছে কেবল বিভ্রান্ত অর্ধজ্ঞান, এবং সর্বোপরি তাঁরা চান পেটি বুর্জোয়ার চোখে পার্টির মর্যাদা বাড়াতে। যতই বলো, লক্ষ্মীছাড়া প্রতিবিপ্লবী বাক্যবাগীশ ছাড়া এঁরা আর কিছুই নন।' (৯৮)

মার্কসের 'ক্ষিপ্ত' আক্রমণের পরিণামে সুবিধাবাদীরা পিছু হটে এবং... গা ঢাকা দেয়। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের চিঠিতে মার্কস জানাচ্ছেন যে, হেখবের্গ সম্পাদকমণ্ডলী থেকে অপসারিত হয়েছেন এবং বেবেল, লিবক্নেখত, ব্রাকে প্রভৃতি পার্টির প্রভাবশালী সমস্ত নেতাই তাঁর মত **প্রত্যাখ্যান করেছেন**। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' (৯৯) প্রকাশিত হতে থাকে ফলমারের সম্পাদনায়, যিনি তখন পার্টির বৈপ্লবিক অংশের পক্ষ নেন। আরো এক বছর পরে (৫ই নভেম্বর, ১৮৮০) মার্কস বলছেন যে, তিনি ও এঙ্গেলস এই 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকার 'শোচনীয়' (miserabel) পরিচালনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করেছেন এবং প্রায়ই লড়েছেন **তীব্রভাবে** ('wobei's oft scharf hergeht')। ১৮৮০ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিবক্নেখত মার্কসের কাছে এসেছিলেন এবং কথা দেন যে **সর্বদিক থেকেই** তার 'একটা উন্নতি' হবে। (১০০)

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, যুদ্ধটা প্রকাশ্যে ছাপিয়ে উঠল না। হেখবের্গ চলে গেলেন এবং বের্নস্তাইন হলেন বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট... অন্তত ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যু পর্যন্ত।

১৮৮২ সালের ২০শে জুন এঙ্গেলস জরগের কাছে এ সংগ্রামের কথা যা লিখেছেন তাতে যেন সেটা অতীতের ব্যাপার: 'মোটের ওপর জার্মানিতে চমৎকার কাজ চলছে। পার্টির শ্রীমান সাহিত্যসেবীরা পার্টিতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকেরা সর্বত্র যে লাঞ্ছনা সইছে তাতে তারা তিন বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বিপ্লবী হয়ে উঠছে।... এই সব ভদ্রলোকেরা (পার্টির সাহিত্যসেবীরা) চেয়েছিলেন যে কোরেই হোক বশ্যতা, নম্রতা ও চাটুকারিতার সাহায্যে ভিক্ষা করে ওই সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনটা নাকচ করিয়ে নিতে, যাতে অমন অমার্জনীয় রূপে তাঁদের সাহিত্যিক উপার্জন খোয়া গিয়েছিল। এ আইন নাকচের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহেই ভাঙন ফুটে উঠবে এবং ফিরেক, হেখবের্গ প্রমুখেরা যাঁরা পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ গড়ে তুলেছেন তাঁরা খসে যাবেন। যতদিন না তাঁরা একেবারে অন্তর্ধান করছেন ততদিন মাঝে মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় নামার সম্ভাবনা থাকবে। আমরা এ মত প্রকাশ করেছিলাম সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন জারী হবার ঠিক পরেই, যখন হেখবের্গ ও শ্রাম 'বার্ষিকীতে' পার্টি কার্যাবলীর এক অতিমাত্রায় জঘন্য মূল্যায়ন দেন এবং পার্টির কাছ থেকে আরো সুসভ্য, মার্জিত, কেতাদুরস্ত কাজ দাবি করেন' (gebildetes কথাটির জায়গায় এঙ্গেলস লিখেছেন 'jebildetes', জার্মান সাহিত্যিকদের বার্লিন উচ্চারণরীতির প্রতি ইঙ্গিত)।

১৮৮২ সালে বের্নস্তাইনপন্থা (১০১) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা ১৮৯৮ ও পরবর্তী বছরগুলোয় আশ্চর্য ফলে গেছে।

এবং সেই থেকে, বিশেষ করে মার্কসের মৃত্যুর পর থেকে এঙ্গেলস জার্মান সুবিধাবাদীদের হাতে বাঁকানো 'লাঠিটা সোজা করে গেছেন' অক্লান্তভাবে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৮৮৪ সালের শেষ। বাষ্পীয় পোতে অর্থসহায়তার (Dampfer-subvention' (১০২), মেরিঙ্গের 'ইতিহাস' দ্রষ্টব্য) পক্ষে ভোটদানের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইখস্টাগের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের 'পেটি বুর্জোয়া কুসংস্কার' নিন্দিত হচ্ছে। জরগেকে এঙ্গেলস জানাচ্ছেন যে এ নিয়ে তাঁকে অনেক চিঠি লেখালেখি করতে হয়েছে (১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠি)।

১৮৮৫ সাল। 'Dampfersubvention'এর সমস্ত ব্যাপারটার খতিয়ান করে এঙ্গেলস লিখছেন (৩রা জুন), 'ব্যাপারটা প্রায় ভাঙন পর্যন্ত গড়িয়েছিল।' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের 'কূপমণ্ডূকতা' ছিল **'অসাধারণ'**। জার্মানির মতো দেশে পেটি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক পার্লামেণ্টী দল অপরিহার্য,' বলেছেন এঙ্গেলস।

১৮৮৭ সাল। এঙ্গেলসের কাছে জরগে লিখেছিলেন যে ফিরেক-এর মতো লোককে (হেখবেগাঁ জাতের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পার্টি নিজের মাথা হেঁট করছে। জবাবে এঙ্গেলস কৈফিয়ত দিচ্ছেন, করার কিছু নেই, রাইখস্টাগে ভালো প্রতিনিধি শ্রমিক পার্টি পাবে কোথা থেকে। 'দক্ষিণপন্থী ভদ্রলোকেরা জানেন যে কেবল সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের জন্যেই তাঁদের সহ্য করা হচ্ছে, দীর্ঘশ্বাস নিঃশ্বাস নেবার ফুরসুত পাবার প্রথম দিনেই তাঁদের পার্টি থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' এবং সাধারণত ভালো হয়, 'নিজেদের পার্লামেণ্টারী বীরেদের চেয়ে বরং পার্টি উঁচু হোক, উল্টোটা নয়' (৩রা মার্চ, ১৮৮৭)। লিবক্নেখত আপোসকামী, অনুযোগ করেছেন এঙ্গেলস, মতপার্থক্যটা তিনি কেবলি চাপা দেন ভাষার আড়ালে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাঙন পর্যন্ত পৌঁছলে চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

১৮৮৯ সাল। প্যারিসে দুটি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস (১০৩)। সুবিধাবাদীরা (ফরাসী সম্ভাবনাবাদীদের (১০৪) নেতৃত্বে) বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে ভেঙে গেছে। এঙ্গেলস (তখন তাঁর বয়স ৬৮) সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণের মতো। এক গাদা চিঠি (১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত) সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম নিয়ে। শুধু তারাই নয়, জার্মান লিবক্নেখত, বেবেল প্রভৃতিরাও তাঁদের আপোসপ্রবণতার জন্যে বকুনি খেয়েছেন।

'সম্ভাবনাবাদীরা সরকারের কাছে আত্মবিক্রীত' এঙ্গেলস লিখছেন ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি। আর বৃটিশ 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেডারেশনের' (S.D.F.) সভ্যদের তিনি উদ্ঘাটিত করছেন সম্ভাবনাবাদীদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে বলে। 'এই হতচ্ছাড়া কংগ্রেস নিয়ে ছোটোছুটি আর বিস্তর লেখালেখির ফলে আর কিছুর জন্যে সময় পাচ্ছি না' (১১ই মে, ১৮৮৯)। সম্ভাবনাবাদীরা তৎপর আর আমাদের লোকেরা ঘুমচ্ছে — রেগে ওঠেন এঙ্গেলস। এখন এমনকি আউয়ার আর শিপেলও দাবি করছে যেন আমরা সম্ভাবনাবাদীদের কংগ্রেসে যাই। তবে তাতে 'শেষ পর্যন্ত' লিবক্লেখতের চোখ খুলেছে। বের্নস্তাইনের সঙ্গে এঙ্গেলস পুস্তিকা লেখেন (বের্নস্তাইনের স্বাক্ষরে — এঙ্গেলস তাদের অভিহিত করেন 'আমাদের পুস্তিকা') সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে।

'S.D.F.-দের বাদ দিলে সারা ইউরোপে আর একটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনও সম্ভাবনাবাদীদের পক্ষে নেই (৮ই জুন, ১৮৮৯)। সুতরাং অ-সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির দিকে পেছন ফেরা ছাড়া তাদের আর কিছু করবার নেই।' (আমাদের ব্যাপক শ্রমিক পার্টি, শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদির পক্ষপাতীদের অবগত্যার্থে!) 'আমেরিকা থেকে তাদের আসবে কেবল **শ্রমরথীর** (নাইটস অব লেবর) একটি প্রতিনিধি।' বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামে যারা ছিল প্রতিপক্ষ, এখানেও তারাই, 'শুধু এইটুকু তফাৎ যে, নৈরাজ্যবাদের পতাকার বদলে এসেছে সম্ভাবনাবাদীদের পতাকা: খুচরো সুবিধার জন্যে, প্রধানত নেতাদের শাঁসালো পদলাভের জন্যে (নগর পরিষদের, শ্রম বিনিময় ইত্যাদির সদস্যপদ) বুর্জোয়ার কাছে সেই একই রকম নীতিবিক্রয়।' ব্রুস (সম্ভাবনাবাদীদের নেতা) এবং হাইন্ডম্যান (সম্ভাবনাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া S.D.F.'এর নেতা) 'হুকুমদারী মার্কসবাদ'কে আক্রমণ করে 'নতুন আন্তর্জাতিকের কোষকেন্দ্র' গড়তে চান।

'কল্পনা করতে পারবে না জার্মানরা কী পরিমাণ বাতুল! আসল ব্যাপারটা কী, তা স্বয়ং বেবেলকে বোঝাতেও আমায় প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে' (৮ই জুন ১৮৮৯)। এবং যখন দুটি কংগ্রেসই বসল, যখন সম্ভাবনাবাদীদের (**ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদের সঙ্গে,** S.D.F.'এর সঙ্গে এবং অস্ট্রীয়দের একাংশ ইত্যাদির সঙ্গে **সম্মিলিত** সংখ্যা) ছাপিয়ে গেল বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, তখন উল্লাস করেছেন এঙ্গেলস (১৭ই জুলাই, ১৮৮৯)। লিবক্লেখত ও অন্যান্যদের আপোসমূলক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব হাসিল হয় নি দেখে তিনি আনন্দ করেছেন (২০শে জুলাই, ১৮৮৯)। 'আর আমাদের ভাবাকুল **আপোসপন্থী**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়েরা সমস্ত অমায়িকতার পুরস্কারস্বরূপ সবচেয়ে নরম জায়গাটিতেই আঘাত খাওয়ায় ভালোই হয়েছে।' 'কিছু দিনের জন্যে সম্ভবত এতে তাদের আরোগ্য লাভ ঘটবে।'

...মেরিং ঠিকই বলেছেন ('Der Sorgesche Briefwechsel') যে, মার্কস এঙ্গেলস 'প্রিয়ভাষণ' নিয়ে কম মাথা ঘামিয়েছেন: 'আঘাত দিতে বিশেষ ইতস্তত করেন নি, আবার নিজেরা আঘাত পেলেও নাকে কাঁদেন নি।' 'যদি ভেবে থাকেন,' একবার লিখেছিলেন এঙ্গেলস, 'আপনাদের পিনের খোঁচাগুলো আমার বুড়োটে, ভালোরকম খাস্তা করা মোটা চামড়া ভেদ করবে, তাহলে ভুল করেছেন' (১০৫)। আর এই যে অ-স্পর্শকাতরতা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন সেটা তাঁরা অন্যের ক্ষেত্রেও আশা করতেন—মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে লিখছেন মেরিং।

১৮৯৩ সাল। 'ফ্যাবিয়ানদের' (১০৬) ধোলাই, বের্নস্তাইনপন্থীদের সমালোচনায় যা আপনা থেকে এসে পড়ে... (ইংলণ্ডে 'ফ্যাবিয়ানদের' কাছ থেকে বের্নস্তাইন তো আর খামোকাই তাঁর সংস্কারবাদ 'গড়ে তোলেন নি')। 'এখানে লণ্ডনে ফ্যাবিয়ানরা হল একদল ভাগ্যান্বেষী, যদিও সামাজিক বিপ্লবের অনিবার্যতা বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাদের যথেষ্ট আছে; তবে শুধু মাত্র রূঢ় প্রলেতারিয়েতের হাতে এই বিরাট কাজের ভার ছেড়ে না দিয়ে তারা দয়াপরবশে তাদের নেতৃত্ব করবে, বিপ্লবভীতি হল তাদের মূল নীতি। তারা par excellence* 'বুদ্ধিজীবী'। তাদের সমাজতন্ত্র হল মিউনিসিপ্যাল সমাজতন্ত্র, উৎপাদন উপায়ের মালিক হওয়া উচিত গোটা জাতির নয়, মিউনিসিপ্যাল গোষ্ঠীর, অন্তত প্রথম দিকটায়। নিজেদের সমাজতন্ত্রটাকে তারা আঁকে বুর্জোয়া উদারনীতির চরমপন্থী হলেও অনিবার্য একটা পরিণাম হিসাবে। এই থেকেই তাদের এই রণকৌশল: প্রতিপক্ষ হিসাবে উদারনীতিকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম নয়, সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে আসার জন্যে তাদের ঠেলা দেওয়া, অর্থাৎ তাদের ধাপ্পা দেওয়া, 'সমাজতন্ত্র দিয়ে উদারীতিকে সিক্ত করা', উদারনীতিকদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী খাড়া করা নয়, উদারনীতিকদের মধ্যে তাদের গুঁজে দেওয়া, অর্থাৎ শঠতা করে তাদের চালিয়ে দেওয়া... কিন্তু তাতে যে তারা নিজেরাই ঠকে যাবে অথবা সমাজতন্ত্রকে ঠকাবে, এটা তারা, বলাই বাহুল্য, বোঝে না।

* প্রধানত। — সম্পাঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা ধরনের রদ্দী মালের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাবিয়ানরা কিছু ভালোরকম প্রচারমূলক রচনাও প্রকাশ করেছে, ইংরেজরা এ ক্ষেত্রে যা কিছু করেছে এটা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেই তারা তাদের স্বকীয় রণকৌশলে, শ্রেণী সংগ্রাম চাপা দেওয়ার রণকৌশলে ফেরে, অমনি ব্যাপার খারাপ দাঁড়ায়। শ্রেণী সংগ্রামের জন্যে তারা মার্কস এবং আমাদের সবাইকে পাগলের মতো ঘৃণা করে।

ফ্যাবিয়ানদের মধ্যে অবশ্যই অনেক বুর্জোয়া অনুগামী আছে এবং সেই জন্যে 'প্রচুর টাকাও' তাদের হাতে...' (১০৭)

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে
বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদের ক্লাসিকাল মূল্যায়ন

১৮৯৪ সাল। কৃষক সমস্যা। 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডে,' এঙ্গেলস লিখছেন ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর, 'আন্দোলন যত বিস্তারিত হচ্ছে, আরো বৃহৎ সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ছে, আর কৃষক প্রশ্নটা আক্ষরিক অর্থেই ফ্যাশন হয়ে উঠছে। লাফার্গের মুখ দিয়ে ফরাসীরা প্রথমে নান্ত-এ ঘোষণা করে যে, ক্ষুদে চাষীর ধ্বংস ত্বরান্বিত করাটা আমাদের কাজ নয়, শুধু তাই নয় — আমাদের হয়ে পুঁজিবাদই সেটা করে থাকে — ট্যাক্স, সুদখোর এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সোজাসুজি রক্ষা করাই দরকার। কিন্তু এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না, কারণ প্রথমত এটা নির্বুদ্ধিতা, দ্বিতীয়ত, অসম্ভব। এর পরেই ফ্রাঙ্কফুর্তে এগিয়ে আসছেন ফলমার, তিনি **সাধারণ ভাবে কৃষক কুলকে** উৎকোচে কিনে নিতে কৃতসংকল্প, অথচ উচ্চ ব্যাভেরিয়ায় যে কৃষক কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তারা রাইন অঞ্চলের ক্ষুদে ঋণ-জর্জরিত কৃষক নয়, মাঝারি ও স্বাবলম্বী বৃহৎ কৃষক, যারা ক্ষেত মজুর ও মজুরাণি শোষণ করে, পশুপাল ও শস্যের ব্যবসা করে। সমস্ত নীতি বিসর্জন না দিলে এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

১৮৯৪ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর: ...'ব্যাভেরিয়ানরা খুবই সুবিধাবাদী হয়ে পড়েছে, প্রায় একটা মামুলী জনপার্টিতে পরিণত হয়েছে (আমি বলছি পার্টির অধিকাংশ নেতা ও বহু নবাগতদের কথা); ব্যাভেরিয়ার বিধানসভায় তারা সমগ্র ভাবে বাজেটের পক্ষে ভোট দিয়েছে এবং বিশেষ করে ফলমার কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন ক্ষেত মজুরদের নয়, উচ্চ ব্যাভেরিয়ার বৃহৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিমালিকদের পক্ষে টানবার উদ্দেশ্যে, যারা ২৫—৮০ একর (১০—৩০ হেক্টর) জমির মালিক, অর্থাৎ মজুর না লাগিয়ে যারা আদৌ পারে না...'

এ থেকে আমরা দেখছি যে দশ বৎসরাধিক কাল ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস নিয়মিত ভাবে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন ও সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিজীবী কূপমণ্ডূকতা ও পেটি-বুর্জোয়াপনাকে আক্রমণ করেছেন। এটি একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্যাপক জনমত জানে যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে মার্কসবাদী রাজনীতি ও প্রলেতারীয় রণকৌশলের আদর্শ বলে ধরা হয়, কিন্তু জানে না সে পার্টির 'দক্ষিণ পক্ষের' (এঙ্গেলসের উক্তি অনুসারে) বিরুদ্ধে কী অবিরাম লড়াই চালাতে হয়েছিল মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের। এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে লড়াই যে গুপ্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে উঠল সেটা অকারণে নয়। সেটা হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কয়েক দশকের ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্য পরিণাম।

এবং এখন আমাদের সামনে বিশেষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে এঙ্গেলসের (এবং মার্কসের) উপদেশ, নির্দেশ, সংশোধনী, তর্জন ও গর্জনের দুটি ধারা। ইঙ্গ-মার্কিন সমাজতন্ত্রীদের তাঁরা অবিরাম ঠোক দিয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যেতে, নিজেদের সংগঠনকে থেকে সংকীর্ণ, শিলীভূত গোষ্ঠীবাদী প্রেরণা মুছে দিতে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তাঁরা অবিরাম লেগে থেকে শিখিয়েছেন: পা দিতে না কূপমণ্ডূকতায়, 'পার্লামেণ্টী নির্বুদ্ধিতায়' (১৮৭৯ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বরের পত্রে মার্কসের উক্তি), পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদে।

এটা কি বৈশিষ্ট্যসূচক নয় যে আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চণ্ডি-মণ্ডপীরা প্রথম ধারার উপদেশগুলো নিয়ে বাক্যব্যয় করেছেন অথচ দ্বিতীয় ধারার উপদেশগুলোকে নীরবে এড়িয়ে গেছেন মুখ বন্ধ করে? মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর মূল্যায়নে এই একদেশদর্শিতা কি আমাদের রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কিছুটা... 'একপেশেমির' সেরা নিদর্শন নয়?

বর্তমানে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যখন গভীর একটা উদ্বেলন ও দোলায়মানতার লক্ষণ ফুটে উঠছে, যখন সুবিধাবাদ, 'পার্লামেণ্টী নির্বুদ্ধিতা' ও কূপমণ্ডূক সংস্কারবাদের চরমপ্রান্ত থেকে দেখা দিচ্ছে বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালবাদের বিপরীত চরমপ্রান্ত — তখন ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস আনীত 'সংশোধনীর' সাধারণ ধারাটা অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করছে।

যে সব দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি **নেই,** পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধি **নেই,** নির্বাচনে অথবা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রণালীবদ্ধ, সুস্থির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পলিসি ইত্যাদি কিছু **নেই,** মার্কস ও এঙ্গেলস সে সব দেশের সমাজতন্ত্রীদের **যে কোরেই হোক** সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ ছিন্ন করে প্রলেতারিয়েতকে **রাজনৈতিক ভাবে ঝাঁকুনি দেবার** জন্যে শ্রমিক আন্দোলনে **যোগ দেবার** শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশেই প্রলেতারিয়েত ১৯ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে **প্রায় কোনো রকম** রাজনৈতিক স্বাধীনতাই দেখায় নি। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ঐতিহাসিক কর্তব্য প্রায় কিছু না থাকায় এ সব দেশের রাজনৈতিক মল্লভূমি প্রায় **পুরোপুরি** অধিকার করে আছে এক বিজয়ী, আত্মতুষ্ট বুর্জোয়া—শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত, অধঃপতিত ও উৎকোচে বশীভূত করার কৌশলে এ দুনিয়ায় অদ্বিতীয়।

ইঙ্গ-মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশে মার্কস ও এঙ্গেলসের এই উপদেশ রাশিয়ার পরিস্থিতিতে সোজাসুজি ও সরাসরি প্রযোজ্য বলে ভাবার অর্থ মার্কসবাদের **পদ্ধতির** পরিচ্ছন্নতা সাধনের জন্যে নয়, নির্দিষ্ট এক একটা দেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য **অনুধাবনের** জন্যে নয়, ছোটো ছোটো উপদলীয় বুদ্ধিজীবীসুলভ ঝাল মেটাবার জন্যে মার্কসবাদকে ব্যবহার করা।

উল্টোদিকে, যে সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে গেছে, 'পার্লামেণ্টী রূপে বিভূষিত সামরিক স্বৈরতন্ত্র' ('গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' মার্কসের উক্তি) যেখানে রাজত্ব করেছে ও করছে, প্রলেতারিয়েত যেখানে বহু আগেই রাজনীতিতে এসে গেছে ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পলিসি অনুসরণ করছে, সেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের কর্তব্য ও পরিধির পার্লামেণ্টী মামুলিত্বে, কূপমণ্ডূক অবনতিতে।

রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদের **এই** দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে, সর্বপ্রধান করে তুলে ধরতে আমরা আরো এইজন্যে বাধ্য, কারণ আমাদের বহুবিস্তৃত, 'চমৎকার' ধনসমৃদ্ধ উদারনীতিক বুর্জোয়া সংবাদপত্র সহস্র কণ্ঠে প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রতিবেশী জার্মান শ্রমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের 'আদর্শ' রাজানুগত্য, পার্লামেণ্টী আইনসঙ্গতি, নম্রতা ও নিরীহতার ঢাক পেটাচ্ছে।

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকদের এই স্বার্থগৃধ্নু মিথ্যাটা দেখা দিচ্ছে দৈবাৎ নয় এবং কাদেত শিবিরের কোনো ভূতপূর্ব বা ভবিষ্যৎ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অধঃপতনের ফলে নয়। এটা আসছে রুশ উদারনীতিক জমিদার ও উদারনীতিক বুর্জোয়াদের গভীর অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে। এবং এই মিথ্যার বিরুদ্ধে, এই 'জন বিমূঢ়নের' ('Massenverdummung' — ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলসের উক্তি) বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলী সমস্ত রুশ সমাজতন্ত্রীর কাছে হওয়া উচিত অত্যাবশ্যক হাতিয়ার।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের স্বার্থগৃধ্নু মিথ্যা জনগণের কাছে হাজির করছে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ 'নিরীহতা'। এই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতারা, মার্কসবাদের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাতারা আমাদের বলছেন:

'ফরাসীদের বৈপ্লবিক অভিযানে ফিরেক কোম্পানির (জার্মান পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা) ভণ্ডামি আরো তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে' (ফরাসী লোকসভায় শ্রমিক পার্টি গঠন ও দেকাজভিল ধর্মঘটের (১০৮) কথা বলা হচ্ছে যাতে ফরাসী র‍্যাডিক্যালরা ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে ভেঙে আসে)। 'বিগত সমাজতান্ত্রিক বিতর্কে বক্তৃতা দেন শুধু লিবক্লেখত আর বেবেল, দুজনেই বেশ সাফল্যের সঙ্গে। এই রকম বিতর্ক করতে পারলে আমরা ফের ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে পারব, যা দুঃখের বিষয় অতীতে সর্বদা ঘটে নি। সাধারণ ভাবে এটা ভালোই যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জার্মানদের নেতৃত্ব নিয়ে তর্ক উঠছে, বিশেষ করে রাইখস্টাগে এত বিপুল সংখ্যায় কূপমণ্ডূকদের পাঠানোর পর থেকে (যেটা অবশ্য অনিবার্য ছিল)। **শান্তির সময়ে জার্মানিতে সবই হয়ে দাঁড়ায় কূপমণ্ডূক,** এবং সে সময় ফরাসী প্রতিযোগিতার হুলটা **একান্তই অপরিহার্য** ...' (১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিলের চিঠি)।

প্রধানত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিকে এই শিক্ষাই দৃঢ় ভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

এ সব শিক্ষা আমরা পাচ্ছি উনিশ শতকের মহত্তম দুই ব্যক্তির পত্রাবলীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো অংশ থেকে নয় — প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কমরেডোচিত, সোজাশাপটা, কূটনীতি ও তুচ্ছ স্বার্থপরতার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা সমালোচনার সমস্ত সুর ও ব্যক্তব্য থেকে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত পত্র এ প্রেরণায় সত্যই কী পরিমাণ উদ্দীপিত তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত অংশে, যা অপেক্ষাকৃত আংশিক চরিত্রের হলেও অতিশয় বৈশিষ্ট্যসূচক।

ইংলন্ডে ১৮৮৯ সালে শুরু হয় অশিক্ষিত, অনিপুণ সাধারণ মজুরদের (গ্যাস মজুর, ডক মজুর ইত্যাদি) নবীন, তাজা, নতুন বিপ্লবী প্রেরণায় পরিপূর্ণ এক আন্দোলন। এঙ্গেলস তাতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে আন্দোলনরত মার্কসের কন্যা 'টাসির' ভূমিকায় তিনি জোর দিচ্ছেন সোৎসাহে। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি লন্ডন থেকে লিখছেন, 'এক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হল মজুরদের অস্থিমজ্জাগত একটা বুর্জোয়া 'শোভনতাবোধ'। অসংখ্য স্তরে সমাজের যে ভাগটা সবাই বিনা তর্কে মেনে নেয়, যার প্রতিটি স্তরেরই আছে নিজ নিজ 'ইজ্জৎ' এবং 'শ্রেষ্ঠতন' ও 'ঊর্ধ্বতনদের' প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধাবোধে তা আচ্ছন্ন, সেটা এতই পুরনো এবং এতই পাকা যে জনগণকে ঠকানো বুর্জোয়ার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় না। আমি যেমন মোটেই এ কথা অবিশ্বাস করি না যে জন বার্নস (Burns) স্বশ্রেণীর মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তার চেয়ে কার্ডিনাল ম্যানিং, লর্ড মেয়র এবং সাধারণ ভাবে বুর্জোয়াদের কাছে তার জনপ্রিয়তার জন্যেই মনে মনে বেশি গর্বিত। এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটন্যাণ্ট চ্যাম্পিয়ন (Champion) বহু বছর আগেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে রক্ষণশীল লোকেদের সঙ্গে কী একটা যোগসাজশ করে ও গির্জার যাজকদের কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের প্রচারাদি চালায়। এমনকি যে টম ম্যানকে (Mann) আমি ভাবি ওদের ভেতরকার সেরা, সেও কীভাবে লর্ড মেয়রের সঙ্গে খানা খাবে তার গল্প করতেই ভালোবাসে। কেবল ফরাসীদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় এদিক থেকে বিপ্লবের প্রভাব কতটা হিতকর।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। ১৮৯১ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। এঙ্গেলস এ নিয়ে বেবেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেন এবং দুজনেই একমত হন যে, রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করলে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উচিত রুশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা রুশীদের যে কোনো সহযোগীর সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়া। 'জার্মানি চূর্ণ হলে আমরাও সেই সঙ্গে চূর্ণ হব। ঘটনা অনুকূল মোড় নিলে সংগ্রাম এতই নির্মম হয়ে উঠবে যে জার্মানি টিকে থাকতে পারবে কেবল বৈপ্লবিক ব্যবস্থা নিয়ে, তাতে করে আমরা খুবই সম্ভব সরকারের হাল ধরতে বাধ্য হব ও মঞ্চস্থ করব ১৭৯৩ সাল।' (১৮৯১ সালের ২৪শে অক্টোবরের চিঠি।)

এটা সেই সব সুবিধাবাদীদের অবগত্যর্থে, যারা ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিক পার্টির পক্ষে 'জ্যাকোবিন' পরিপ্রেক্ষিতের অ-সোশ্যাল-ডেমোক্রাটত্ব নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চেঁচিয়েছিল! সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের যে সাময়িক সরকারে অংশ নিতে হবে এ সম্ভাবনার কথা এঙ্গেলস সোজাসুজি বলেছেন বেবেলকে।

খুবই স্বাভাবিক যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে এই রূপ মত পোষণ করায় মার্কস ও এঙ্গেলস রুশ বিপ্লবে এবং তার প্রবল বিশ্ব তাৎপর্যে সোল্লাস আস্থা রেখেছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে রুশ বিপ্লবের জন্যে এই সাবেগ প্রতীক্ষা আমরা দেখতে পাই বর্তমান পত্রাবলীতে।

যেমন ১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে মার্কসের পত্র। প্রাচ্য সংকটে (১০৯) মার্কস আহ্লাদ বোধ করছেন। 'রাশিয়া বহুদিন থেকেই বড়ো বড়ো ওলটপালটের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই পেকে উঠেছে। বিস্ফোরণটা বছর বছর ত্বরান্বিত হয়ে গেছে বাহাদুর তুর্কীদের হানা আঘাতে... ওলটপালট শুরু হবে secundum artem ('সে বিদ্যার সমস্ত নিয়ম মেনে') **সংবিধানের কিছুটা খেলা খেলে,** হল্লা দাঁড়াবে চমৎকার (il y aura un beau tapage)। এবং প্রকৃতি মাতার আশীর্বাদ থাকলে সে সমারোহ আমরা দেখে যাব।' (মার্কসের তখন ৫৯ বছর বয়স।)

'সে সমারোহ' পর্যন্ত প্রকৃতি মাতা মার্কসের আয়ু দেন নি, বলতে কি, দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'সংবিধানের খেলাটা' তিনি **ভবিষ্যদাণী করেছিলেন** এবং তাঁর কথাটা মনে হয় যেন প্রথম ও দ্বিতীয় রুশ দুমা (১১০) নিয়ে ঠিক গত কালের লেখা। আর বয়কট কৌশলের যে 'জীবন্ত প্রেরণাটা' উদারনীতিক ও সুবিধাবাদীদের কাছে অত ঘৃণার্হ, তা তো ওই 'সংবিধানের খেলা' সম্পর্কেই জনগণকে হুঁশিয়ার করা...

যেমন ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বরে মার্কসের পত্র। রাশিয়ায় 'পুঁজি' গ্রন্থের সাফল্যে তিনি আনন্দ বোধ করছেন ও সদ্য গঠিত চের্নোপেরেদেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুপের (১১১) বিরুদ্ধে নারোদনায়া ভলিয়ার (১১২) পক্ষ নিচ্ছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলো মার্কস সঠিক ভাবেই ধরেছেন এবং চের্নোপেরেদেল-নারোদনিকদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা না জানায় ও জানার সম্ভাবনা না থাকায় মার্কস চের্নোপেরেদেলদের আক্রমণ করছেন তাঁর জ্বালাময় শ্লেষের সমস্ত জোর দিয়ে:

'এই ভদ্রলোকরা সমস্ত রকম রাজনৈতিক বিপ্লবী অভিযানেরই বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে, রাশিয়াকে সোজাসুজি লাফ দিতে হবে নৈরাজ্যবাদী-কমিউনিস্ট-নিরীশ্বর এক সত্যযুগে। অথচ সে লাফটার আয়োজন তাঁরা করছেন অতি একঘেয়ে এক মতবাগীশি মারফত। তাঁদের মতবাদের তথাকথিত নীতিটা নেওয়া হয়েছে লোকান্তরিত বাকুনিনের কাছ থেকে।' (১১৩)

এ থেকে বোঝা যায় রাশিয়ায় ১৯০৫ ও পরের বছরগুলিতে **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের** 'রাজনৈতিক বৈপ্লবিক অভিযানের' গুরুত্বে মার্কস কী মূল্য দিতেন।*

যেমন ১৮৮৭ সালের ৬ই এপ্রিলে এঙ্গেলসের চিঠি: 'অন্য দিকে মনে হচ্ছে রাশিয়ায় সংকট আসন্ন। ইদানীংকার হত্যাপ্রচেষ্টাগুলোয় ভয়ানক গণ্ডগোল বেধে গেছে...' ১৮৮৭ সালের ৯ই এপ্রিলের চিঠিতেও একই কথা... 'অসন্তুষ্ট, ষড়যন্ত্রকারী অফিসারে ফৌজ পরিপূর্ণ' (এঙ্গেলস সে সময় নারোদনায়া ভলিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামে মুগ্ধ, ভরসা রেখেছেন অফিসারদের ওপর, ১৮ বছর পরে রুশ সৈন্য ও নাবিকরা যে বৈপ্লবিকতা অমন চমৎকার প্রকাশ করে, সেটা তখনও তিনি দেখতে পান নি...)। '...মনে হয় না বর্তমান অবস্থাটা আরো একবছর চলবে। আর রাশিয়ায় যখন বিপ্লব জ্বলে উঠবে ('losgeht') তখন হুররে!'

১৮৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিলের পত্র: 'জার্মানিতে চলেছে নিগ্রহের পর নিগ্রহ (সমাজতন্ত্রীদের)। বিসমার্ক মনে হয় তৈরি হতে চাইছেন যাতে রাশিয়ায় যে বিপ্লবটা কয়েক মাসের প্রশ্ন সেটা জ্বলে উঠলেই জার্মানি

---

* প্রসঙ্গত, স্মৃতি যদি আমায় প্রতারণা না করে থাকে, তাহলে মনে হয় প্লেখানভ বা ভ. ই. জাসুলিচ ১৯০০—১৯০৩ সালে আমায় বলেছিলেন 'আমাদের মতভেদ' ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে প্লেখানভের কাছে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠি আছে। সঠিক জানতে পারলে ভালো হত তেমন চিঠি সত্যিই ছিল কি, এখনো তা আস্ত আছে কি এবং তা প্রকাশ করার সময় হয় নি কি? (১১৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিলম্বে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে' ('losgeschlagen werden')।

কয়েক মাসটা দেখা গেল অতি অতি দীর্ঘ। সন্দেহ নেই যে এমন কূপমণ্ডূক দেখা দেবেন যাঁরা ভুরু কুঁচকে চোয়াল বেঁকিয়ে এঙ্গেলসের 'বিপ্লবিয়ানার' তীব্র সমালোচনা চালাবেন অথবা বৃদ্ধ দেশান্তরী বিপ্লবীর পুরনো ইউটোপিয়া নিয়ে মুরুব্বির সুরে হাসাহাসি করবেন।

হাঁ, বিপ্লবের নৈকট্য নির্ধারণে ও বিপ্লবের বিজয়াস্থায় (যেমন ১৮৪৮ সালের জার্মানিতে), জার্মান 'প্রজাতন্ত্র' যে সন্নিকট এই বিশ্বাসে ('প্রজাতন্ত্রের জন্যে মৃত্যু,' সে যুগটা সম্বন্ধে এঙ্গেলস লিখেছিলেন ১৮৪৮—১৮৪৯ সালে বাদশাহী সংবিধানের জন্যে সামরিক অভিযানের (১১৫) অংশী হিসাবে নিজের মনোভাবের কথা স্মরণ করে) মার্কস ও এঙ্গেলস অনেক ভুল করেছেন ও বার বার ভুল করেছেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা ভুল করেছিলেন যখন দক্ষিণ 'ফ্রান্সকে উত্থিত করার জন্যে' ব্যাপৃত থাকেন, 'যার জন্যে তাঁরা (বেক্কের 'আমরা' কথাটা লিখেছেন নিজেকে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উদ্দেশে: ১৮৭১ সালের ২১শে জুলাইয়ের ১৪ নং চিঠি) মানুষের সাধ্যায়ত্ত সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন ও ঝুঁকি নিয়েছিলেন...' ঐ একই চিঠিতে: 'মার্চ ও এপ্রিলে আমাদের হাতে কিছু ত্রিশ টাকা থাকলে গোটা দক্ষিণ ফ্রান্সকে আমরা উত্থিত করে প্যারিস কমিউনকে বাঁচাতে পারতাম' (পৃঃ ২৯)। কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তার যে মহাকায়রা তুচ্ছ, মামুলী, পাই-পয়সা কর্তব্যের ঊর্ধ্বে তুলছিলেন ও তুলেছেন সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতকে, তাঁদের এ ভুল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অসারতা নিয়ে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিষ্ফলতা নিয়ে, প্রতিবিপ্লবী 'সংবিধানী' প্রলাপের মাধুর্য নিয়ে তান ধরা, চিৎকার করা, ডাক দেওয়া ও ঘোষণা জানানো দফতর-বাসী উদারনীতির ছেঁদো বিজ্ঞতার চেয়ে হাজার গুণ মহান, মহিমময়, **ইতিহাসের কাছে মূল্যবান ও সত্য**...

ভুলভ্রান্তিতে ভরা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ মারফত রুশ শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের মুক্তি জয় করবে ও সামনে ঠেলা দেবে ইউরোপকে — নিজেদের বৈপ্লবিক নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তিহীনতা নিয়ে গুমর করুক গে ইতরেরা।

ন. লেনিন

৬ই এপ্রিল, ১৯০৭ ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২৯—২৪৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদ এবং শোধনবাদ

একটা সুপরিচিত প্রবাদ আছে যে, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলি লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করলে সেগুলিকেও খণ্ডন করা হত নিশ্চয়ই। প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক যে সব তত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেগুলি চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষিপ্ত বিরোধিতা জাগিয়েছিল এবং এখনও জাগায়। কাজেই, মার্কসের যে মতবাদ আধুনিক সমাজের অগ্রণী শ্রেণীকে শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সরাসরি নিযুক্ত, সে শ্রেণীর কর্তব্য নির্দেশ করে এবং (অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে) বর্তমান ব্যবস্থার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করে, তাকে যে জীবনপথের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে লড়তে হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিত্তবান শ্রেণীগুলির উদীয়মান বংশধরদের বিমূঢ় করার জন্যে এবং আভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের 'তালিম' দেবার জন্যে সরকারী ভাবে সরকারী অধ্যাপকদের দ্বারা-শেখানো বুর্জোয়া বিজ্ঞান আর দর্শনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। মার্কসবাদকে খণ্ডন এবং খতম করা হয়ে গেছে, এই কথা বলে দিয়ে এই বিজ্ঞান মার্কসবাদের নাম শুনতেও নারাজ। যে নবীন পণ্ডিতরা সমাজতন্ত্র খণ্ডন করে নিজেদের পদ-প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলছেন এবং যে অথর্ব প্রবীণরা সর্বপ্রকারের সেকেলে 'তন্ত্রের' ঐতিহ্য সংরক্ষিত করছেন, তাঁরা উভয়েই সমান উৎসাহ নিয়ে মার্কসের উপর আক্রমণ চালান। মার্কসবাদের প্রগতির ফলে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তার ধ্যানধারণাগুলির প্রচার ও সংহতির ফলে অনিবার্য ভাবেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই সব বুর্জোয়া আক্রমণ আসছে আরো ঘনঘন এবং তার প্রখরতাও বাড়ছে; আর মার্কসবাদ যতই সরকারী বিজ্ঞানের দ্বারা 'খতম' হচ্ছে ততই তা আরো শক্তিশালী, আরো পোক্ত এবং আরো প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রধানত প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যেও মার্কসবাদ মোটেই তৎক্ষণাৎ নিজ প্রতিষ্ঠা সংহত করে নি। অস্তিত্বের প্রথম অর্ধশতকে (১৯শ শতকের চল্লিশের বছরগুলি থেকে) মার্কসবাদ তার প্রতি মূলগত ভাবে বৈরিভাবাপন্ন তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস চরমপন্থী 'নবীন হেগেলবাদীদের' সঙ্গে মোকাবিলা করেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দার্শনিক ভাববাদ। পঞ্চম দশকের শেষে অর্থনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে, প্রুধোঁপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৮৪৮ সালের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বছরে যে সব পার্টি আর মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেগুলির সমালোচনার ভিতর দিয়ে ষষ্ঠ দশকে এ সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। সপ্তম দশকে সংগ্রাম সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে সরে আসে প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ একটা ক্ষেত্রে: আন্তর্জাতিক থেকে বাকুনিনবাদের বিতাড়ন। অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে অল্প কিছু কালের জন্যে জার্মানির রঙ্গমঞ্চ অধিকার করেন প্রুধোঁবাদী ম্যুলবের্গার এবং অষ্টম দশকের শেষ দিকে পজিটিভিস্ট দ্যুরিং। তবে তখনই প্রলেতারিয়েতের ওপর উভয়ের প্রভাব ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মার্কসবাদ তখনই শ্রমিক আন্দোলনের অন্য সমস্ত মতাদর্শের উপর প্রশ্নাতীত জয় অর্জন করছে।

৯০-এর দশক নাগাদ এই জয় মোটের ওপর সমাপ্ত হয়ে যায়। লাতিন দেশগুলিতে, যেখানে প্রুধোঁবাদের ঐতিহ্য সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল — এমনকি সেখানেও শ্রমিক পার্টিগুলি তাদের কর্মসূচী এবং রণকৌশল কার্যত রচনা করল মার্কসবাদী বনিয়াদের ওপরই। কিছু কাল অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেস রূপে শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবিত আন্তর্জাতিক সংগঠন গোড়া থেকেই এবং প্রায় বিনা সংগ্রামেই মূলত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মার্কসবাদ তার বিরোধী কমবেশি সুসম্পূর্ণ সবকটি তত্ত্বকে স্থানচ্যুত করার পর ঐ সব তত্ত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত ঝোঁক আত্মপ্রকাশের অন্য পথ খুঁজতে লাগল। সংগ্রামের রূপ ও উপলক্ষগুলি বদলে গেল, কিন্তু সংগ্রাম চলতেই থাকল। আর মার্কসবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় অর্ধশতাব্দী শুরু হল (১৮৯০ সালের পরবর্তী দশকে) মার্কসবাদের ভিতরেই, মার্কসবাদের বিরোধী একটি ঝোঁকের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এককালের গোঁড়া মার্কসবাদী বের্নস্তাইনের নামে এই ঝোঁকের নামকরণ হল, কারণ তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন সব থেকে সোরগোল তুলে এবং মার্কসকে শোধরাবার, মার্কসকে পুনর্বিচারের, শোধনবাদের সব থেকে সুসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়ে। এমনকি রাশিয়াতে — দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার ফলে এবং ভূমিদাসপ্রথার বিভিন্ন জেরগুলির চাপে পিষ্ট কৃষক সংখ্যাধিক্যের দরুণ যেখানে অ-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র স্বভাবতই সবচেয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ টিকে থাকে — এমনকি সেখানেও আমাদের চোখের সামনে ঐ অ-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র স্পষ্টতই সোজা শোধনবাদে পরিণত হচ্ছে। জমিবিষয়ক প্রশ্নে (সমস্ত জমির পৌরায়ত্তকরণ) এবং কর্মসূচী আর রণকৌশলের সাধারণ প্রশ্নাবলীতে আমাদের শোস্যাল-নারোদনিকরা তাদের যে প্রাচীন তন্ত্রটা ছিল তার নিজের দিক থেকে অখণ্ড ও মার্কসবাদের আমূল বিরোধী, তার মুমূর্ষু আর অচল জেরগুলির জায়গায় ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় স্থান দিচ্ছে মার্কসের উপরে বিভিন্ন 'সংশোধনী'।

প্রাক-মার্কসীয় সমাজতন্ত্র পরাস্ত হয়েছে। তার সমাজতন্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নয় — মার্কসবাদের সাধারণ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, শোধনবাদ হিসাবেই। এবার তাহলে শোধনবাদের মতাদর্শগত সারবস্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদ বুর্জোয়া অধ্যাপকীয় 'বিজ্ঞানের' পেছু পেছু চলে। অধ্যাপকগণ 'কাণ্টে ফিরে' গিয়েছিলেন আর শোধনবাদ চলল নয়া-কাণ্টবাদীদের (১১৬) পিছনে পা টেনে টেনে। দার্শনিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যাজকেরা হাজারবার যে সব মামুলি বুলি উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন ঐ অধ্যাপকেরা আর শোধনবাদীরাও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে (সর্বাধুনিক 'সারগ্রন্থের' অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে) বিড়বিড় করে বললেন, বস্তুবাদ তো 'খণ্ডিত' হয়ে গেছে অনেক আগেই; অধ্যাপকগণ হেগেলকে একটা 'মরা কুকুরের' (১১৭) মতো উপেক্ষা করতেন আর নিজেরা প্রচার করতেন ভাববাদ, যদিও সেটা হেগেলের ভাববাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি তুচ্ছ এবং বাজে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করে দ্বান্দ্বিকতার প্রতি আর 'চতুর' (আর বৈপ্লবিক) দ্বান্দ্বিকতার স্থানে 'সরল' (আর প্রশান্ত) বিবর্তন বসিয়ে শোধনবাদীরা ঐ অধ্যাপকদের পিছনে পিছনে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানের দার্শনিক অতিসরলীকরণের পাঁকে; প্রভাবশালী মধ্যযুগীয় 'দর্শনের'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের) সঙ্গে নিজেদের ভাববাদী আর 'সমালোচনামূলক' উভয় পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে ঐ অধ্যাপকরা তাঁদের সরকারী বেতন উপার্জন করতেন — আর আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়, অগ্রণী শ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে ধর্মকে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' করবার চেষ্টা করে শোধনবাদীরা পেঁছলেন ঐ অধ্যাপকদের কাছাকাছি।

মার্কসের ওপর ঐ ধরণের বিভিন্ন 'সংশোধনীর' শ্রেণীগত অর্থ কী তা বিবৃত করার দরকার নেই, সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান। কেবল উল্লেখ করে রাখি যে, আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে একমাত্র যে মার্কসবাদী সঙ্গতিপূর্ণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শোধনবাদীদের অবিশ্বাস্য মামুলি বুলিগুলির সমালোচনা করেন তিনি হলেন প্লেখানভ। সেটা আরো বেশি গুরুত্বসহকারে জোর দিয়ে বলা চাই, তার কারণ প্লেখানভের রণকৌশলগত সুবিধাবাদের সমালোচনার ছদ্মবেশে পুরানো, প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক আবর্জনার চোরাই আমদানীর অতি ভ্রান্ত চেষ্টা চলছে বর্তমানে।*

অর্থশাস্ত্রে এসে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই ক্ষেত্রে শোধনবাদীদের 'সংশোধনীগুলি' হচ্ছে বেশি পূর্ণাঙ্গ এবং বহুমুখী; 'অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য' দিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, বৃহদায়তন উৎপাদন কেন্দ্রীভবন এবং তৎকর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উচ্ছেদসাধন কৃষিক্ষেত্রে আদৌ ঘটে না, আর বাণিজ্য এবং শিল্পে সেটা চলে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। বলা হল যে, সংকট এখন আরো বিরল এবং ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কার্টেল আর ট্রাস্টগুলি থাকায় সম্ভবত পুঁজি সম্পূর্ণরূপেই সংকট বিলুপ্ত করতে সমর্থ হবে। বলা হল যে, শ্রেণী বিরোধগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং কম তীব্র হবার ঝোঁকের দরুন

---

* বগদানভ, বাজারভ প্রভৃতির 'মার্কসবাদের দর্শন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা' দ্রষ্টব্য। ঐ বই নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। বর্তমানে আমাকে শুধু একথা বলে শেষ করতে হচ্ছে যে, খুবই নিকট ভবিষ্যতে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে বা একটা পৃথক পুস্তিকায় প্রমাণ করব যে, আমার লেখায় নয়া-কাণ্টবাদী শোধনবাদীদের সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি তার **সবটাই** মূলত 'নতুন' এই নয়া-হিউমবাদী এবং নয়া-বার্কলিবাদী শোধনবাদীদের পক্ষেও প্রযোজ্য (১১৮)। (রচনাবলী, ৫ম রুশ সংস্করণ, ১৮শ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদ যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই 'বিপর্যয়ের তত্ত্বটা' যথার্থ নয়। সব শেষে এও বলা হল যে বেম-বাভের্ক অনুসারে মার্কসের মূল্য-তত্ত্বটিকেও সংশোধন করা অসমীচীন হবে না।

এ সব প্রশ্নে শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত চিন্তার যে পুনরুজ্জীবন ঘটল তা কুড়ি বছর আগে দ্যুরিঙের সঙ্গে এঙ্গেলসের বির্তকের ফলে যেমনটি হয়েছিল তেমনিই ফলপ্রসূ হল। বিভিন্ন তথ্য আর সংখ্যার সাহায্যে শোধনবাদীদের যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করা হল। প্রমাণ করা হল যে, শোধনবাদীরা ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের একটা মনোহর চিত্র আঁকছেন। কেবল শিল্পক্ষেত্রেই নয়, কৃষিক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপর বৃহদায়তন **উৎপাদনের** টেকনিক্যাল আর ব্যবসায়িক শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন অখণ্ডনীয় তথ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। তবে, কৃষিক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন অনেক কম উন্নত, আর, কৃষিক্ষেত্রের যে বিশেষ শাখাগুলি (কখনো কখনো এমনকি কর্মপ্রক্রিয়াগুলি) থেকে বোঝা যায় যে, কৃষি ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বিশ্ব অর্থনীতির **বিনিময়-প্রক্রিয়ার** মধ্যে গিয়ে পড়ছে, সেগুলিকে বেছে বের করতে আধুনিক পরিসংখ্যানবিদ আর অর্থনীতিবিদেরা সাধারণত তেমন পটু নন। আহার্যের মানের নিরন্তর অবনতি, দীর্ঘস্থায়ী অনশন, দৈনিক কাজের সময় বৃদ্ধি, গবাদি পশুর উৎকর্ষ আর যত্ন-পরিচর্যার অবনতির মাধ্যমে, এক কথায়, ঠিক যে পদ্ধতিগুলি দিয়ে হস্তশিল্পের উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিরুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল, ঠিক সেগুলির দ্বারাই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংসস্তূপের ওপর নিজেকে টিকিয়ে রাখে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিটি অগ্রগতি অনিবার্য ভাবে এবং নির্মম ভাবে পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে; সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রের কর্তব্য হল এই প্রক্রিয়াটির প্রায়শই দুর্বোধ্য এবং জটিল সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছে এইটে দেখানো যে, পুঁজিবাদের অধীনে তাদের অবস্থান বজায় রাখা অসম্ভব, পুঁজিবাদের অধীনে কৃষকের খামারের চেষ্টা বৃথা এবং কৃষকের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করাই প্রয়োজন। এই প্রশ্নে একদেশদর্শী ভাবে এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে নির্বাচিত তথ্যের ভিত্তিতে ভাসাভাসা সামান্যকরণে গিয়ে শোধনবাদীরা বৈজ্ঞানিক অর্থে পাপ করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে এই যে, কৃষককে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত না করে তাঁরা অনিবার্য ভাবেই মালিকের মনোভাব (অর্থাৎ বুর্জোয়াদের মনোভাব) অবলম্বন করতেই বলছেন, কিংবা তাদের সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন — তাঁরা সেটা চান বা নাই চান।

সংকটের তত্ত্ব এবং বিপর্যয়ের তত্ত্বের ব্যাপারে শোধনবাদীদের অবস্থানটা আরো খারাপ। কয়েকটা বছরের জন্যে শিল্পক্ষেত্রে তেজীভাব আর সমৃদ্ধির প্রভাবে পড়ে লোকে, তাও কেবল অতি অদূরদর্শীরাই, মাত্র স্বল্পকালের জন্যেই মার্কসের তত্ত্বের বনিয়াদগুলিকে পুনর্গঠিত করার কথা ভাবতে পেরেছিল। বাস্তবতা অচিরেই শোধনবাদীদের কাছে স্পষ্ট করে দিল যে, সংকট অতীতের বস্তু নয়: সমৃদ্ধির পরে আসে সংকট। নির্দিষ্ট কোন কোন সংকটের রূপ, পরম্পরা এবং চিত্র বদলেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংকট থেকেই গেছে। কার্টেল এবং ট্রাস্টগুলি উৎপাদন একত্রিত করবার সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান রূপেই উৎপাদনের অরাজকতা, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা এবং মূলধনের উৎপীড়ন তীব্রতর করেছে এবং তার ফলে শ্রেণীবিরোধগুলিকে অভূতপূর্ব মাত্রায় তীব্রতর করে তুলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সংকট এবং সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন, এই উভয় পথেই পুঁজিবাদ যে ধ্বংসের দিকে চলেছে, সেটা নতুন অতিকায় ট্রাস্টগুলিকে দিয়েই বিশেষ ভাবে এবং বিশেষ ব্যাপক আকারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমেরিকায় সাম্প্রতিক আর্থিক সংকট এবং ইউরোপের সর্বত্র বেকারির ভয়াবহ বৃদ্ধি — বহু লক্ষণ থেকে শিল্পক্ষেত্রে আসন্ন সংকটের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার কথা তো ছেড়েই দিলাম, — এ সবের ফলে, সবাই, তার মধ্যে স্পষ্টতই শোধনবাদীদেরও অনেকে, শোধনবাদীদের হালের 'তত্ত্বগুলির' কথা ভুলে গেছে। তবে, বুদ্ধিজীবীদের এই অস্থির অবস্থা শ্রমিক শ্রেণীকে যে সব শিক্ষা দিল সেগুলি কিছুতেই ভোলা চলবে না।

মূল্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা দরকার যে, বেম-বার্ভেকের ছাঁদে অতি অস্পষ্ট কিছু কিছু আভাস আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া একেবারে আর কোন অবদানই শোধনবাদীদের নেই, কাজেই কোন চিহ্নই তারা রেখে যায় নি বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শোধনবাদ বাস্তবিকই মার্কসবাদের বনিয়াদটিকে, শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটিকে পুনর্বিচারের চেষ্টা করেছিল। আমাদের শোনানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তি অপসারিত করে দেয় এবং শ্রমজীবী মানুষের কোন দেশ নেই, এই মর্মে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের' যে পুরনো বক্তব্য রয়েছে, সেটাকে ভুয়া প্রতিপন্ন করে। কারণ, তাঁরা বলতেন, যেহেতু গণতন্ত্রে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা' প্রাধান্য পায়, তাই রাষ্ট্রকে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র মনে করাও যায় না, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সোশ্যাল-সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীও প্রত্যাখ্যান করা চলে না।

এটা তর্কাতীত যে, শোধনবাদীদের এই যুক্তিগুলি মিলে একটি সুসঙ্গত মতবাদ দাঁড়াচ্ছে — সেটা হল পুরানো এবং সুবিদিত উদারপন্থী-বুর্জোয়া মতামত। উদারপন্থীরা বরাবর বলেছেন যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী প্রথা শ্রেণীগুলিকে এবং শ্রেণী বিভাগগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, কেননা নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের ভোটের অধিকার এবং দেশের সরকারে যোগদানের অধিকার আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের গোটা ইতিহাস এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশ বিপ্লবের গোটা ইতিহাস স্পষ্ট ভাবেই দেখায় যে, এই রকমের মতামত কত উদ্ভট। 'গণতান্ত্রিক' পুঁজিবাদের স্বাধীনতার আমলে অর্থনৈতিক পার্থক্যগুলির উপশম না হয়ে সেগুলির গভীরতা আর তীব্রতা বরং বাড়ে। শ্রেণীগত নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলিরও সহজাত প্রকৃতিটাকে পার্লামেণ্টারী প্রথা বিলুপ্ত না করে নগ্ন করে দেয়। জনসংখ্যার যে অংশ আগে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের তুলনায় অপরিমেয় ভাবে বিস্তৃততর অংশকে শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সহায়ক হয়ে পার্লামেণ্টারী প্রথা বিভিন্ন সংকট এবং রাজনৈতিক বিপ্লবকে বিলুপ্ত করবার দিকে যায় না, বরং এই রকমের বিপ্লবের সময় গৃহযুদ্ধকে চরম মাত্রায় তীব্র করে তুলবার দিকেই যায়। কীরকম অনিবার্য ভাবেই এই তীব্রতাবৃদ্ধি ঘটে, তা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে ১৮৭১ সালের বসন্তকালে প্যারিসের এবং ১৯০৫ সালের শীতকালে রাশিয়ার ঘটনাবলী। প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ফরাসী বুর্জোয়ারা এক মুহূর্তও ইতস্তত না করেই সমগ্র জাতির শত্রুর সঙ্গে, যে বৈদেশিক ফৌজ তাদের দেশের সর্বনাশ করেছিল তার সঙ্গে রফা করেছিল। পার্লামেণ্টারী প্রথা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে অবশ্যম্ভাবী আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতার ফলে গণপরিসরে হিংসাত্মক পন্থায় বিতর্কের মীমাংসা ঘটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের চেয়ে তীক্ষ্নতর ভাবে সেটা যিনি বোঝেন না, তিনি সেই পার্লামেণ্টারী প্রথার ভিত্তিতে কখনো এমন নীতিগত প্রচার ও আন্দোলন চালাতে পারবে না, যাতে সেরূপ 'বিতর্কে' বিজয়ী অংশগ্রহণের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক অংশ সত্যই প্রস্তুত হয়। পশ্চিমে সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী উদারপন্থীদের সঙ্গে এবং রুশ বিপ্লবে উদারপন্থী সংস্কারবাদীদের (কাদেতগণ) সঙ্গে বিভিন্ন মৈত্রী চুক্তি আর জোটবন্ধনের অভিজ্ঞতা প্রত্যয়জনক ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, যাদের লড়াই করবার ক্ষমতা সামান্য, যারা সবচেয়ে বেশি দোদুল্যমান আর বিশ্বাসঘাতক তাদের সঙ্গে সংগ্রামীদের সংযুক্ত করে এ সব চুক্তি জনগণের চেতনাকে কেবল ভোঁতাই করে দেয়, জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য না বাড়িয়ে বরং কমিয়েই দেয়। ব্যাপক এবং বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় পরিসরে শোধনবাদী রাজনৈতিক কর্মকৌশল প্রয়োগের বৃহত্তম পরীক্ষা হল ফ্রান্সে মিলেরাঁবাদ (১১৯); তাতে কার্যক্ষেত্রে শোধনবাদের যে মূল্যায়ন পাওয়া গেছে সেটা সারা পৃথিবীর প্রলেতারিয়েত কখনও ভুলবে না।

শোধনবাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারার একটা স্বাভাবিক পরিপূরক হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি তার মনোভাব। 'আন্দোলনটাই সব, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছুই নয়' — বের্নস্তাইনের এই বাঁধাবুলিটিতে অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধের চেয়েও ভাল ভাবেই শোধনবাদের মর্ম প্রকাশিত হয়েছে। উপলক্ষে উপলক্ষে নিজের আচরণ বদলানো, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সঙ্গে এবং সংকীর্ণ রাজনীতির ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো, প্রলেতারিয়েতের মূল স্বার্থগুলি এবং সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, সমস্ত পুঁজিবাদী বিবর্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্মৃত হওয়া, ক্ষণিকের বাস্তবিক কিংবা কল্পিত সুবিধার খাতিরে মূল স্বার্থ বলি দেওয়া — এইই হল শোধনবাদের কর্মনীতিই। এই নীতির চরিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটি অসংখ্য রূপধারণ করতে পারে এবং অল্প-বিস্তর 'নতুন' যে কোন প্রশ্ন উঠলে, ঘটনার গতি অল্প-বিস্তর অপ্রত্যাশিত ও অদৃষ্টপূর্ব খাতে ঘুরলে — তাতে বিকাশের মূল ধারা শুধু আকিঞ্চিৎকর মাত্রায় এবং স্বল্পতম সময়ের জন্যে বদলালেও -- তার থেকে কোন না কোন রকমের শোধনবাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক সমাজের শ্রেণীগত শিকড় থেকেই শোধনবাদের অবশ্যম্ভাবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারিত হয়। শোধনবাদ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার। জার্মানিতে গোঁড়া আর বের্নস্তাইনপন্থীদের মধ্যে, ফ্রান্সে গেদপন্থী আর জোরেসপন্থীদের (১২০) (আর এখন বিশেষভাবে ব্রুসপন্থীদের) (১২১) মধ্যে, ইংলন্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন (১২২) আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টির (১২৩), বেলজিয়মে ব্রুকের আর ভান্দের্ভেল্দে'র মধ্যে, ইতালিতে ইন্টেগ্রালিস্ট (১২৪) আর সংস্কারবাদীদের মধ্যে, রাশিয়া বলশেভিক আর মেনশেভিকদের (১২৫) মধ্যে সম্পর্কটা ঐসব দেশের বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় পরিস্থিতির আর ঐতিহাসিক উপাদানের বিপুল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বত্র যে মূলত একই রকমের তাতে যে কোন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ওয়াকিবহাল সমাজতন্ত্রীর লেশমাত্র সন্দেহও থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ 'বিভাগটা' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে **একই** ধারাতে চলছে; ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে একই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ভিতরে বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধারার যে লড়াই চলত তার তুলনায় এটি প্রচন্ড অগ্রগতিরই সাক্ষ্য দেয়। তেমনি, লাতিন দেশগুলিতে যে 'বাম দিক থেকে শোধনবাদ' 'বৈপ্লবিক সিন্ডিক্যালিজম' (১২৬) রূপে গড়ে উঠেছে, তাও মার্কসবাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াচ্ছে তাকে 'সংশোধন' করে। ইতালিতে লাব্রিওলা এবং ফ্রান্সে লাগার্দেল ভুল ভাবে বোঝা মার্কসের থেকে ঘনঘন আর্জি জানাচ্ছেন ঠিক ভাবে বোঝা মার্কসের কাছে।

এই শোধনবাদ, এখনও পর্যন্ত যা সুবিধাবাদী শোধনবাদের মতো বেড়ে ওঠে নি, তার মতাদর্শগত সারবস্তুর আলোচনায় এখানে কালক্ষেপ করা চলে না, এ শোধনবাদ এখনও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে নি, এখনও কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে বাস্তব কোন বড়রকমের লড়াইয়ের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয় নি। কাজেই, উপরে-বিবৃত সেই 'দক্ষিণ তরফের শোধনবাদের' কথায় আমরা সীমাবদ্ধ রাখছি নিজেদের।

পুঁজিবাদী সমাজে শোধনবাদের অবশ্যম্ভাবিতা কোথায় নিহিত? বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে পার্থক্যের চেয়েও এটা বেশি গভীর কেন? তার কারণ, প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েতের পাশাপাশি সর্বদাই থাকে পেটি বুর্জোয়া, ক্ষুদ্র মালিকদের একটা বিস্তৃত স্তর। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন থেকেই পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং নিরন্তর হচ্ছে। পুঁজিবাদ বারবার অনিবার্য ভাবেই নতুন কতকগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মধ্যবর্তী স্তরের' উদ্ভব ঘটায় (কারখানার বিভিন্ন লেজুড়, বাড়িতে থেকে কাজ, বাইসাইকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাদি বৃহদায়তন শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্যে দেশের সর্বত্র ছড়ানো ছোটছোট কারখানাগুলি)। নতুন নতুন এই ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা আবার সমান অনিবার্য ভাবেই প্রলেতারিয়েতের সারিতে গিয়ে পড়ে। ব্যাপক শ্রমিক পার্টিসমূহের সদস্যদের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি যে বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রলেতারীয় বিপ্লবের পালাবদল অবধি এটা হবার কথা এবং সর্বদাই হবেও, খুবই স্বাভাবিক এটা। কারণ, তেমন বিপ্লব সাধনের আগে জনসংখ্যার অধিকাংশের 'সম্পূর্ণ' প্রলেতারীয়করণ অত্যাবশ্যক মনে করলে প্রচণ্ড ভুল হবে। বর্তমানে কেবল মতাদর্শের জগতে, যেমন মার্কসের উপরে বিভিন্ন তত্ত্বগত সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে, আমরা প্রায়শঃই যার সম্মুখীন হচ্ছি, শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন আংশিক প্রশ্নে শোধনবাদীদের সঙ্গে কর্মকৌশলগত পার্থক্য এবং তার ভিত্তিতে ভাঙন হিসাবেই শুধু এখনকার বাস্তবে মাথা চাড়া দিচ্ছে, তা শ্রমিক-শ্রেণীকে অনিবার্য ভাবেই উত্তীর্ণ হতে হবে, এমন বৃহত্তর পরিসরে মোকাবিলা করতে হবে যার কোন তুলনা চলে না; সেটা ঘটবে যখন প্রলেতারীয় বিপ্লব সমস্ত বিতর্কিত প্রশ্নকে আরো তীব্র করে তুলবে এবং জনগণের আচরণ নির্ধারণের পক্ষে সাময়িক আশু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সমস্ত পার্থক্যকে কেন্দ্রীভূত করে তুলবে, লড়াইয়ের উত্তাপের মধ্যে বন্ধুদের থেকে পৃথক করে তুলবে শত্রুকে এবং শত্রুর উপরে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে বাজে সহযোগীদের বর্জন করবে।

পেটি বুর্জোয়াদের সমস্ত দোদুল্যমানতা আর দুর্বলতা সত্ত্বেও লক্ষ্যসাধনের সম্পূর্ণ জয়ের দিকে প্রলেতারিয়েত এগিয়ে চলেছে; ঊনিশ শতকের শেষের দিকে শোধনবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মার্কসবাদের তত্ত্বগত সংগ্রাম প্রলেতারিয়েতের সেই বিপুল বিপ্লবী সংগ্রামেরই প্রস্তাবনা মাত্র।

লিখিত ১৯০৮ সালের
মার্চের দ্বিতীয় অর্ধে,
৩রা (১৬ই) এপ্রিলের পরে নয়।

১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১৫—২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা'

বই থেকে

মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতিভাটা ঠিক এইখানে যে অতি দীর্ঘকাল ধরে, **প্রায় অর্ধশত বৎসর** তাঁরা বস্তুবাদকে বিকশিত করে তুলেছেন, দর্শনের একটি মূল ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সমাধিস্থ জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাবলীর পুণরাবৃত্তিতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ওই বস্তুবাদকেই সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চালিয়েছেন ও দেখিয়ে দিয়েছেন **কী ভাবে তা** চালাতে হয়, এবং দর্শনে 'নতুন' লাইন 'আবিষ্কারের', 'নতুন' ধারা ইত্যাদি উদ্ভাবনের অসংখ্য প্রচেষ্টাকে আবর্জনা, প্রলাপ সদম্ভ গ্যাঁজানির মতো ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন। ওরূপ প্রচেষ্টার বাকসর্বস্বতা, নতুন দার্শনিক 'বাদ' নিয়ে পাণ্ডিতী তামাশা, প্রশ্নের মূল কথাটাকে কৃত্রিম সব কারসাজি দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া, দুটি মূল জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারার সংগ্রামকে বুঝতে ও পরিষ্কার হাজির করতে অক্ষমতা— একে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ধরে তাড়না করেছেন, শাসন করেছেন।

আমরা বলেছি: প্রায় অর্ধশত বৎসর। আসলে সেই ১৮৪৩ সালেই মার্কস যখন সবে মার্কস হয়ে উঠছিলেন, অর্থাৎ হয়ে উঠছিলেন বিজ্ঞানরূপ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, **আধুনিক বস্তুবাদের** প্রতিষ্ঠাতা, যা পূর্বতন সমস্ত ধরনের বস্তুবাদের চেয়ে সারবস্তুতে অতুলনীয় সমৃদ্ধ ও অতুলনীয় রকমের সুসঙ্গত — এমনকি সেই সময়েই মার্কস আশ্চর্য স্পষ্টতায় দর্শনের মূল ধারাগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। ফয়েরবাখের কাছে ১৮৪৩ সালের ২০শে অক্টোবর লেখা মার্কসের একটি চিঠি ক. গ্রুন উদ্ধৃত করেছেন, যাতে মার্কস 'Deutsch-Französische Jahrbücher' (১২৭) পত্রিকায় শেল্লিঙের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্যে ফয়েরবাখকে আমন্ত্রণ করেন। মার্কস লেখেন, পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ধারাকে আত্মস্থ করে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার দাবি করা এই শেল্লিঙটা একটা শূন্যগর্ভ হামবড়া। 'ফরাসী রোমান্টিক ও রহস্যবাদীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেল্লিঙ বলছে: আমি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মিলন; ফরাসী বস্তুবাদীদের বলছে: আমি ভাব ও কায়ার মিলন; ফরাসী সংশয়বাদীদের বলছে: আমি আপ্তবাক্যের সংহারক।'* 'সংশয়বাদীরা' হিউমপন্থীই হোক বা কাণ্টপন্থীই হোক (অথবা বিশ শতকে মাখপন্থী) তারা যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই 'আপ্তবাক্যের' বিরুদ্ধে চেঁচায়, সেটা মার্কস তখনই দেখেছিলেন এবং হাজার হাজার শোচনীয় দার্শনিক তন্ত্রের কোনোটায় বিচ্যুত না হয়ে তিনি ফয়েরবাখ মারফত সোজাসুজি ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী পথে দাঁড়িয়েছিলেন। তিরিশ বছর পরে 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে মার্কস একই রকম উজ্জ্বলতা ও স্পষ্টতায় হেগেলীয় **ভাববাদের** বিরুদ্ধে অর্থাৎ সর্বাধিক সুসঙ্গত ও সর্বাধিক বিকশিত ভাববাদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছেন **নিজের বস্তুবাদ,** ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলেছেন কোঁতের 'প্রত্যক্ষবাদ' এবং সমসাময়িক যেসব দার্শনিকরা ধ্যান করছিল যে হেগেলকে চূর্ণ করেছে অথচ আসলে ফিরে গেছে কেবল কাণ্ট ও হিউমের প্রাক-হেগেলীয় ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তিতে তাদের আখ্যা দিয়েছেন তুচ্ছ অনুকারক বলে। ১৮৭০ সালের ২৭শে জুন কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস একই রকম ঘৃণাভরে 'ব্যুখনার, লাঙ্গে, দুরিং, ফেখনার ইত্যাদির' উল্লেখ করেছেন এইজন্যে যে তাঁরা হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বুঝতে না পেরে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।** শেষত, 'পুঁজি' এবং অন্যান্য গ্রন্থে মার্কসের আলাদা আলাদা দার্শনিক মন্তব্যগুলো ধরা যাক, চোখে পড়বে একটি **অপরিবর্তিত** মূল সূত্র: **বস্তুবাদের** ওপর জোর এবং সবকিছু ধামা-চাপা, সবকিছু বিভ্রান্তি ও **ভাববাদের** দিকে সব কিছু পিছু-হটার প্রতি সঘৃণ উপহাস। মার্কসের **সমস্ত** দার্শনিক মন্তব্য আবর্তিত এই দুই মূল বৈপরীত্য ঘিরে — অধ্যাপকী দর্শনের দৃষ্টি থেকে

* Karl Grün. 'Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß, sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung', I. Bd., Lpz., 1874, S. 361 (কার্ল গ্রুন: 'নিজ পত্রাবলীতে ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারে তথা নিজ দার্শনিক বিকাশে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ', প্রথম খণ্ড, লাইপজিগ, ১৮৭৪, পৃঃ ৩৬১। — সম্পাঃ)।

** প্রত্যক্ষবাদী বিসলির (Beesley) প্রসঙ্গে মার্কস ১৮৭০ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের চিঠিতে লিখছেন: 'কোঁতের অনুগামী হওয়ায় তিনি যত রকম বাতিক' (crotchets) 'ছাড়া পারেন না।' তুলনা করুন ১৮৯২ সালে হাকসলি মার্কা প্রত্যক্ষবাদীদের সম্বন্ধে এঙ্গেলসের মূল্যায়ন (১২৮)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ত্রুটি এই 'সংকীর্ণতায়' ও 'একদেশ দর্শিতায়'। আসলে ভাববাদ ও বস্তুবাদকে মেলানোর কোনোরকম দো-আঁশলা প্রকল্প গ্রহণের এই অস্বীকৃতিই হল মার্কসের মহত্তম কীর্তি, তীক্ষ্ণ-নির্দিষ্ট একটি দার্শনিক পথ ধরেই যিনি **সামনে** এগিয়েছেন।

পুরোপুরি মার্কসেরই প্রেরণায় এবং তাঁরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এঙ্গেলস তাঁর সমস্ত দার্শনিক কাজে **সমস্ত** প্রশ্নেই সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট করে বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারার বৈপরীত্য রেখেছেন, ১৮৭৮ অথবা ১৮৮৮ অথবা ১৮৯২ সালেই হোক (১২৯), কখনোই তিনি বস্তুবাদ ও ভাববাদের 'একদেশদর্শিতা' 'উত্তীর্ণ হওয়া'র **নতুন** একটি ধারা, কোনো একটা 'প্রত্যক্ষবাদ', 'বাস্তববাদ' অথবা যতরকম অধ্যাপকী বুজরুকি ঘোষণার অসংখ্য প্রচেষ্টায় গুরুত্ব দেন নি। দ্যুরিঙের সঙ্গে গোটা লড়াইটা এঙ্গেলস চালিয়েছেন **পুরোপুরি** বস্তুবাদের সুসঙ্গত অনুসরণের ধর্ণিতে, বস্তুবাদী দ্যুরিংকে অভিযুক্ত করেছেন আসল ব্যাপারটা বাকসর্বস্বতায় চাপা দেবার জন্যে, বুলির জন্যে, তাঁর বিচার পদ্ধতির জন্যে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে ভাববাদের কাছে নতিস্বীকার, ভাববাদে উৎক্রমণ। হয় শেষ পর্যন্ত সুসঙ্গত বস্তুবাদ নয় দার্শনিক ভাববাদের মিথ্যা ও বিভ্রান্তি—এই ভাবেই প্রশ্নটাকে হাজির করা হয়েছে 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙের' **প্রতিটি অনুচ্ছেদে**, সেটা লক্ষ্যে না পড়া সম্ভব শুধু তেমন লোকের যাদের মস্তিষ্ক ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপকী দর্শনে কলুষিত। এবং স্রেফ ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, যখন লেখক কর্তৃক শেষ বারের মতো সংশোধিত ও পরিবর্ধিত 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙের' শেষ ভূমিকাটা লেখা হয়, তখন পর্যন্ত এঙ্গেলস নতুন নতুন দর্শন ও নতুন প্রকৃতিবিদ্যা অনুসরণ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতোই অটল ভাবে নিজের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় মতামত সমর্থন করে যান ও ছোটো বড়ো নতুন নতুন যত তন্ত্রের জঞ্জাল সাফ করেন।

নতুন নতুন দর্শনগুলোকে যে এঙ্গেলস অনুধাবন করেছিলেন সেটা দেখা যাবে 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে। ১৮৮৮ সালের ভূমিকায় ইংলন্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শনের পুনর্জন্মের মতো ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে, আর প্রচলিত নয়া-কান্টবাদ ও হিউমবাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস চূড়ান্ত অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করেন নি (ভূমিকাতেও, গ্রন্থের মধ্যেও)। একেবারেই পরিষ্কার যে **ফ্যাশনচল** জার্মান ও বৃটিশ দর্শনের মধ্যে কান্টবাদ ও হিউমবাদের পুরনো, প্রাক-হেগেলীয় ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে দেখে এঙ্গেলস এমনকি **হেগেলে প্রত্যাবর্তনটাকেও** (ইংলণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়) শুভপ্রদ বলতে রাজী ছিলেন, আশা করেছিলেন যে বৃহৎ ভাববাদী ও দ্বান্দ্বিকের সাহচর্যে ছোট ছোট ভাববাদী ও আধিবিদ্যক ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য হবে।

জার্মানিতে নয়া-কাণ্টবাদ ও ইংলণ্ডে হিউমবাদের বিপুল পরিমাণ রকমফেরের মধ্যে না গিয়ে এঙ্গেলস **প্রথম থেকেই** বস্তুবাদ থেকে তাদের মূল বিচ্যুতিটাকেই খণ্ডন করেছেন। উভয় স্কুলের **সমস্ত ধারাকেই** এঙ্গেলস **'বিজ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাৎপদক্ষেপ'** বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই যে সব নয়া-কাণ্টবাদী ও হিউমবাদীদের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাকসলিকে তাঁর না জানার কথা নয়, তাদের নিঃসন্দেহে 'প্রত্যক্ষবাদী', চলতি পরিভাষা ব্যবহার করলে, নিঃসন্দেহে 'বাস্তববাদী' ধারাগুলোর কী মূল্যায়ন করবেন তিনি? অসংখ্য বিভ্রান্তদের যে 'প্রত্যক্ষবাদ' ও যে 'বাস্তববাদ' প্রলুব্ধ করেছে ও করছে তাকে এঙ্গেলস **বড় জোর** ঘোষণা করেন প্রকাশ্যে বস্তুবাদকে চূর্ণ ও বর্জন করে **তার চোরাই আমদানির কুপমণ্ডূক পদ্ধতি** বলে (১৩০)। মাখ, আভেনারিউস কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবরূপেই বাস্তববাদী ও প্রত্যক্ষরূপেই প্রত্যক্ষবাদী বৃহৎ প্রকৃতি-গবেষক হিসেবে হাকসলির উদ্দেশে **এই** মন্তব্য নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবলেই বোঝা যাবে 'নবতম প্রত্যক্ষবাদ' বা 'নবতম বাস্তববাদ' ইত্যাদি নিয়ে মুষ্টিমেয় মার্কসবাদীর বর্তমান মাতামাতিটায় এঙ্গেলস কী অবজ্ঞাই না বোধ করতেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকে শেষাবধি দর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন দলীয়, সমস্ত ও সর্ববিধ 'নবতম' ধারার মধ্যে তাঁরা উদ্ঘাটিত করতে পেরেছিলেন বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুতি এবং ভাববাদ ও বিশ্বাসবাদে নৈবেদ্যদান। সেই জন্যে **একমাত্র** বস্তুবাদের সঙ্গতিনিষ্ঠার নিরিখেই তাঁরা হাকসলির মূল্যায়ন করেছিলেন। সেই জন্যেই ফয়েরবাখকে তাঁরা ভর্ৎসনা করেছিলেন এই কারণে যে তিনি বস্তুবাদকে শেষ পর্যন্ত চালান নি, এই কারণে যে কোনো কোনো বস্তুবাদীর ভুল দেখে তিনি বস্তুবাদকেই বর্জন করে বসেন, এই কারণে যে তিনি ধর্মের সঙ্গে লড়াই করেন তাকে ঢেলে সাজা বা নবধর্ম প্রণয়নের জন্যে, এই কারণে যে সমাজবিদ্যায় তিনি ভাববাদী বুলি বর্জন করে বস্তুবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি।

ফেব্রুয়ারি — অক্টোবর, ১৯০৮ ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬—৩৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রমিক পার্টির মনোভাব

রাষ্ট্রীয় দুমায় সিনোদ (১৩১) এস্টিমেট আলোচনায় প্রতিনিধি সুর্কোভের বক্তৃতা এবং আমাদের দুমা গ্রুপের অভ্যন্তরে সে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বিতর্কে (যা নিচে মুদ্রিত হল) অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক বর্তমান মুহূর্তের পক্ষে জরুরী একটা প্রশ্ন উঠেছে। ধর্মের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত তা নিয়ে বর্তমানে 'সমাজের' ব্যাপক অংশ আগ্রহান্বিত, শ্রমিক আন্দোলনের সন্নিকটস্থ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তথা কিছু কিছু শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যেও সে আগ্রহ প্রবেশ করেছে। ধর্ম সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব কী তা প্রকাশ করতে সে অবশ্যই বাধ্য।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সমস্ত বিশ্বদৃষ্টি গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ মার্কসবাদের ওপর। মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার যা ঘোষণা করেছেন, মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে আঠারো শতকের ফ্রান্সের বস্তুবাদ এবং জার্মানিতে ফয়েরবাখের (১৯ শতকের প্রথমার্ধ) বস্তুবাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য — এ বস্তুবাদ নিঃসন্দেহেই নিরীশ্বরবাদী, সুতে ভাবেই সবকিছু ধর্মের বিরোধী। স্মরণ করিয়ে দিই যে মার্কস যে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখেছিলেন, এঙ্গেলসের সেই 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' গ্রন্থের সবটাতেই বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদী দ্যুরিং বস্তুবাদে সঙ্গতিহীনতা এবং ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শনের জন্যে ফাঁক রেখে যাবার জন্যে সমালোচিত হয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিই যে এঙ্গেলস লুদভিগ ফয়েরবাখ গ্রন্থে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন যে তিনি ধর্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নয়, ধর্মের 'নবীকরণ', নতুন একটা 'উচ্চমার্গীয়' ধর্ম প্রণয়নের জন্যেই ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ইত্যাদি। ধর্ম হল জনগণের কাছে আফিম, মার্কসের এ উক্তিটা ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সমস্ত বিশ্বদৃষ্টির মূলকথা (১৩২)। আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত ধর্ম ও গির্জা, সমস্ত ও সর্ববিধ ধর্ম সংগঠনকে মার্কস সর্বদাই মনে করতেন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সংস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ বজায় রাখা ও তাদের ধাপ্পা দেওয়া তার কাজ।

সেই সঙ্গে কিন্তু যারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির চেয়েও 'বাম' বা 'বৈপ্লবিক' হতে চায়, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অর্থে নিরীশ্বরবাদের সরাসরি স্বীকৃতিকে পার্টি কর্মসূচির অন্তর্ভূত করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রচেষ্টা এঙ্গেলস একাধিকবার নিন্দিত করেছেন। ১৮৭৪ সালে কমিউনের পলাতক, লণ্ডনে দেশান্তরী ব্লাঙ্কিস্টদের বিখ্যাত ইশতেহার প্রসঙ্গে মন্তব্যে এঙ্গেলস ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের সকলরব যুদ্ধ ঘোষণাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করেছেন; বলেছেন, এরূপ যুদ্ধ ঘোষণাই হল ধর্মে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সেরা পদ্ধতি, সত্যিকারের ধর্ম লুপ্তি তা কঠিন করে তুলবে। এঙ্গেলস ব্লাঙ্কিস্টদের এইজন্যে দোষ দিয়েছেন যে তারা বুঝতে অক্ষম যে কেবল শ্রমিক জনতার শ্রেণী সংগ্রামই সচেতন ও বৈপ্লবিক সামাজিক **কর্মের** মধ্যে প্রলেতারিয়েতের ব্যাপকতম স্তরকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে টেনে ক্রমেই বাস্তবে ধর্মের নিগড় থেকে উৎপীড়িতদের মুক্তি দিতে পারে; অন্যদিকে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে শ্রমিক পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করা হল নৈরাজ্যবাদী বুলি (১৩৩)। ১৮৭৭ সালে 'অ্যান্টি-দুরিঙে' ভাববাদ ও ধর্মের প্রতি দার্শনিক দুরিঙের ন্যূনতম প্রশ্রয়দানকে নির্মম সমালোচনা করলেও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম নিষিদ্ধ হবে দুরিঙের এই তথাকথিত বৈপ্লবিক ভাবনাকেও কম জোরে নিন্দিত করেন নি। ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ এঙ্গেলস বলেন, 'বিসমার্কের চেয়েও বেশি বিসমার্কিপনা,' অর্থাৎ যাজকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কী সংগ্রামের নির্বুদ্ধিতা করা (কুখ্যাত 'সংস্কৃতি অভিযান' Kulturkampf, অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশকে ক্যাথলিকবাদের পুলিসী দমন মারফত জার্মান ক্যাথলিক পার্টি, 'মধ্যপন্থী' পার্টির বিরুদ্ধে বিসমার্কের সংগ্রাম)। এ সংগ্রামে বিসমার্ক কেবল ক্যাথলিকদের জঙ্গী যাজকতন্ত্রকেই **জোরদার করেন,** সত্যকার সংস্কৃতির স্বার্থকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেন, কেননা রাজনৈতিক ভেদের বদলে প্রধান করে তোলেন ধর্ম ভেদটা, শ্রেণীগত ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের জরুরী কর্তব্য থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও গণতন্ত্রীদের কিছু স্তরের মনোযোগ বিচ্যুত করেন অতি ভাসা ভাসা ও বুর্জোয়াসুলভ মিথ্যা যাজক-বিরোধিতায়। অতি-বিপ্লবী হয়ে ওঠার বাসনায় দুরিং অন্য রূপে বিসমার্কের ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করে এঙ্গেলস শ্রমিক পার্টির কাছে দাবি করেছেন ধৈর্য ধরে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন ও আলোকদানের কাজটা চালাতে পারার নৈপুণ্য, যাতে পরিণামে ধর্ম লোপ পাবে, ধর্মের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণার হঠকারিতায় (১৩৪) নামা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা জেশুইটদের স্বাধীনতার জন্যে, জার্মানিতে তাদের প্রবেশদানের জন্যে, যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই পুলিসী দলন ব্যবস্থা লোপের জন্যে দাবি করে। 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা' — এরফুর্ট কর্মসূচির এই বিখ্যাত ধারাটিতে (১৮৯১ সাল) সূত্রবদ্ধ হয়েছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির উল্লিখিত রাজনৈতিক রণকৌশল।

এ রণকৌশল ইতিমধ্যে গতবাঁধা হয়ে ওঠে, উল্টোদিকে, সুবিধাবাদের দিকে মার্কসবাদের নতুন বিকৃতির জন্ম দিয়ে বসে। এরফুর্ট কর্মসূচির ধারাটার এই অর্থ করা শুরু হয় যে আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, আমাদের পার্টি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে **মনে করি,** সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হিসেবে আমাদের পক্ষে, পার্টি হিসেবে আমাদের পক্ষে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সুবিধাবাদী মতামতের সঙ্গে সোজাসুজি বিতর্কে না নেমে এঙ্গেলস ১৮৯০'এর দশকে এ মতের বিরুদ্ধে বিতর্ক মাধ্যমে নয়, সদর্থক পদ্ধতিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করেন। যথা: এঙ্গেলস এটা করেন একটা বিবৃতি দিয়ে, তাতে ইচ্ছে করেই জোর দেন যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে **রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে,** মোটেই নিজের ক্ষেত্রে নয়, মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নয়, শ্রমিক পার্টির ক্ষেত্রে নয় (১৩৫)।

ধর্মের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের উক্তিসমূহের বাইরের ইতিহাসটা এই। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যারা ঢিলেঢালা, যারা চিন্তা করতে পারে না বা চায় না, তাদের কাছে এ ইতিহাসটা মার্কসবাদের অর্থহীন স্ববিরোধিতা ও দোলায়মানতার একটা বাণ্ডিল: দেখো-না, 'সঙ্গতিপরায়ণ' নিরীশ্বরবাদ আর ধর্মকে 'প্রশ্রয়দানের' কেমন একটা খিচুড়ি, একদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে বি-বি-বিপ্লবী যুদ্ধ আর অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ মজুরদের 'তোষণ', তাদের ভড়কে দেবার ভয়ের মধ্যে 'নীতিহীন' দোল ইত্যাদি। নৈরাজ্যবাদী বুলিবাগীশদের সাহিত্যে এই সুরে মার্কসবাদের ওপর আক্রমণ কম মিলবে না।

কিন্তু যে কিছুটা গুরুত্বসহকারে মার্কসবাদকে নিতে পারে, তার দার্শনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলকথা ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবতে পারে, সে সহজেই দেখবে যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের রণকৌশল অতি সঙ্গতিপরায়ণ, মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সুচিন্তিত। পল্লবগ্রাহী ও অজ্ঞরা যেটা দোলায়মানতা ভাবে সেটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে সোজাসুজি টানা অনিবার্য একটা সিদ্ধান্ত। খুবই ভুল হবে যদি ভাবি যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের আপাত 'নম্রতার' কারণ বুঝি 'ভড়কে না দেওয়া' ইত্যাদির তথাকথিত 'ট্যাকটিকাল' বিবেচনা। উল্টে বরং এ প্রশ্নেও মার্কসবাদের রাজনৈতিক কর্মনীতি তার দার্শনিক মূলকথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়িত।

মার্কসবাদ হল বস্তুবাদ। সেই দিক থেকে তা আঠারো শতকের এনসাইক্লোপিডিস্টদের (১৩৬) বস্তুবাদ বা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মতোই নির্মম ধর্মবিরোধী। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এনসাইক্লোপিডিস্ট বা ফয়েরবাখের চেয়ে আরো এগোয়, বস্তুবাদী দর্শনকে প্রয়োগ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা **সমস্ত** বস্তুবাদের, সুতরাং মার্কসবাদেরও অ-আ-ক-খ। কিন্তু মার্কসবাদ অ-আ-ক-খ-তেই থেমে যাওয়া বস্তুবাদ নয়। মার্কসবাদ আরো এগোয়। সে বলে, ধর্মের সঙ্গে লড়াই করতে **জানা** চাই, তার জন্যে জনগণের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মের উৎস বোঝানো দরকার **বস্তুবাদী পদ্ধতিতে**। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা বিমূর্ত ভাবাদর্শগত প্রচারে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, প্রচারে পরিণত করা চলে না; সে সংগ্রামকে হাজির করতে হবে ধর্মের সামাজিক মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত শ্রেণী আন্দোলনের মূর্ত-প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কেন ধর্ম টিকে থাকছে শহুরে প্রলেতারিয়েতের পশ্চাৎপদ স্তরগুলোর মধ্যে, আধা-প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক স্তরের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে? জনগণের অজ্ঞতাবশে, উত্তর দেয় বুর্জোয়া প্রগতিবাদী, র‍্যাডিক্যাল অথবা বুর্জোয়া বস্তুবাদী। সুতরাং ধ্বংস হোক ধর্ম, নিরীশ্বরতা জিন্দাবাদ, নিরীশ্বরবাদী মতের প্রচারই হল আমাদের প্রধান কর্তব্য। মার্কসবাদী বলে, তা ঠিক নয়। এ মত হল ভাসা-ভাসা, বুর্জোয়া-সীমাবদ্ধ সংস্কৃতিপনা। এ মত ধর্মের মূল ব্যাখ্যা করছে যথেষ্ট গভীরে নয়, বস্তুবাদীর মতো নয়, ভাববাদীর মতো। সমসাময়িক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এ মূল প্রধানত **সামাজিক**। মেহনতী জনগণের সামাজিক দলিতাবস্থা, পুঁজিবাদের অন্ধ শক্তির সামনে তাদের বাহ্যত পূর্ণ অসহায়তা, — যুদ্ধ ভূমিকম্প ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত কিছু অসাধারণ ঘটনার চেয়েও এ পুঁজিবাদ সাধারণ মেহনতী মানুষদের ওপর প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর কষ্ট, প্রচণ্ডতম যন্ত্রণা চাপিয়ে দিচ্ছে — এই হল ধর্মের গভীরতম সাম্প্রতিক শিকড়। 'দেবতাদের জন্ম ভয় থেকে।' পুঁজির অন্ধ শক্তির সামনে ভয় — সে শক্তি অন্ধ কারণ জনগণের কাছে তা আগে থেকে গোচরীভূত নয়, প্রলেতারীয় ও ক্ষুদে মালিকদের জীবনের প্রতি পদে তা 'আচম্বিত' 'অপ্রত্যাশিত' 'আকস্মিক' সর্বনাশ, ধ্বংস, নিঃস্বতা, কাঙালবৃত্তি, গণিকাভূতি ও অনশন মৃত্যুর হুমকি দেয় ও তা ঘটায়—এই হল সাম্প্রতিক ধর্মের **শিকড়**, বস্তুবাদী যদি শিশু পাঠের বস্তুবাদী হয়ে না থাকতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি এটা তার খেয়াল রাখতে হবে। পুঁজিবাদী কয়েদখাটুনিতে জর্জরিত, পুঁজিবাদের অন্ধ ধ্বংস-শক্তির অধীনস্থ জনগণ যতদিন নিজেরাই সম্মিলিত, সংগঠিত, সুপরিকল্পিত, ও সচেতন ভাবে ধর্মের এই **শিকড়ের** বিরুদ্ধে, **পুঁজির** সব ধরনের **প্রভুত্বের** বিরুদ্ধে লড়াই না করতে শিখছে, ততদিন কোনো জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকাতেই এই জনগণের মধ্য থেকে ধর্ম মোছা যাবে না।

এ থেকে কি এই দাঁড়ায় যে ধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকা ক্ষতিকর অথবা অবান্তর? মোটেই তা নয়। এ থেকে দাঁড়ায় যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির নিরীশ্বরবাদী প্রচারকে হতে হবে তার মূল কর্তব্য, শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত **জনগণের** শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধির অধীনস্থ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনের মূলকথা নিয়ে যে ভাবে না, তেমন লোক হয়ত এ বক্তব্যটা বুঝবে না (অন্তত, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবে না)। সে আবার কী? ভাবাদর্শের প্রচার, নির্দিষ্ট কতকগুলি ধারণার প্রচার, সংস্কৃতি ও প্রগতির যে শত্রু হাজার হাজার বছর টিকে আছে (অর্থাৎ ধর্ম) তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে শ্রেণী সংগ্রামের অধীনস্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবহারিক লক্ষ্যার্জন সংগ্রামের অধীন?

এ আপত্তি মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চলতি নানা আপত্তির একটি, যাতে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। এরূপ আপত্তিকারীরা যে স্ববিরোধে বিচলিত হয়, সেটা বাস্তব জীবনের বাস্তব স্ববিরোধিতা, অর্থাৎ মৌখিক নয়, স্বকপোলকল্পিত নয়, দ্বান্দ্বিক স্ববিরোধিতা। নিরীশ্বরবাদের তাত্ত্বিক প্রচার অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের কিছু কিছু স্তরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সংহারকে সে সব স্তরের শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্য, গতিধারা ও সর্ত থেকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চূড়ান্ত, অনতিক্রম্য সীমা টেনে ভাগ করার অর্থ অদ্বান্দ্বিকের মতো বিচার, যে সীমাটা চঞ্চল ও আপেক্ষিক তাকে চূড়ান্তে পরিণত করা, বাস্তব জীবনে যেটা অচ্ছেদ্য জড়িত তাকে জোর করে ছেঁড়া। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নির্দিষ্ট এলাকায় ও শিল্পের নির্দিষ্ট একটি শাখায় প্রলেতারিয়েত, ধরা যাক, যথেষ্ট সচেতন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটা স্তর (যারা বলাই বাহুল্য নিরীশ্বরবাদী) এবং যথেষ্ট পশ্চাৎপদ, এখনো গ্রামাঞ্চল ও কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, গির্জায় যায়, অথবা এমনকি সরাসরি স্থানীয় পুরোহিতেরই প্রভাবাধীন, যে ধরা যাক খৃষ্টীয় শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ছে। আরো ধরা যাক যে এ রকম একটি এলাকায় অর্থনৈতিক সংগ্রাম ধর্মঘটে পৌঁছেছে। মার্কসবাদীর পক্ষে ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্যটাকেই প্রধান করে ধরা অবশ্যকর্তব্য, এ সংগ্রামের মধ্যে খৃষ্টান ও নিরীশ্বরবাদীতে শ্রমিকদের ভাগাগাগির দৃঢ় প্রতিরোধ করা, এ বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই চালানো অবশ্যকর্তব্য। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচার হয়ে উঠতে পারে অবান্তর ও ক্ষতিকর—সেটা পশ্চাৎপদ স্তরদের ভড়কে না দেওয়া, নির্বাচনে হেরে যাওয়া ইত্যাদির ছেঁদো যুক্তিতে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের সত্যকার অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের পরিস্থিতিতে সে সংগ্রাম খৃষ্টীয় শ্রমিককে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসি ও নিরীশ্বরবাদে পৌঁছে দেবে নগ্ন নিরীশ্বরবাদী প্রচারের চেয়ে শতগুণ ভালো ভাবে। এরূপ মুহূর্তে ও এরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচারক কেবল পাদ্রীটি ও পাদ্রীদের **হাতই** জোরদার করবে, যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ নিয়ে শ্রমিকদের ভাগাভাগির বদলে ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে শ্রমিকদের ভাগ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। যে করেই হোক ঈশ্বরের বিরোধী যুদ্ধের প্রচার মারফত নৈরাজ্যবাদীরা আসলে পাদ্রী ও বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করে বসবে (**বাস্তবক্ষেত্রে** বরাবরই তারা যেমন বুর্জোয়াদের সাহায্য করে থাকে)। মার্কসবাদীকে হতে হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু, কিন্তু বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটাকে যে বিমূর্ত ভাবে নয়, নিরাকার, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক, নিত্য একরূপ প্রচারের ভিত্তিতে নয়, হাজির করবে মূর্ত প্রত্যক্ষ ভাবে, শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে, যা **বাস্তবে** চলছে, জনগণকে যা সবচেয়ে বেশি করে ও ভালো করে শিক্ষিত করে তুলছে। মার্কসবাদীর উচিত সমগ্র প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিটা হিসাব করতে পারা, সর্বদাই নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে সীমা টানতে পারা (এ সীমাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপেক্ষিক, চঞ্চল, পরিবর্তমান, কিন্তু তা আছে), নৈরাজ্যবাদীর বিমূর্ত, বাক্যসর্বস্ব ও আসলে ফাঁপা 'বিপ্লবীয়ানাতে' সে পা দেবে না, পা দেবে না পেটি বুর্জোয়া বা উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীর কূপমণ্ডূকতা ও সুবিধাবাদে, যে ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে ভয় পায়, নিজের এ কর্তব্যটা ভুলে বসে, ঈশ্বর বিশ্বাসকে মেনে নেয়, চালিত হয় শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থে নয়, তুচ্ছ, শোচনীয় হিসেবিপনায়: কাউকে চটিয়ো না, কাউকে ধাক্কিয়ো না, কাউকে ভড়কিয়ো না; চালিত হয় অতিপ্রাজ্ঞ এই নিয়মে: 'নিজে বাঁচো, অন্যদের বাঁচতে দাও' ইত্যাদি।

ধর্ম প্রসঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব সংক্রান্ত সমস্ত গৌণ সমস্যার সমাধান করা উচিত পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, যাজক কি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারে, এবং সাধারণত তার উত্তর দেওয়া হয় বিনা শর্তে হ্যাঁ, নজির দেওয়া হয় ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে শুধু শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ প্রয়োগের ফলেই নয়, পশ্চিমের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলেও, যা রাশিয়ায় অনুপস্থিত (পরে সে সব পরিস্থিতির কথা আমরা বলব), তাই বিনা শর্তে হ্যাঁ উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সঠিক নয়। যাজকরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারবে না, বরাবরের মতো সমস্ত পরিস্থিতিতেই এ রায় দেওয়া যায় না, ঠিক, কিন্তু বরাবরের মতো উল্টো নিয়ম জারি করাও চলে না। পাদ্রীটি যদি একত্র রাজনৈতিক কাজের জন্যে আমাদের কাছে আসে এবং সবিবেকে পার্টি কর্তব্য পালন করে, পার্টি কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহলে আমরা তাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে নিতে পারি, কারণ আমাদের কর্মসূচির সুর ও মূলকথার সঙ্গে পাদ্রীটির ধর্মবিশ্বাসের বৈপরীত্যটা এরূপ পরিস্থিতিতে শুধু তার ব্যাপার, তার ব্যক্তিগত স্ববিরোধ হয়ে থাকবে, আর পার্টি কর্মসূচির সঙ্গে পার্টি সভ্যদের দৃষ্টিভঙ্গির স্ববিরোধ লুপ্ত হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অনুরূপ ঘটনা এমনকি ইউরোপেও কেবল এক একটি বিরল ব্যতিক্রম, আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা খুবই অবিশ্বাস্য। আর দৃষ্টান্তস্বরূপ পাদ্রীটি যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে এসে তার ভেতর নিজের প্রধান ও প্রায় একমাত্র কর্তব্য হিসেবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় প্রচার করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বপঙক্তি থেকে তাকে বহিষ্কার করা পার্টির উচিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাদের টিকে আছে এমন সমস্ত মজুরদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে অনুমোদন করা শুধু নয়, প্রচন্ড ভাবে তাদের টেনে আনতেই হবে, অবশ্যই আমরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের এতটুকু লাঞ্ছনারও বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা তাদের টেনে আনব আমাদের কর্মসূচির প্রেরণায় তাদের গড়ে তোলার জন্যে, সে কর্মসূচির বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্যে নয়। পার্টির অভ্যন্তরে মতের স্বাধীনতা আমরা মানি, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, যা নির্ধারিত হয় জোট বন্ধনের স্বাধীনতা দিয়ে: পার্টির অধিকাংশ যে মত বর্জন করেছে তার সক্রিয় প্রচারকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে আমরা বাধ্য নই।

অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত: 'সমাজতন্ত্রই আমার ধর্ম' বলে ঘোষণা, অথবা সে বিবৃতি অনুসারী মত প্রচার করলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যদের কি সর্ব পরিস্থিতিতেই সমান ভাবে নিন্দা করা চলে? চলে না। মার্কসবাদ থেকে (সুতরাং সমাজতন্ত্র থেকেও) বিচ্যুতি এখানে সন্দেহাতীত, কিন্তু এ বিচ্যুতির তাৎপর্য, তার বলা যেতে পারে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন আন্দোলনকারী, অথবা শ্রমিক জনগণের সমক্ষে একজন বক্তা যখন কথাটা বলেন বেশি বোধগম্য হবার জন্যে, বক্তব্য সূত্রপাতের জন্যে, অবিকশিত জনগণের কাছে অভ্যস্ত ভাষায় নিজের মত বাস্তব ভাবে প্রকাশের জন্যে, তখন এক কথা। আর লেখক যখন 'ঈশ্বর নির্মিতি' (১৩৭) অথবা ঈশ্বর নির্মাণী সমাজতন্ত্র (দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের লুনাচারস্কি কোম্পানির ঢঙে) প্রচার করতে শুরু করে, তখন অন্য ব্যাপার। প্রথম ক্ষেত্রে নিন্দা করলে তা যে পরিমাণে হবে ছিদ্রান্বেষণ, এমনকি বক্তার স্বাধীনতা সংকোচন, 'মাস্টারী পদ্ধতি মারফৎ' প্রভাবিত করার যে স্বাধীনতা দরকার, তার সংকোচন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমাণেই পার্টি নিন্দা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। 'সমাজতন্ত্রই ধর্ম,' একথাটা এক দলের কাছে ধর্ম থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র থেকে ধর্মে উৎক্রমণের একটা রূপ।

'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা'র থিসিসটির সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের যে সব পরিস্থিতিতে এবার তাতে আসা যাক। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে সুবিধাবাদ উদ্ভবের সাধারণ কারণগুলির প্রভাবও আছে, যথা ক্ষণিক সুবিধার যূপকাষ্ঠে শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ বলিদান। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণার জন্যে প্রলেতারিয়েতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টি **রাষ্ট্রের কাছে** দাবি করে, কিন্তু জনগণের আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদিকে মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ভাবে না। সুবিধাবাদীরা ব্যাপারটা এমন ভাবে বিকৃত করে যেন **সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক** পার্টিই বুঝি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে **ভেবেছে!**

কিন্তু চলতি সুবিধাবাদী বিকৃতি (ধর্ম নিয়ে বক্তৃতাটার আলোচনা কালে আমাদের দুমা গ্রুপ যে বিতর্ক চালায় তাতে তা আদৌ ব্যাখ্যা করা হয় নি) ছাড়াও আছে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যাতে দেখা দিয়েছে ধর্মের প্রশ্নে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির সাম্প্রতিক, বলা যেতে পারে, মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা। পরিস্থিতিটা দুই ধরনের। প্রথমত, ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য এবং পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র **তার** বিপ্লবের যুগে অথবা সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগীয়তার ওপর আক্রমণের যুগে সে কর্তব্য অনেক পরিমাণে পূরণ করেছিল বা পালন করতে নেমেছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয় দেশেই আছে ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য, যা শুরু হয় সমাজতন্ত্রের অনেক আগেই (এনসাইক্লোপিডিস্টরা, ফয়েরবাখ)। রাশিয়ায় আমাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতিহেতু এ কর্তব্যটা বর্তেছে প্রায় পুরোপুরি শ্রমিক শ্রেণীর উপর। পেটি বুর্জোয়া (নারোদনিক) গণতন্ত্র এদিক থেকে আমাদের দেশে কাজ করেছে অত্যন্ত বেশি (যা ভাবেন 'ভেখি'র (১৩৮) নবাবির্ভূত কৃষ্ণশতমার্কা কাদেতরা অথবা কাদেতমার্কা কৃষ্ণশতরা), বরং ইউরোপের তুলনায় **অত্যন্ত কম।**

অন্যদিকে, ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে ইউরোপে দেখা দিয়েছে সে সংগ্রামের নৈরাজ্যবাদী **বিকৃতি,** যে নৈরাজ্যবাদ বুর্জোয়াকে আক্রমণের সমস্ত 'প্রচণ্ডতা' সত্ত্বেও দাঁড়ায় বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিরই ওপরে, — মার্কসবাদীরা তা বহুদিন এবং বহুবার দেখিয়েছে। রোমক দেশগুলিতে নৈরাজ্যবাদী ও ব্লাঙ্কিরা, জার্মানিতে মস্ত (প্রসঙ্গত দুরিঙের চেলা) কোং, অস্ট্রিয়ায় ৮০'র দশকে নৈরাজ্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী বুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় nec plus ultra* পর্যন্ত। অবাক হবার কিছু নেই যে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা এখন নৈরাজ্যবাদীদের হাতে বাঁকানো

---

* চূড়ান্ত মাত্রা। — সম্পাঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঠিটাকে উল্টো দিকে বাঁকাচ্ছে। এটা বোঝা যায় এবং কিছুটা পরিমাণে তা সঙ্গত, কিন্তু পশ্চিমের এই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা ভুলে যাওয়া আমাদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সাজে না।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমে জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্তির **পর**, ধর্মবিশ্বাসের মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচলনের **পর**, ধর্মের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রশ্নটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম দ্বারা ঐতিহাসিক ভাবে এতটা গৌণস্থানে পড়ে যায় যে বুর্জোয়া সরকাররা **ইচ্ছে করে** সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাবার চেষ্টা করে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেকি উদারনীতিক 'অভিযান' খাড়া করে। জার্মানিতে Kulturkampf এবং ফ্রান্সে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সংগ্রামটা ছিল এই চরিত্রের। সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের মনোযোগ বিকর্ষণের উপায়স্বরূপ বুর্জোয়া যাজকবিরোধিতা — এইটে দেখা দেয় পশ্চিমে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে 'উদাসীনতা' ছড়াবার আগে। এটাও বোধগম্য এবং সঙ্গত, কেননা বুর্জোয়া ও বিসমার্কীয় যাজকবিরোধিতার বিপরীতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে বলতেই হত যে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের **অধীন।**

রাশিয়ায় একেবারেই অন্যরকম পরিস্থিতি। প্রলেতারিয়েতই হল আমাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা। সমস্ত মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে সাবেকী সরকারী ধর্ম ও তার নবায়ন বা নবপ্রতিষ্ঠা বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের পার্টিকেই হতে হবে ভাবাদর্শগত নেতা। সেইজন্যেই, **রাষ্ট্র** ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা করুক শ্রমিক পার্টির এই দাবির বদলে যারা খোদ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছেই ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার **ঘোষণা করতে** চেয়েছিল, সেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদকে যদি এঙ্গেলস অপেক্ষাকৃত নরম ঢঙে শুধরে দিয়ে থাকেন, তাহলে বোঝাই যায় যে রুশ সুবিধাবাদীগণ কর্তৃক এই জার্মান বিকৃতিটির আমদানিটা এঙ্গেলসের কাছে **শতগুণ** তীব্র সমালোচনার যোগ্য হত।

ধর্ম জনগণের কাছে আফিম, দুমা মঞ্চ থেকে আমাদের গ্রুপ এই ঘোষণা করে একান্ত সঠিক কাজই করেছেন এবং এই ভাবে ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে রুশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সমস্ত বক্তৃতার পক্ষেই একটি নজির রেখেছেন। আরো বিস্তারিত ভাবে নিরীশ্বরবাদী সব বক্তব্য উপস্থিত করে আরো এগুনো উচিত ছিল কি? আমাদের ধারণা উচিত হত না। তাতে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে ধর্মের সংগ্রামে বাড়াবাড়ির আশংকা দেখা দিতে পারত; ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সীমা রেখাটা মুছে যেতে পারত। কৃষ্ণশত দুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সর্বাগ্রে যেটা করার ছিল তা সসম্মানে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টা — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছে যা প্রায় প্রধান কাজ — অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষ্ণশত সরকার ও বুর্জোয়াদের যে গির্জা ও যাজকসম্প্রদায় সমর্থন জানায় তার শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা — এটাও সসম্মানে করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা সম্ভব এবং কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতা পরিপূরণ করার মতো অবকাশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় থাকবে, তাহলেও বক্তৃতাটি তাঁর হয়েছে চমৎকার, এবং সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি কর্তৃক তার প্রচার আমাদের পার্টির সরাসরি কর্তব্য।

তৃতীয়ত — 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা' এই যে কথাটাকে জার্মান সুবিধাবাদীরা অত বার বার বিকৃত করেছে তার **সঠিক** তাৎপর্য সর্বাঙ্গীণরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। দুমার বিষয় কমরেড সুর্কোভ সেটা করেন নি। এটা আরো আক্ষেপের কথা কারণ গ্রুপের বিগত ক্রিয়াকলাপে কমরেড বেলোউসভের ভুল হয়েছিল এই প্রশ্নে এবং **'প্রলেতারি'** পত্রিকা তা যথাসময়ে উল্লেখও করে (১৩৯)। দুমা গ্রুপের আভ্যন্তরীণ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিরীশ্বরবাদ নিয়ে তর্কের ফলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা করা হোক এই কুখ্যাত দাবিটিকে সঠিক ভাবে পেশ করার প্রশ্নটা চাপা পড়ে। গোটা গ্রুপের এই ভুলের জন্যে একা কমরেড সুর্কোভকে আমরা দোষ দেব না। শুধু তাই নয়, সোজাসুজি স্বীকার করব যে এখানে গোটা পার্টিরই দোষ আছে, এ প্রশ্নটাকে তা যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে নি, জার্মান সুবিধাবাদীদের উদ্দেশে এঙ্গেলসের মন্তব্যটির তাৎপর্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের চৈতন্যে পেঁাছে দেবার জন্যে যথেষ্ট তৈরি থাকে নি। গ্রুপের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যার উপলব্ধিটাই ঝাপসা, মার্কসের শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছা মোটেই ব্যাপারটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ নয়, এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস যে দুমা গ্রুপের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় ত্রুটিটা সংশোধিত হবে।

মোটের ওপর, ফের বলি, কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতাটি চমৎকার এবং সমস্ত সংগঠন থেকে তার প্রচার হওয়া উচিত। গ্রুপে এ বক্তৃতার আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে গ্রুপ তার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দায়িত্ব সবিবেকে পুরোপুরি পালন করছে। গ্রুপকে পার্টির সন্নিকট করার জন্যে, গ্রুপ যে কঠিন আভ্যন্তরীণ কাজ চালাচ্ছে তার সঙ্গে পার্টির পরিচয় সাধনের জন্যে, পার্টি ও গ্রুপের কার্যকলাপে ভাবাদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আশা করা যাক যে গ্রুপের আভ্যন্তরীণ আলোচনার রিপোর্ট পার্টি সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত হবে।

১৩ (২৬) মে, ১৯০৯ ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫—৪২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে মতভেদ

১

ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনে মূল রণকৌশলগত মতভেদটা আসলে দাঁড়ায় মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত দুটি প্রধান ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে — এ মার্কসবাদ কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে প্রাধান্যকারী তত্ত্ব। ধারা দুটি হল শোধনবাদ (সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ) এবং নৈরাজ্যবাদ (নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিজম, নৈরাজ্যবাদী সমাজতন্ত্র)। শ্রমিক আন্দোলনে প্রাধান্যকারী মার্কসবাদী তত্ত্ব ও মার্কসবাদী রণকৌশল থেকে এই উভয় বিচ্যুতিই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন মাত্রা-তারতম্যে গণ শ্রমিক আন্দোলনের অর্ধশতাধিক বৎসরের ইতিহাসে প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই দেখা গেছে।

এই একটা তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে এই বিচ্যুতিগুলোকে আপতিকতা, এক একজন ব্যক্তি বা গ্রুপের ভুল, এমনকি জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রভাব — এর কোনো কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মৌলিক কোনো কারণ থাকতেই হবে, এমন কারণ যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিকাশের চরিত্রেই নিহিত এবং ক্রমাগত যা এই বিচ্যুতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। সে কারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চিত্তাকর্ষক প্রচেষ্টা হল গত বছর প্রকাশিত ওলন্দাজ মার্কসবাদী আন্তন পান্নেকুকের 'শ্রমিক আন্দোলনে রণকৌশলগত মতভেদ' (Anton Pannekoek. 'Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung'. Hamburg, Erdmann Dubber, 1909) নামক ছোটো বইটি। পরবর্তী অংশে আমরা পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেব পান্নেকুকের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে, যা পুরোপুরি সঠিক বলে না মেনে পারা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণকৌশল নিয়ে থেকে থেকেই মতভেদ দেখা দিচ্ছে সবচেয়ে গভীর যে কারণে, শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধির ঘটনাটাই তার একটি। সে আন্দোলনকে যদি কল্পজগতের কোনো আদর্শের মাপকাঠিতে না বিচার করে দেখা হয় সাধারণ লোকেদের ব্যবহারিক আন্দোলন হিসাবে, তাহলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, নতুন নতুন 'রিক্রুটের' আমদানিতে, মেহনতী জনগণের নতুন নতুন স্তরের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যই থাকবে তত্ত্ব ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা, পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি, অচল মতবাদ ও অচল পদ্ধতিতে সাময়িক প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। প্রতি দেশের শ্রমিক আন্দোলন রিক্রুটদের 'তালিম দেবার' জন্যে থেকে থেকেই কম বা বেশি উদ্যোগ, মনোযোগ ও সময় দিয়ে থাকে।

অপিচ, পুঁজিবাদ বিকাশের দ্রুততা বিভিন্ন দেশে ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই রূপ নয়। শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের মতপ্রবক্তারা সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, পুরোপুরি ও পাকাপাকি মার্কসবাদ আত্মস্থ করে বৃহৎ শিল্পের সর্বাধিক বিকাশের পরিস্থিতিতে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক পশ্চাৎপদ হলে, তার বিকাশ পেছিয়ে পড়তে থাকলে অনবরতই শ্রমিক আন্দোলনের এমন সব পক্ষপাতীর উদ্ভব ঘটতে থাকে, যারা আত্মস্থ করে কেবল মার্কসবাদের অল্প কয়েকটি দিক ও নতুন বিশ্বদৃষ্টির কতকগুলি মাত্র অংশ, অথবা বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ধ্বনি ও দাবি, সাধারণ ভাবে বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি ও বিশেষ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিশ্ববোধের সমস্ত ঐতিহ্য ছিন্ন করার মতো অবস্থায় তারা থাকে না।

তা ছাড়া, মতভেদের চিরন্তন উৎস হল সামাজিক বিকাশের দ্বান্দ্বিক চরিত্র, যা এগোয় বিরোধিতা ঘটিয়ে ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদ প্রগতিশীল, কেননা তা উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ও উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে তোলে, অথচ সেই সঙ্গেই বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তা উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি আটকে রাখে। পুঁজিবাদ শ্রমিকদের বিকশিত, সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে — আবার তা দমনও করে, অধঃপতন, নিঃস্বতা ইত্যাদি ঘটায়। পুঁজিবাদ নিজেই নিজের সমাধিখনকদের গড়ে তোলে, নিজেই গড়ে তোলে নতুন ব্যবস্থার উপাদান, সেই সঙ্গে আবার 'লম্ফ' ছাড়া পৃথক পৃথক এই সব উপাদান সাধারণ অবস্থার কিছুই বদলাতে পারে না, পুঁজির প্রভুত্বে হাত দেয় না। বাস্তব জীবন, শ্রমিক আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পুঁজিবাদের বাস্তব ইতিহাসের এই সব বিরোধিতাকে আলিঙ্গন করতে পারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব মার্কসবাদ। কিন্তু স্বতঃই বোঝা যায় যে জনগণ শেখে বই পড়ে নয়, জীবন থেকে, তাই এক একজন ব্যক্তি বা এক একটি গোষ্ঠী ক্রমাগতই পুঁজিবাদী বিকাশের এদিক বা ওদিক, সে বিকাশের এ 'শিক্ষা' বা অন্য 'শিক্ষাটাকে' অতিরঞ্জিত করে, পরিণত করে একপেশে তত্ত্বে, রণকৌশলের একপেশে ব্যবস্থায়।

বুর্জোয়া মতপ্রবক্তারা, উদারনীতিক ও গণতন্ত্রীরা মার্কসবাদ না বোঝায়, আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন না বোঝায়, অনবরত একটা নিষ্ফল চরম-প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্তে লাফিয়ে যায়। কখনো তারা সবকিছুরই ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে দুষ্ট লোকেরা শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে 'লেলিয়ে দিচ্ছে', কখনো নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে শ্রমিক পার্টি হল 'সংস্কারের শান্তিকামী পার্টি'। এই বুর্জোয়া বিশ্ববোধ ও তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ধরতে হবে নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিজম ও সংস্কারবাদকে, — এরা শ্রমিক আন্দোলনের **এক একটা** দিককে শুধু আঁকড়ে ধরে, তত্ত্বে পরিণত করে একপেশেমিকে, এবং সে আন্দোলনের এমন সব প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্যকে পরস্পর খণ্ডনকারী বলে ঘোষণা করে যা হল শ্রমিক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের কোনো একটা পর্বের, কোনো একটা পরিস্থিতির একান্ত বৈশিষ্ট্য। এবং বাস্তব জীবন, বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে এই সব বিভিন্ন প্রবণতা **বিধৃত**, যেমন ভাবে প্রকৃতির জীবন ও বিকাশের মধ্যেই থাকে ধীর বিবর্তন ও দ্রুত লম্ফ, ক্রমিকতায় ছেদ।

'লম্ফের' যত কিছু কথা এবং সমগ্র সাবেকী সমাজের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের নীতিগত বৈপরীত্যের সব কিছু কথাকেই শোধনবাদীরা বুলি বলে গণ্য করে। সংস্কার তারা গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের আংশিক রূপায়ণ হিসাবে। নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিস্টরা 'ছোটো কাজে', বিশেষ করে পার্লামেণ্ট মঞ্চ ব্যবহারে আপত্তি করে। কার্যক্ষেত্রে এই শেষোক্ত কৌশলটির ফল দাঁড়ায় 'মহান দিনগুলোর' প্রতীক্ষা, সেই সঙ্গে মহা ঘটনা সৃষ্টির মতো শক্তি সঞ্চয়ে অসামর্থ্য। দুই-ই ব্যাঘাত ঘটায় সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে মৌলিক কাজটায়, যথা: শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা এমন বৃহৎ ও প্রবল সংগঠনে, যা ভালো ভাবে কাজ চালায়, **যে কোনো** পরিস্থিতিতেই যা ভালো ভাবে কাজ চালাতে সক্ষম, শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় যা অনুপ্রাণিত, নিজেদের লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে যার পরিষ্কার চেতনা আছে এবং সত্যকারের মার্কসবাদী বিশ্ববোধে যা লালিত।

এইখানে আমরা অল্প একটু প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়ে, সম্ভাব্য ভুলবোঝা এড়াবার জন্যে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করি যে, পান্নেকুক তাঁর বিশ্লেষণের জন্যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন **পুরোপুরি** পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মানি ও ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে, রাশিয়ার কথা তিনি **একেবারেই** তোলেন নি। মাঝে মাঝে যদি মনে হয়ে থাকে যে, তিনি যেন রাশিয়ারও ইঙ্গিত করেছেন, তাহলে তার কারণ এই যে, মার্কসবাদী রণকৌশল থেকে সুনির্দিষ্ট বিচ্যুতি ঘটানো মূল প্রবণতাগুলি পশ্চিমের তুলনায় রাশিয়ার বিপুল সাংস্কৃতিক, রীতিনীতিগত ও ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও এখানেও দেখা দিচ্ছে।

পরিশেষে, শ্রমিক আন্দোলনের অংশীদারদের মধ্যে মতভেদ ঘটার অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হল সাধারণ ভাবে শাসক শ্রেণীগুলির এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর কৌশল পরিবর্তন। বুর্জোয়ার কৌশল সর্বদাই একই থাকলে অথবা অন্তত সর্বদাই সমপ্রকৃতির হলে শ্রমিক শ্রেনীও তেমনি একরূপ বা সমপ্রকৃতির কৌশল দিয়ে চট করে তার জবাব দিতে শিখে যেত। আসলে সব দেশেই বুর্জোয়ারা অবধার্য রূপেই গড়ে তোলে প্রশাসনের দুটি প্রথা, নিজের স্বার্থের জন্যে লড়াই ও নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার দুটি পদ্ধতি, এবং এই দুটি পদ্ধতি কখনো পরস্পর পালা বদল করে, কখনো বিভিন্ন সংবিন্যাসে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে। প্রথম পদ্ধতিটা হল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি, শ্রমিক আন্দোলনের কাছে কোনো রূপ নতিস্বীকার না করার পদ্ধতি, সমস্ত সাবেকী ও অচল-হয়ে-যাওয়া প্রথাকে সমর্থনের প্রদ্ধতি, আপোসহীন ভাবে সংস্কার প্রত্যাখ্যানের প্রদ্ধতি। এই হল রক্ষণশীল রাজনীতির মূলকথা, পশ্চিম ইউরোপে তা আর ভূম্যধিকারী শ্রেণীগুলির রাজনীতি হয়ে থাকছে না, ক্রমেই বেশি করে তা হয়ে উঠছে সাধারণ বুর্জোয়া রাজনীতির একটা প্রকারভেদ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল 'উদারনীতিবাদের' পদ্ধতি, রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধির দিকে, সংস্কারসাধন, ছাড়দান ইত্যাদির দিকে পদক্ষেপের পদ্ধতি।

একটা পদ্ধতি থেকে আরেকটা পদ্ধতিতে বুর্জোয়ারা যায় ব্যক্তিবিশেষের দুরভিসন্ধির ফলে নয়, দৈবক্রমে নয়, তার নিজ পরিস্থিতির মৌলিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ববিরোধিতার জন্যে। স্বাভাবিক পুঁজিবাদী সমাজ সাফল্যের সঙ্গে বাড়তে পারে না পাকাপাকি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা ছাড়া, জনগণের কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া — 'সংস্কৃতির' দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু দাবির বৈশিষ্ট্য তার না থেকে পারে না। সংস্কৃতির একটা ন্যূনতম মানের এই দাবিটা দেখা দেয় পুঁজিবাদের উঁচু টেকনিক, জটিলতা, নমনীয়তা, সচলতা, বিশ্ব প্রতিযোগিতা বিকাশের দ্রুততা ইত্যাদি সমেত পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির খোদ পরিস্থিতিটা থেকেই। এর ফলে বুর্জোয়া রণকৌশলের দোলায়মানতা, জবরদস্তির পদ্ধতি থেকে বাহ্যিক ছাড়দানের পদ্ধতিতে গমন, — এটা গত অর্ধশতক যাবৎ সমস্ত ইউরোপীয় দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, এবং বিভিন্ন দেশ এক একটা নির্দিষ্ট পর্বে প্রধানত এক একটা পদ্ধতির প্রয়োগকেই বাড়িয়ে তোলে। যেমন, ১৯ শতকের ষাট ও সত্তরের বছরগুলিতে ইংলণ্ড ছিল 'উদারনীতিক' বুর্জোয়া রাজনীতির চিরায়ত দেশ, সত্তর ও আশীর দশকে জার্মানি অনুসরণ করে জবরদস্তির পদ্ধতি ইত্যাদি।

জার্মানিতে যখন এই জবরদস্তি পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল, তখন বুর্জোয়া প্রশাসনের এই অন্যতম পদ্ধতির একপেশে প্রতিধ্বনি জাগে শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিজমের অথবা তখনকার ভাষায় নৈরাজ্যবাদের বৃদ্ধিতে (৯০'এর দশকের গোড়ায় 'তরুণেরা' (১৪০), ৮০'র গোড়ায় ইয়োহান মস্ত)। ১৮৯০ সালে যখন 'ছাড়দানের' দিকে মোড় ঘুরল, তখন এই মোড় ফেরাটা বরাবরের মতোই শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তা থেকে দেখা দিল বুর্জোয়া 'সংস্কারবাদের' সমান একপেশে প্রতিধ্বনি: শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ। পান্নেকুক বলছেন,'বুর্জোয়াদের উদারনীতিক পলিসির সারার্থগত ও বাস্তব লক্ষ্য হল শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করা, তাদের মধ্যে ভাঙন ঘটানো, তাদের রাজনীতিকে অক্ষম, সর্বদাই অক্ষম ও ক্ষণিক তথাকথিত সংস্কারবাদের অক্ষম লেজুড়ে পরিণত করা।'

প্রায়ই বুর্জোয়ারা কিছুটা সময়ের জন্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে 'উদারনীতিক' পলিসির মাধ্যমে, যেটা পান্নেকুকের সঠিক মন্তব্য অনুসারে, 'আরো ধূর্ত' পলিসি। শ্রমিকদের একাংশ, তাদের প্রতিনিধিদের একাংশ আপাতপ্রতীয়মান সুবিধা-প্রাপ্তিতে মাঝে মাঝে নিজেদের প্রতারিত হতে দেয়। শোধনবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদকে 'সেকেলে' বলে ঘোষণা করে, অথবা এমন রাজনীতি অনুসরণ করতে থাকে যাতে আসলে শ্রেণী সংগ্রাম ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাই হয়। বুর্জোয়া কৌশলের আঁকাবাঁকায় শ্রমিক আন্দোলনে শোধনবাদ বেড়ে ওঠে এবং প্রায়ই তার আভ্যন্তরীণ মতভেদটা পৌঁছয় সরাসরি ভাঙনে।

উল্লিখিত সবকটি ধরনের কারণেই শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে, প্রলেতারিয়েতের অভ্যন্তরে রণকৌশল নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এবং তার সন্নিহিত পেটি বুর্জোয়া স্তর তথা কৃষকদের মধ্যে কোনো চীনা প্রাচীর নেই, থাকতে পারে না। বোঝাই যায় যে পেটি বুর্জোয়া থেকে ব্যক্তিবিশেষ, গ্রুপ ও স্তর প্রলেতারিয়েতের দিকে চলে আসায় এই শেষোক্ত শ্রেণীটির রণকৌশলে আবর্তনদোলায়মানতা সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রশ্নের ভিত্তিতে মার্কসবাদী রণকৌশলের মূলকথা বুঝতে সাহায্য হয়, অপেক্ষাকৃত নবীন দেশগুলির পক্ষে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির আসল শ্রেণী তাৎপর্য পরিষ্কার তফাৎ করে নিতে এবং সে সব বিচ্যুতির সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালাতে সাহায্য হয়।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১০ ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৬২—৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এঙ্গেলস তাঁর নিজের এবং তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বন্ধুর সম্পর্কে বলেছিলেন, আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগদর্শন। মার্কসবাদের যে দিকটা প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় এই চিরায়ত উক্তির মধ্যে সেই দিকটাকেই আশ্চর্য জোর ও স্পষ্টতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এবং এই দিকটাকে দৃষ্টির অগোচরে রাখার ফলেই আমরা মার্কসবাদকে একপেশে, বিকৃত ও প্রাণহীন করে তুলি, তার সজীব আত্মাটাকেই আমরা বাদ দিয়ে বসি, তার যে মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি — দ্বন্দ্বতত্ত্ব, বিরোধে ভরা এক সর্বাঙ্গীণ ঐতিহাসিক বিকাশের এই মতবাদকে আমরা খর্ব করি; ইতিহাসের প্রতিটি নতুন মোড়ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যুগের যে কর্তব্যকর্মেও বদল ঘটা সম্ভব, প্রতি যুগের সেই সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্তব্য থেকে আমরা তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বসি।

এবং সত্যিই আমাদের কালে যাঁরা রাশিয়ায় মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে প্রায়শই এমন লোকের সাক্ষাৎ মিলবে, মার্কসবাদের ঠিক এই দিকটায়ই যাঁদের নজর পড়ে না। অথচ সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার যে, রাশিয়া সাম্প্রতিক কালে বড়ো বড়ো কতকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, তাতে অসাধারণ দ্রুততায় এবং অসাধারণ তীব্রতায় অবস্থার বদল ঘটেছে — বদল ঘটেছে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার, যা থেকে সবচেয়ে আশু ও প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং সেইহেতু সংগ্রামের কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। অবশ্যই আমি সাধারণ ও মৌলিক কর্তব্যের কথা বলছি না, মৌলিক শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে যতদিন না পরিবর্তন ঘটছে ততদিন ইতিহাস যে মোড়ই নিক তাতে তার বদল হয় না। রাশিয়াতে এই সাধারণ অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা (এবং শুধু অর্থনৈতিক বিবর্তন নয়) তথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার মৌলিক সম্পর্ক, ধরা যাক, গত ছয় বছরের মধ্যে যে বদলায় নি তা অত্যন্ত পরিষ্কার।

কিন্তু এই সময়টার মধ্যে আশু ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্তব্যে ভয়ানক রকমের বদল ঘটেছে, যেমন বদল ঘটেছে প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে, — এবং **সেই হেতু** একটা জীবন্ত মতবাদ হওয়ায় মার্কসবাদের মধ্যেও তার **ভিন্ন ভিন্ন** দিক প্রধান হয়ে সামনে **না এসে পারে নি**।

কথাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে তাকিয়ে দেখা যাক গত ছয় বছরের প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কী বদল ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়বে দুটি ত্রিবর্ষ দিয়ে এই পর্বটা গঠিত: একটির শেষ মোটামুটি ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে, ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে অন্যটির। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথম ত্রিবর্ষের বৈশিষ্ট্য — রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল দিকগুলির দ্রুত পরিবর্তন, তবে এই সব পরিবর্তনের গতিপথ নিতান্ত অসমান এবং উভয় দিকেই দোদুল্যমানতার পরিসর খুবই বেশি। 'উপরিকাঠামোর' এই যে পরিবর্তন, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল রুশ সমাজের অতি **বিভিন্নতর** সব ক্ষেত্রে (ডুমার ভিতরে ও বাইরে কাজকর্ম, সংবাদপত্র, ইউনিয়ন, সভাসমিতি প্রভৃতি) **সমস্ত** শ্রেণীর এমন প্রকাশ্য, চাঞ্চল্যকর ও গণভিত্তিক অভিযান কার ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে, — পুনরায় বলে রাখছি আমরা এখানে 'সমাজবিজ্ঞানের' বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেই সীমাবদ্ধ থাকছি, — দ্বিতীয় ত্রিবর্ষের বৈশিষ্ট্য — অতি ধীরগতি এক বিবর্তন যা প্রায় অচলায়তনের সামিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি। পূর্ববর্তী পর্বে যে সব 'রঙ্গমঞ্চে' অভিযান অবারিত হয়ে উঠেছিল তাদের অধিকাংশে **শ্রেণীসমূহের** তেমন প্রকাশ্য ও বহুমুখী অভিযান কিছু ছিল না, অথবা প্রায় ছিল না।

দুই পর্বের মধ্যে সাদৃশ্য এইখানে যে দুই পর্বেই রাশিয়ার বিবর্তনটা হল যথাপূর্ব সেই একই বিবর্তন — পুঁজিবাদী বিবর্তন। অর্থনৈতিক এই বিবর্তনের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যযুগীয় পুরো একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিরোধ দূরীভূত না হয়ে আগের মতোই থেকে গেছে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আংশিক বুর্জোয়া সারবস্তু প্রবেশ করায় সে বিরোধ না কমে বরং বেড়ে যাওয়ার কথা।

দুই পর্বের মধ্যে তফাৎ এই যে প্রথম পর্বে ইতিহাসের ক্রিয়াকলাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে ছিল এই প্রশ্ন: দ্রুত ও অসমান এই সব পরিবর্তনের ফলাফল ঠিক কী দাঁড়াবে। রাশিয়ায় বিবর্তনের পুঁজিবাদী চরিত্রের ফলে এই সব পরিবর্তনের সারবস্তুটুকু বুর্জোয়া না হয়ে পারে না, কিন্তু বুর্জোয়ারও রকমফের আছে। ন্যূনাধিক নরমপন্থী উদারনীতিবাদের অনুগামী মাঝারি ও বড়ো বুর্জোয়ারা স্বীয় শ্রেণী সংস্থানের জন্যে আচমকা পরিবর্তনে ভয় পেয়েছে এবং চেষ্টা করেছে যাতে কৃষি ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক 'উপরিকাঠামোয়', উভয় ক্ষেত্রেই সাবেকী প্রতিষ্ঠানগুলির বড়ো রকমের জের বজায় থাকে। গ্রাম্য পেটি বুর্জোয়ারা 'খেটে খাওয়া' চাষীদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় একটা **ভিন্ন রকমের** বুর্জোয়া সংস্কারের জন্যে চেষ্টিত না হয়ে পারে নি — এমন সংস্কার যাতে মধ্যযুগীয় যত রকম সেকেলিপনার জায়গা থাকবে অনেক কম। চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে মজুরি-শ্রমিকেরা যে পরিমাণে সচেতন হতে পেরেছে, সেই পরিমাণে তারাও এই দুটি বিভিন্ন ধারার সংঘাত সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ না করে পারে নি, বুর্জোয়া ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই উভয়ে থাকলেও, এই ধারা দুটির মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে বুর্জোয়া ব্যবস্থার একেবারে আলাদা আলাদা রূপ, বুর্জোয়া বিকাশের একেবারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রুততা এবং তার প্রগতিশীল প্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রসরতা।

এই ভাবে মার্কসবাদের যে সব প্রশ্নকে সাধারণত রণকৌশলগত প্রশ্ন বলে ধরা হয় সেই সব সমস্যা বিগত এই ত্রিবর্ষ পর্বে সামনে এসে হাজির হয়েছিল সেটা দৈবাৎ নয়, তা ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই সব প্রশ্ন নিয়ে যেসব বিতর্ক ও মতভেদ দেখা দিয়েছিল সেগুলো বুঝি বিভিন্ন ধরনের 'ভেঁথি'পন্থীরা যা ভাবেন 'বুদ্ধিজীবীদের' কলহ, 'অপরিণত প্রলেতারিয়েতের ওপর প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম', 'বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার' একটা অভিব্যক্তি, এরকম মত পোষণ করার চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। বরং নির্দিষ্ট শ্রেণীটি পরিণতি লাভ করেছে বলেই সে রাশিয়ার সমগ্র বুর্জোয়া বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধারার সংঘাত সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারে নি এবং এই শ্রেণীর মতপ্রবক্তারা এই বিভিন্ন ধারার উপযোগী (প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে, সোজাসুজি অথবা বিপরীত প্রতিফলনে) তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ উপস্থিত না করে পারেন নি।

দ্বিতীয় ত্রিবর্ষে রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিকাশের বিভিন্ন ধারার মধ্যকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘাতটা প্রধান হয়ে সামনে আসে নি, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল 'ঘাগীরা' (১৪১) উভয় ধারাকেই পদদলিত পশ্চাৎ-নিক্ষিপ্ত গুহাতাড়িত ও সাময়িক ভাবে নির্বাপিত করে দেয়। মধ্যযুগীয় এই ঘাগীরা শুধু যে রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগ দখল করে তাই নয়, বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপকতম স্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে 'ভেঁখি'পন্থী মনোবৃত্তি, হতাশাবোধ ও মতপ্রত্যাহারের মনোভাব। পুরনো ব্যবস্থা সংস্কারের দুই পদ্ধতির মধ্যে সংঘাতটা আর ওপরে ভেসে উঠছে না, ভেসে উঠছে যে কোন রকম সংস্কার সম্পর্কেই অনাস্থা, 'বাধ্যতা' ও 'অনুতাপের' মনোভাব, সমাজবিরোধী মতবাদ নিয়ে মত্ততা, অতীন্দ্রিয়বাদের হুজুগ ইত্যাদি।

হঠাৎ এই আশ্চর্য পরিবর্তনটাও কিছু দৈবাৎ নয়, শুধুমাত্র 'বাইরেকার' চাপেরই ফল নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা পুরুষানুক্রমে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী থেকে দূরে থেকেছিল, অপরিচিত থেকেছিল, জনগণের সেই সব স্তর পূর্ববর্তী যুগটায় এমন ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে যে স্বভাবতই এবং অবশ্যম্ভাবী রূপেই শুরু হয়েছে 'সমস্ত মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন', মূল সমস্যাগুলির নতুন করে বিচার, তত্ত্ব সম্পর্কে, প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে, অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে অধ্যয়নের নতুন একটা আগ্রহ। দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার পর সহসা অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের আর এই উচ্চতায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি, পারে নি অবকাশ সে নিয়ে, প্রাথমিক সব প্রশ্নে ফিরে না এসে, নতুন এমন একটা প্রস্তুতি না নিয়ে, যাতে অসামান্য মূল্যবান সব শিক্ষা 'পরিপাক করতে' সাহায্য হবে এবং যাতে অতুলনীয় ঢের বেশি ব্যাপক জনগণ ঢের বেশি দৃঢ়, ঢের বেশি সচেতন, ঢের বেশি আত্মপ্রত্যয়ী এবং ঢের বেশি অবিচলিত ভাবে আবার সামনে এগুবার সুযোগ পাবে।

ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা দাঁড়াল এই যে প্রথম পর্বে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের সরাসরি পুনর্গঠন কার্যকরী করাই ছিল প্রধান কর্তব্যকর্ম এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিজ্ঞতার বিচার, ব্যাপকতর অংশের মধ্যে সে অভিজ্ঞতার আত্মস্থকরণ, অথবা বলা যেতে পারে, আভ্যন্তরীণ ভূমিস্তরের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশের মধ্যে তার অনুপ্রবেশ।

মার্কসবাদ যেহেতু কোনো প্রাণহীন আপ্তবাক্য নয়, পরিসমাপ্ত, প্রস্তুত, কোনো একটা অনড়-অচল মতবাদ নয়, — কর্মের জীবন্ত দিগদর্শন, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজজীবনের পরিস্থিতিতে এই সব আশ্চর্য রকমের তীব্র পরিবর্তনটাও মার্কসবাদের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়ে পারে নি। মার্কসবাদের মধ্যে একটা গভীর ভাঙন ও অনৈক্য, নানা রকমের দোলায়মানতা, এক কথায় — অতি গুরুতর একটা **আভ্যন্তরীণ** সংকট হল এই পরিবর্তনেরই একটা প্রতিফলন। এই ভাঙনের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধ, মার্কসবাদের **বনিয়াদী কথাগুলির** জন্যে দৃঢ়সংকল্প ও একরোখা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাই আবার বর্তমানের প্রধান কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যেসব শ্রেণী নিজেদের কর্তব্য নিরূপণে মার্কসবাদ গ্রহণ না করে পারে নি, তাদের অসাধারণ ব্যাপক সব স্তর পূর্ববর্তী যুগে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিল নিতান্ত একপেশে ও বিকৃত ভাবে, কোনো কোনো 'ধ্বনি', রণকৌশলগত কয়েকটি প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব তারা মুখস্থ করে নিয়েছিল তার মার্কসবাদী নিরিখ **না বুঝেই**। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'সমস্ত মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন' করতে গিয়ে মার্কসবাদের অতি বিমূর্ত ও সাধারণ দার্শনিক ভিত্তিগুলির 'শোধন' শুরু হল। নানা রকম ভাববাদী রকমফের সহ বুর্জোয়া দর্শনের প্রভাব প্রকাশ পেল মার্কসবাদীদের মধ্যে মাখপন্থার সংক্রামক রোগে। না বুঝে এবং না ভেবেচিন্তে মুখস্থ করা 'ধ্বনির' পুনরাবৃত্তি পেঁছিল ফাঁপা বুলির ব্যাপক প্রচলনে, কার্যক্ষেত্রে যা পরিণত হল একেবারেই অমার্কসীয় পেটি বুর্জোয়া সব চিন্তাধারায় — যথা প্রকাশ্য বা সসঙ্কোচ 'অৎজোভিজম' (৫৪২) নয়ত মার্কসবাদের একটি 'ন্যায়সঙ্গত রূপভেদ' হিসাবে অৎজোভিজমের স্বীকৃতি।

অন্যদিকে, যে ধারা মার্কসীয় তত্ত্ব ও কর্মকে 'নরমপন্থী ও শোভন' খাতে চালাতে চেষ্টিত তার মধ্যেও 'ভেখি'পন্থার ঝোঁক, বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশে মত-বিসর্জনের যে ঝোঁক পেয়ে বসেছে তাও অনুপ্রবেশ করেছে। এখানে মার্কসীয় বলতে অবশিষ্ট আছে শুধু বাক্যচ্ছটা, যা দিয়ে 'সোপানতন্ত্র', 'অধিনেতৃত্ব' প্রভৃতি বিষয়ে উদারনীতিবাদে-আকণ্ঠ-নিমগ্ন সব যুক্তিকে বিভূষিত করা হয়।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত যুক্তিকে পরীক্ষা করে দেখা এ প্রবন্ধের কাজ নয়। মার্কসবাদ যে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে তার গভীরতা নিয়ে এবং বর্তমান যুগের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে আগে যা বলেছি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাপারটার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকট থেকে যে প্রশ্ন উঠছে, তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বুলি কপচিয়ে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়িয়ে যাবার মতো ক্ষতিকর ও নীতিহীন আর কিছু হতে পারে না। মার্কসবাদের নানান 'পথসঙ্গীদের' ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের ফলে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বনিয়াদী বক্তব্যগুলিকে বিকৃত করা হচ্ছে একেবারে বিপরীত সব দৃষ্টিকোণ থেকে। যে সব মার্কসবাদী এই সংকটের গভীরতা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের সকলকে একত্র করে মার্কসবাদের ঐ সব তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বনিয়াদী সিদ্ধান্তসমূহকে রক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু নেই।

সমাজজীবনে সচেতন অংশগ্রহণ করার ভূমিকায় পূর্ববর্তী ত্রিবর্ষ জনগণের এমন ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তুলেছে যারা বহু ক্ষেত্রে এই প্রথম মার্কসবাদের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় স্থাপন করতে শুরু করেছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ও তা ছড়াচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। এ অবস্থায় মার্কসবাদের অভ্যন্তরে ভাঙন ঘটলে তা হবে বিশেষ রকমের বিপজ্জনক। সুতরাং কর্তব্য বলতে প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট ভাবে যা বোঝায়, এ যুগে মার্কসবাদীদের পক্ষে সেই কর্তব্য হল বর্তমানের এই ভাঙন যে অবশ্যম্ভাবী তার কারণগুলিকে উপলব্ধি করা এবং এ ভাঙনের বিরুদ্ধে সুসঙ্গত সংগ্রামের জন্যে নিজেদের সুসংহত করে তোলা।

প্রকাশিত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১০ ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৮৪—৮৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি (১৪৩)

মার্কসের মতবাদের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতা হিসাবে প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকাটা স্পষ্ট করে তোলা। মার্কস এ মতবাদ উপস্থিত করার পর সারা বিশ্বের ঘটনাধারা থেকে কি তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে?

১৮৪৪ সালে মার্কস প্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত মার্কস এবং এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' এই মতবাদের একটি সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, অদ্যাবধি যা সর্বোৎকৃষ্ট। এর পরবর্তী বিশ্বইতিহাস পরিষ্কার তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত: (১) ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে প্যারিস কমিউন (১৮৭১); (২) প্যারিস কমিউন থেকে রুশ বিপ্লব (১৯০৫); (৩) রুশ বিপ্লবের পর।

দেখা যাক এই প্রত্যেকটি পর্বে মার্কসের মতবাদের কী নিয়তি ঘটেছে।

AMARBOI.COM

১

প্রথম পর্বের শুরুতে মার্কসের মতবাদ মোটেই প্রাধান্য লাভ করে নি। সমাজতন্ত্রের অতি অসংখ্য গোষ্ঠী বা ধারার মধ্যে তা ছিল একটি অন্যতম মতবাদ মাত্র। সমাজতন্ত্রের যে সব রূপ প্রাধান্য করছিল তারা ছিল মোটের ওপর আমাদের নারোদবাদের সমগোত্রীয়: ঐতিহাসিক বিকাশের বস্তুগত ভিত্তি সম্পর্কে চেতনার অভাব; পুঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ও তাৎপর্য নির্ণয়ে অক্ষমতা; 'জনগণ', 'ন্যায়বিচার', 'অধিকার' প্রভৃতি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বুলির আড়ালে গণতান্ত্রিক সংস্কারের বুর্জোয়া চরিত্রের প্রচ্ছাদন ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাক-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের কোলাহলী রকমারি উচ্চকণ্ঠ এই সবকটি রূপই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে মারাত্মক ঘা খেল। সমস্ত দেশেই বিপ্লব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে উদ্ঘাটিত করে তাদের **কর্মে**। প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের দিনগুলিতে যখন রিপাবলিকান বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল তখন **একমাত্র** প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র চূড়ান্ত ভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়ার চাইতে উদারনীতিক বুর্জোয়ারা একশগুণ বেশি ভয় করে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীনতাকে। কাপুরুষ উদারনীতিকেরা প্রতিক্রিয়ার পদলেহন করে। সামন্ততন্ত্রের জেরটুকু নিশ্চিহ্ন হওয়া মাত্র কৃষকসম্প্রদায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গিয়ে শৃঙ্খলার সমর্থকদের পক্ষ নেয় এবং নিতান্ত মাঝে মধ্যেই কেবল **শ্রমিকদের গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের** মধ্যে দোল খায়। **অ**-শ্রেণীক সমাজতন্ত্র এবং **অ**-শ্রেণীক রাজনীতি বিষয়ে সমস্ত মতবাদই দেখা যায় নিতান্ত বাজে কথা।

বুর্জোয়া সংস্কারের এই বিকাশ সম্পূর্ণ হল প্যারিস কমিউনে (১৮৭১); কেবলমাত্র প্রলেতারিয়েতের বীরত্বের কৃপায় সংহত হল রিপাবলিক — অর্থাৎ এমন ধারার রাষ্ট্র-সংগঠন যেখানে শ্রেণী-সম্পর্কের প্রকাশ সবচেয়ে অনাবৃত।

অন্য সব ইউরোপীয় দেশেও আরো বেশি জট-পাকানো এবং কম সম্পূর্ণ এক বিকাশের পরিণতি ঘটল একই রকম দানাবাঁধা এক বুর্জোয়া সমাজে। প্রথম পর্ব (১৮৪৮—১৮৭১), ঝড়ঝাপটা ও বিপ্লবের এই পর্বের শেষ দিকে প্রাক-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের **মৃত্যু ঘটছে**। জন্ম হচ্ছে স্বাধীন **প্রলেতারীয়** পার্টির: প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪—১৮৭২) ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি।

২

প্রথম পর্বটা থেকে দ্বিতীয় পর্বটার (১৮৭২—১৯০৪) পার্থক্য হল তার 'শান্তিপূর্ণ' চরিত্র, বিপ্লবের অনুপস্থিতি। পশ্চিম তার বুর্জোয়া বিপ্লবের কাজ শেষ করেছে, প্রাচ্য তখনো সে স্তরে এসে পৌঁছয় নি।

পুনর্গঠনের ভবিষ্যৎ যুগটার জন্যে 'শান্তিপূর্ণ' প্রস্তুতির পর্যায়ে পশ্চিম প্রবেশ করল। মূলত প্রলেতারীয় এমন সব সমাজতান্ত্রিক পার্টির সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে সর্বত্র; বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করতে শিখছে তারা, গড়ে তুলছে নিজেদের দৈনিক সংবাদপত্র, নিজেদের জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতি। মার্কসের মতবাদ পরিপূর্ণ জয়লাভ করে বিস্তার লাভ করছে। প্রলেতারিয়েতের শক্তিসমূহের চয়ন ও সংগ্রহের প্রক্রিয়া, আসন্ন সংগ্রামগুলির জন্যে তাদের প্রস্তুত করার কাজ ধীরগতিতে হলেও এগিয়ে চলেছে অবিচলিত রূপে।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতাটা এমনি যে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক জয়লাভের ফলে মার্কসবাদের শত্রুরাও বাধ্য হচ্ছে নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতে। ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে যাওয়া উদারনীতিবাদ নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে সমাজতান্ত্রিক সুবিধাবাদ হিসাবে। বড়ো বড়ো সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতির পর্বটাকে তারা বোঝাচ্ছে সংগ্রামের পরিহার বলে। মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামটার লক্ষ্য নিয়ে দাসেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের অর্থ তারা করছে যেন একদলা ভাতের জন্যে দাসেদের মুক্তির অধিকারটাকেই বিক্রি করে দিতে হবে। 'সামাজিক শান্তি' (অর্থাৎ দাসমালিকদের সঙ্গে শান্তি), শ্রেণী সংগ্রামের পরিহার প্রভৃতির প্রচার শুরু করছে কাপুরুষের মতো। পার্লামেণ্টের সমাজতন্ত্রী সভ্যদের মধ্যে, শ্রমিক আন্দোলনের নানান পদাধিকারীর মধ্যে এবং 'সহানুভূতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের পক্ষপাতী অনেক।

AMARBOI.COM

৩

'সামাজিক শান্তি' এবং 'গণতন্ত্রের' আমলে ঝড়ঝাপটা আবশ্যিক নয়, তাই নিয়ে সুবিধাবাদীরা নিজেদের বাহবা দিতে না দিতেই বিপুল বিশ্বঝঞ্ঝার একটা নতুন উৎসমুখ অবারিত হল এশিয়ায়। রুশ বিপ্লবের পর দেখা দিল তুর্কী বিপ্লব, পারসিক বিপ্লব, চীন বিপ্লব। ঝঞ্ঝা এবং ইউরোপের ওপর তার 'পাল্টা প্রতিফলনের' ঠিক এই পর্বটাতেই এখন আমরা বাস করছি। যে মহান চীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ নানারকমের 'সুসভ্য' হায়েনার দল দাঁত শানাচ্ছে তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত যাই হোক, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে এশিয়ায় পুরনো ভূমিদাসত্ব ফিরিয়ে আনতে পারে, এশীয় ও অর্ধ-এশীয় দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিকতাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণসংগ্রামের প্রস্তুতি ও বিকাশের সর্তাদি সম্পর্কে যাঁরা মনোযোগ দেন নি এমন কিছু লোক ইউরোপে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম দীর্ঘদিন মুলতুবি দেখে হতাশা ও নৈরাজ্যবাদে পোঁছেছিলেন। এখন আমরা দেখছি এই নৈরাজ্যবাদী হতাশা কি পরিমাণ স্বল্পদৃষ্টি ও নির্বীর্য।

এশিয়া যে তার আশী কোটি জনগণকে নিয়ে ওই একই ইউরোপীয় আদর্শের জন্যে সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে তাতে হতাশা নয়, আমাদের আহরণ করা উচিত উল্লাস।

এশিয়ার বিপ্লবও আমাদের দেখিয়েছে উদারনীতিবাদের সেই একই মেরুদণ্ডহীনতা ও নীচতা, গণতান্ত্রিক জনগণের স্বাধীন কর্মোদ্যমের সেই একই অসামান্য গুরুত্ব এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সর্বপ্রকার বুর্জোয়াদের সেই একইরূপ সুস্পষ্ট ভেদরেখা। ইউরোপ এবং এশিয়া, উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার পর এখন অ-শ্রেণীক রাজনীতি ও অ-শ্রেণীক সমাজতন্ত্রের কথা যে বলবে সে নিতান্তই পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে অস্ট্রেলীয় কাঙ্গারুর সঙ্গে একত্রে প্রদর্শনযোগ্য।

এশীয় ধরনে না হলেও এশিয়ার পরে ইউরোপও চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৮৭২—১৯০৪ সালের ‘শান্তিপূর্ণ’ পর্বের নিঃশেষ সমাপ্তি ঘটেছে—সে পর্ব আর ফেরার নয়। উচ্চমূল্য এবং ট্রাস্টগুলির পীড়নের ফলে দেখা দিচ্ছে অর্থনৈতিক সংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্রতাবৃদ্ধি, যাতে উদারনীতিবাদে সর্বাধিক অধঃপতিত বৃটিশ শ্রমিকেরাও সচল হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনেই একটি রাজনৈতিক সংকট দানা বেঁধে উঠছে এমনকি এই চূড়ান্ত রকমের ‘ঝানু’ বুর্জোয়া-যুঙ্কার দেশ জার্মানিতে পর্যন্ত। ক্ষিপ্ত অস্ত্রসজ্জা এবং সাম্রাজ্যবাদী পলিসিতে আধুনিক ইউরোপ এমন একটি ‘সামাজিক শান্তিতে’ পোঁছেছে যাকে বারুদের পিপে বলেই সবচেয়ে বেশি মনে হবে। এদিকে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির ভাঙন এবং প্রলেতারিয়েতের পরিপক্কতা এগিয়ে চলেছে অবিরাম।

মার্কসবাদের উদ্ভবের পর বিশ্বইতিহাসের যে তিনটি বড়ো বড়ো পর্ব গেছে তার প্রত্যেকটিতেই পাওয়া গেছে মার্কসবাদের যথার্থতার নতুন নতুন প্রমাণ এবং নতুন নতুন বিজয়। ইতিহাসের যে পর্ব এখন সামনে আসছে তাতে প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হিসাবে আরো বৃহত্তর বিজয় ঘটবে মার্কসবাদের।

প্রকাশিত ১লা মার্চ, ১৯১৩ — ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১—৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রণকৌশল প্রসঙ্গে পত্রাবলী'

পুস্তিকা থেকে

প্রথম চিঠি
নির্দিষ্ট মুহূর্তের মূল্যায়ন

মার্কসবাদ আমাদের কাছ থেকে শ্রেণীর সহসম্পর্ক ও প্রতিটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যের একান্ত যথাযথ, বাস্তবে পরীক্ষণীয় খতিয়ান দাবি করে। রাজনীতির যে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধতার দিক থেকে সর্বদা বাধ্যতামূলক এই দাবির প্রতি আমরা বলশেভিকরা সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

'আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগ্‌দর্শন' (১৪৪) — সর্বদাই এই কথা বলতেন মার্কস ও এঙ্গেলস, 'সূত্র' মুখস্থ ও তার মামুলী পুনরাবৃত্তিকে সঙ্গত কারণেই বিদ্রূপ করতেন; সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সে সূত্রে কেবল **সাধারণ** কর্তব্য নির্দেশ সম্ভব, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি বিশেষ **পর্যায়ে প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট** অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে কর্তব্যের প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটে।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে বর্তমানে তার কর্তব্য এবং ক্রিয়ার রূপ নির্ধারণের জন্যে কোন যথাযথ-নির্দিষ্ট বাস্তব **ফ্যাক্ট** অনুসারে চালিত হওয়া উচিত?

১৯১৭ সালের ২১শে ও ২২শে মার্চের ১৪ ও ১৫ নং 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত আমার প্রথম 'দূরের চিঠিতে' ('প্রথম বিপ্লবের প্রথম পর্যায়') এবং আমার থিসিসগুলিতে আমি 'রাশিয়ায় বর্তমান মুহূর্তের বৈশিষ্ট্য' নির্ধারণ করি বিপ্লবের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে **উত্তরণের** পর্ব হিসাবে। সেইজন্যেই এ মুহূর্তের মূল ধ্বনি, 'দিনের কর্তব্যকর্ম' বলে গণ্য করি: 'শ্রমিকেরা, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে তোমরা প্রলেতারীয় ও জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরত্বের অলৌকিকতা দেখিয়েছ, বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেদের বিজয় আয়োজনের জন্যে তোমাদের দেখাতে হবে প্রলেতারীয় ও সর্বজাতীয় সংগঠনের অলৌকিকতা' ('প্রাভদা', ১৫ নং)।

প্রথম পর্যায়টা কী?

বুর্জোয়ার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল একটি সাবেকী শ্রেণী, যথা নিকোলাই রমানভ শীর্ষক সামন্ত-অভিজাত-জমিদার শ্রেণীর হাতে।

এ বিপ্লবের পর ক্ষমতা গেছে **অন্য** একটি নতুন শ্রেণী, যথা **বুর্জোয়ার** হাতে।

একটা **শ্রেণীর** হাত থেকে অন্য **শ্রেণীর** নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই হল কথাটির সঠিক-বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক-রাজনৈতিক উভয় অর্থেই **বিপ্লবের** প্রথম, প্রধান ও মূল লক্ষণ।

এই পরিমাণে রাশিয়ায় বুর্জোয়া অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব **সমাপ্ত হয়েছে।**

এইখানটায় 'পুরনো বলশেভিক' বলে সাগ্রহেই নিজেদের অভিহিত করে এমন লোকেদের আপত্তির কোলাহল শুনি: কিন্তু আমরা কি চিরকালই বলে আসি নি যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয় কেবল 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে'? কৃষি বিপ্লবটা কি সমাপ্ত হয়েছে, যেটাও হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক? এটা কি সত্য নয় যে সে বিপ্লব **এখনো** শুরুই হয় **নি**?

আমার উত্তর: বলশেভিক ধ্বনি ও ধারণা **মোটের ওপর** ইতিহাসে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যা আশা করা সম্ভব ছিল (যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে) **বাস্তব** ব্যাপার তার চেয়ে অনেক অভিনব, স্বকীয় ও বিচিত্র একটা **অন্য** রূপ নিয়েছে।

এ সত্য উপেক্ষা করা, ভুলে যাওয়ার অর্থ হবে সেই সব 'পুরনো বলশেভিকদের' অনুকরণ করা, যারা নতুন ও জীবন্ত বাস্তবতার স্বকীয়তা **অনুধাবনের** বদলে **মুখস্থ** সূত্রের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি করে আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটা শোচনীয় ভূমিকা কম নেয় নি।

'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' রুশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবে **ইতিমধ্যেই** কার্যকরী হয়েছে*, কেননা এ 'সূত্রটায়' কেবল **শ্রেণী সহসম্পর্কের** কথাই ধরা হয়, এই সহসম্পর্ক, এই সহযোগিতাকে **রূপায়িত করার মতো প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান** ধরা হয় না। 'শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত' — এই হল আপনার বাস্তব জীবনে রূপায়িত 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।'

এ সূত্রটা ইতিমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে। সূত্রের রাজ্য থেকে জীবন তাকে টেনে এনেছে বাস্তবতার রাজ্যে, তাকে রক্তে মাংসে গড়ে তুলেছে, মূর্তপ্রত্যক্ষ করে তুলেছে, এবং **তাতে করে** তার অদলবদল ঘটিয়েছে।

সামনে এসেছে এবার অন্য এক নতুন কর্তব্য: এই একনায়কত্বের **অভ্যন্তরে** প্রলেতারীয় উপাদান (প্রতিরক্ষা-বিরোধী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, 'কমিউনিস্ট-পন্থী', কমিউনে উত্তরণের পক্ষপাতী) এবং **ক্ষুদে মালিকী** বা **পেটি বুর্জোয়া** উপাদানগুলির (চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেক্লভ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প্রভৃতি বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদী, কমিউনমুখী আন্দোলনের বিরোধী, বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া সরকার 'সমর্থনের' পক্ষপাতীরা) মধ্যে বিচ্ছেদ।

যে **এখন** কেবলমাত্র 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' কথা বলে সে বাস্তব জীবন থেকে পেছিয়ে পড়েছে, সেই কারণে সে আসলে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের বিপরীতে **সরে গেছে** পেটি বুর্জোয়ার কাছে, তাকে জমা দেওয়া দরকার 'বলশেভিকী' প্রাক-বিপ্লবী দুর্লভ বস্তুর মহাফেজখানায় (নাম দেওয়া যেতে পারে: 'পুরনো বলশেভিকদের' মহাফেজখানা)।

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু অসাধারণ একটা স্বকীয় ধরনে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ অদলবদল সমেত। তা নিয়ে আমি পরের একটা চিঠিতে বিশেষ ভাবে বলব। বর্তমানে এই তর্কাতীত সত্যটি আত্মস্থ করা দরকার যে মার্কসবাদীদের উচিত, প্রত্যক্ষ জীবনকে, **বাস্তবতার** যথাযথ তথ্যগুলিকে হিসাবে নেওয়া, গতকালের সে তত্ত্ব আঁকড়ে থাকা উচিত নয়, যা প্রতিটি তত্ত্বের মতো সর্বোত্তম ক্ষেত্রে কেবল মূল ও সাধারণ দিকটারই উল্লেখ করে থাকে, জীবনের সমস্ত জটিলতা আলিঙ্গন করার **কাছাকাছি যায়** মাত্র।

---

* একটা নির্দিষ্ট রূপে ও নির্দিষ্ট মাত্রায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তত্ত্বটা, বন্ধু, ধূসর, কিন্তু জীবনের শাশ্বত তরুটি সবুজ।' (১৪৫)

বুর্জোয়া বিপ্লবের 'সমাপ্তির' প্রশ্নটা যে **পুরনো কায়দায়** হাজির করে, সে মৃত অক্ষরের যূপকাষ্ঠে বলি দেয় জীবন্ত মার্কসবাদকে।

পুরনো মতে দাঁড়ায়: প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের রাজত্ব, তাদের একনায়কত্ব আসতে পারে ও আসা উচিত বুর্জোয়া প্রভুত্বের **পর**।

আর বাস্তব জীবনে **ইতিমধ্যেই** দাঁড়িয়েছে অন্যরকম: **দুটিরই** এক অসাধারণ, স্বকীয়, অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব **বিজড়ন** দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, একত্রে, একই সময়ে বিদ্যমান রয়েছে বুর্জোয়ার প্রভুত্ব (লুভভ ও গুচ্‌কোভের সরকার) **এবং** প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, যা **স্বেচ্ছায়** ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে বুর্জোয়াকে, স্বেচ্ছায় পরিণত হচ্ছে তার লেজুড়ে।

কেননা একথা ভোলা উচিত নয় যে পেত্রগ্রাদে ক্ষমতা কার্যত শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতে; নতুন সরকার তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করছে না ও করতে অক্ষম, কেননা পুলিস **নেই**, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৈন্যবাহিনী **নেই**, জনগণের **ওপর** সর্বশক্তিমত্তায় দণ্ডায়মান কোনো আমলাতন্ত্র **নেই**। এটা বাস্তব সত্য, যা প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এ সত্যটা পুরনো ছকে আঁটে না। **সাধারণ ভাবে** 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের একনায়কত্বের' অধুনা অর্থহীন কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি না করে ছকটাকেই জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারা চাই।

ভালো করে আলোকপাতের জন্যে অন্যদিক থেকে প্রশ্নটায় এগুনো যাক।

শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণের যথাযথ ভিত্তিটা থেকে মার্কসবাদীদের সরে আসা চলে না। বুর্জোয়ারা ক্ষমতায়। কিন্তু কৃষক জনগণও কি অন্য স্তরের, অন্য প্রকৃতির, অন্য চরিত্রের বুর্জোয়া নয়? কোত্থেকে একথা আসে যে **এই** স্তরটা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব 'সমাপ্ত করে' ক্ষমতায় যেতে **পারবে না**? কেন সেটা অসম্ভব?

প্রায়ই এই যুক্তি দেয় পুরনো বলশেভিকরা।

আমার জবাব: সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু নির্দিষ্ট মুহূর্তটির খতিয়ানে মার্কসবাদীকে এগুতে হবে সম্ভবপর থেকে **নয়**, বাস্তবিকটা থেকে।

বাস্তব ঘটনা থেকে এই **সত্যটাই** দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীন ভাবে নির্বাচিত সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিরা স্বাধীন ভাবে দ্বিতীয় সমান্তরাল সরকারটিতে প্রবেশ করছে, স্বাধীন ভাবে তার পরিপূরণ, পরিবর্ধন ও পুনর্গঠন করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সমান স্বাধীন ভাবেই তারা ক্ষমতা **ছেড়ে দিচ্ছে** বুর্জোয়ার কাছে — ঘটনাটায় মার্কসবাদের তত্ত্ব এতটুকু 'খণ্ডিত' হচ্ছে না, কেননা আমরা বরাবর জানতাম ও বারবার বলেছি যে বুর্জোয়ারা টিকে থাকে শুধু বলপ্রয়োগেই **নয়,** জনগণের অচেতনতা, গতানুগতিকতা, আতুরতা ও সংগঠনহীনতার জন্যেও।

আজকের দিনের এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনা থেকে চোখ ফিরিয়ে 'সম্ভবনার' কথা বলা একেবারে হাস্যকর।

কৃষকরা সমস্ত জমি ও সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তা সম্ভব। আমি সে সম্ভাবনা ভুলে যাচ্ছি না তাই নয়, শুধু আজকের দিনের দৃষ্টি পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকছি না তাই নয়, কৃষি কর্মসূচিকে সোজাসুজি ও যথাযথ সূত্রবদ্ধ করছি **নতুন** ঘটনাটার হিসেব নিয়ে, যথা: মালিক কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের গভীরতর বিচ্ছেদ।

কিন্তু আরেকটা জিনিসও সম্ভব: সম্ভব যে কৃষকেরা হয়ত পেটি বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির (১৪৬) উপদেশ শুনবে, যারা বুর্জোয়ার প্রভাবাধীন, ফিরে গেছে প্রতিরক্ষাবাদে, সংবিধান সভা (১৪৭) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছে, যদিও তা ডাকার তারিখ পর্যন্ত এখনো ধার্য হয় নি!*

সম্ভব যে কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মিটমাটটা **টিকিয়ে রাখবে** ও চালিয়ে যাবে, যে মিটমাটটা তারা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত মারফত নিষ্পন্ন করেছে শুধু বাহ্যত নয়, বাস্তবত।

অনেক কিছুই সম্ভব। কৃষি আন্দোলন ও কৃষি কর্মসূচির কথা ভুলে যাওয়া হবে প্রচণ্ড ভুল। কিন্তু সমান ভুল হবে **বাস্তবতাকে** ভুলে যাওয়া, যা থেকে আমরা **আপোসের ঘটনাটা** — অথবা আরো যথার্থ, কম উকিলী, বেশি অর্থনৈতিক শ্রেণীগত একটা পরিভাষা ব্যবহার করলে — বুর্জোয়ার সঙ্গে কৃষকদের **শ্রেণী সহযোগিতার** ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি।

---

* আমার কথাগুলো যাতে কেউ ভুল না বোঝেন, তার জন্যে এখুনি আগে থেকেই বলে রাখছি: আমি ক্ষেতমজুর ও কৃষক **সোভিয়েতগুলি কর্তৃক এখনি সমস্ত** জমি গ্রহণের পক্ষে, কিন্তু **নিজেরাই** তারা যেন কঠোর ভাবে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা মেনে চলে, যন্ত্রপাতি, ভবনাদি ও পশুপালের সামান্যতম ক্ষতি হতে না দেয়, কোনো ক্রমেই যেন জোত ও শস্যোৎপাদন বানচাল না করে, বরং তা **বাড়িয়ে তোলে,** কেননা সৈন্যদের দরকার দ্বিগুণ বেশি রুটি এবং লোকের উপোস দেওয়া উচিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ঘটনাটা যখন আর ঘটনা হয়ে থাকবে না, কৃষকেরা যখন বুর্জোয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, জমি দখল করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, ক্ষমতা দখল করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, — তখন সেটা হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন পর্যায় এবং তা নিয়ে হবে অন্য আলোচনা।

ওই রকম ভবিষ্যৎ একটা পর্যায়ের সম্ভাবনার কথা ভেবে যে মার্কসবাদী ভুলে যায় তার **বর্তমানের** দায়িত্ব, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে **আপোস করছে,** সে পরিণত হয় পেটি বুর্জোয়ায়। কেননা কার্যক্ষেত্রে সে প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রচার করছে, পেটি বুর্জোয়াকে **বিশ্বাস করো** ('বুর্জোয়ার কাছ থেকে ওদের, এই পেটি বুর্জোয়ার, এই কৃষকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওতার মধ্যেই')। প্রীতিকর ও সুমধুর যে ভবিষ্যতে কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়ে থাকবে **না,** সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেক্লভরা হবে **না** বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুল, এই প্রীতিকর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে সে ভুলে যায় **অপ্রীতিকর বর্তমানটা,** যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়েই আছে, বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুলবৃত্তি, 'হুজুর বাহাদুর' ল্ভভের বিরোধী দলের (১৪৮) ভূমিকা ছাড়ছে না সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা।

আমাদের অনুমান করে নেওয়া এই লোকটি হবে মধুর লুই ব্লাঁ, মিষ্টি কাউৎস্কিপন্থীর মতো, কিন্তু মোটেই বিপ্লবী মার্কসবাদী নয়।

কিন্তু আত্মমুখীতায় পা দেওয়ার বিপদ, যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিপ্লব এখনো অসমাপ্ত, এখনো কৃষক আন্দোলন যাতে ফুরিয়ে যায় নি তা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে 'ডিঙিয়ে যাবার' বিপদ দেখা যাচ্ছে না কি?

যদি বলতাম 'জার নয়, **শ্রমিকদের** সরকার' (১৪৯), তাহলে এ বিপদ থাকত। কিন্তু আমি এ কথা বলি **নি,** বলেছি অন্য কথা। আমি বলেছি যে রাশিয়ায় (বুর্জোয়া সরকারের কথা ছেড়ে দিলে) শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত **ছাড়া** অন্য কোনো সরকার হতে **পারে না।** আমি বলেছি, রাশিয়ায় ক্ষমতা এখন গুচকোভ ও ল্ভভের হাত থেকে আসতে পারে **কেবল** এই সোভিয়েতগুলির হাতে, আর তাতে **ঠিক** কৃষকদেরই প্রাধান্য, সৈনিকদের প্রাধান্য, পেটি বুর্জোয়ার প্রাধান্য (বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী পরিভাষায়, চলতি মামুলী বা পেশাগত পরিচয়ে নয়, শ্রেণী পরিচয়ে)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার থিসিসগুলিতে আমি ফুরিয়ে-না-যাওয়া কৃষক অথবা সাধারণ ভাবে পেটি বুর্জোয়া আন্দোলন ডিঙিয়ে যাবার, শ্রমিক সরকার কর্তৃক 'ক্ষমতা দখলের' **খেলার**, ব্লাঙ্কিপন্থী কোনো রকম দুষ্প্রয়াসের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ রেখেছি, কেননা আমি সোজাসুজি প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছি। আর সবাই জানেন, ১৮৭১ সালে মার্কস ও ১৮৯১ সালে এঙ্গেলস (১৫০) যা বিশদে দেখিয়েছেন, সে অভিজ্ঞতার শিক্ষায় একেবারেই বাদ পড়ে ব্লাঙ্কিবাদ, পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয় **অধিকাংশের** সরাসরি, প্রত্যক্ষ ও প্রশ্নাতীত আধিপত্য, এবং কেবল এই অধিকাংশের **সচেতন** অভিযানের মাত্রা মেনেই জনসক্রিয়তা।

থিসিসগুলিতে আমি পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্টতায় ব্যাপারটা টেনে এনেছি শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক ও সৈন্য প্রতিনিধি সোভিয়েতের **অভ্যন্তরে প্রভাব অর্জনের সংগ্রামে**। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ না রাখার জন্যে আমি ধৈর্য ধরে, লেগে থেকে, '**জনগণের ব্যবহারিক** চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যামূলক' কাজের আবশ্যকতায় **দুবার** জোর দিয়েছি।

অজ্ঞেরা অথবা শ্রী প্লেখানভ ইত্যাদির মতো মার্কসবাদের বেইমানরা নৈরাজ্যবাদ, ব্লাঙ্কিবাদ ইত্যাদির হল্লা তুলতে পারেন। যে ভাবতে চায় ও শিখতে চায় সে একথা না বুঝে পারে না যে ব্লাঙ্কিবাদ হল সংখ্যালঘু কর্তৃক ক্ষমতা দখল আর শ্রমিক ইত্যাদির প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি নিঃসন্দেহেই হল **অধিকাংশ** জনগণের সরাসরি ও সোজাসুজি সংগঠন। সেরূপ সোভিয়েতের **অভ্যন্তরে** প্রভাব অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত কাজ ব্লাঙ্কিবাদের জলায় গিয়ে পড়তে পারে না, কিছুতেই **পারে না**। নৈরাজ্যবাদের জলাতেও তা পথ হারাতে পারে না, কেননা বুর্জোয়া প্রভুত্ব থেকে প্রলেতারীয় প্রভুত্বে **উৎক্রমণের** যুগে **রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আবশ্যকতা** বর্জনই হল নৈরাজ্যবাদ। আর কোনো রকম ভুলবোঝার অবকাশহীন স্পষ্টতায় আমি এই যুগের জন্যে রাষ্ট্রের আবশ্যকতা **সমর্থন করছি**; কিন্তু মার্কস ও প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা অনুসারে, সে রাষ্ট্র চলতি পার্লামেণ্টী বুর্জোয়া রাষ্ট্র নয়, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী **ছাড়া**, জন-বিরোধী পুলিস **ছাড়া**, জনগণের ঘাড়ে চাপানো আমলাতন্ত্র **ছাড়া** এক রাষ্ট্র।

শ্রী প্লেখানভ যদি তাঁর 'ইয়েদিনস্তভো' পত্রিকায় প্রাণপণে নৈরাজ্যবাদের চিৎকার তোলেন, তবে তাতে মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদই শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে। ১৮৭১, ১৮৭২, ১৮৭৫ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস রাষ্ট্র সম্পর্কে কী শিক্ষা দিয়েছেন তা বলার জন্যে 'প্রাভদায়' (২৬ নং) আমি যে চ্যালেঞ্জ করি প্লেখানভকে তার জবাব দিতে হচ্ছে ও জবাব দিতে হবে আসল কথাটায় নীরব থেকে ও ক্ষিপ্ত বুর্জোয়াদের ঢঙে চেঁচামেচি করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদের শিক্ষামালা ভূতপূর্ব মার্কসবাদী শ্রী প্লেখানভ **একেবারেই** বোঝেন নি। প্রসঙ্গত, নৈরাজ্যবাদ নিয়ে লেখা তাঁর জার্মান পুস্তিকাটিতেও (১৫১) তাঁর এই না বোঝার বীজ আছে।

১৯১৭, ৮ থেকে ১৩ (২১ থেকে ২৬) এপ্রিলের মধ্যে লেখা

৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৩২—১৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশু রোগ'

বই থেকে

...একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে বলশেভিকবাদ বিদ্যমান রয়েছে ১৯০৩ সাল থেকে। বলশেভিকবাদের অস্তিত্বের এই **সমগ্র** পর্বটার ইতিহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে কী কারণে দুরূহতম পরিস্থিতিতেও তা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের জন্যে আবশ্যক লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন ওঠে: প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির শৃঙ্খলা টিকে থাকে কিসে? তার যাচাই হয় কিসে? কিসে তা সংহত হয়? প্রথমত প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর সচেতনতা, তার বিপ্লবনিষ্ঠা, তার সহ্যশক্তি, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে। দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয়, **কিন্তু সেই সঙ্গে অ-প্রলেতারীয়** মেহনতী জনের **ব্যাপক** অংশের **সঙ্গেও** যোগস্থাপনের, ঘনিষ্ঠতার এবং কিছুটা পরিমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহিনী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সঠিকতায়, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতায় ও এই সর্তে যেন ব্যাপকতম জনগণ তাদের **নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই** সে সঠিকতায় নিঃসন্দেহ হয়। এই সর্তগুলো ছাড়া বিপ্লবী যে পার্টি সত্যসত্যই বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণীর পার্টি হতে সমর্থ, সে পার্টিতে শৃঙ্খলা কার্যকরী করা অসাধ্য। এই সর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধারিত রূপেই পরিণত হয় ফাঁকা কথায়, বুলিতে, তামাশায়। আবার অন্যদিকে এ সর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না। সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে; তা গড়ে তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজ হয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে, যে তত্ত্বটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল সত্যসত্যই গণ ও সত্যসত্যই বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে।

বলশেভিকরা যে ১৯১৭—১৯২০ সালে অভূতপূর্ব দুরূহ পরিস্থিতিতেও কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ ও লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলে সার্থক ভাবে তা চালু করতে পেরেছে তার কারণ নিহিত একান্তই রাশিয়ার একগুচ্ছ ঐতিহাসিক বিশেষত্বে।

একদিকে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকবাদ উদিত হয় মার্কসবাদী তত্ত্বের সবচেয়ে পাকা বনিয়াদের ওপর। এবং একমাত্র এই বিপ্লবী তত্ত্বেরই সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে শুধু গোটা উনিশ শতকের বিশ্ব অভিজ্ঞতাতেই নয়, বিশেষ করে রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তার বিভ্রান্তি ও টলায়মানতা, ভুল ও মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেও। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, মোটামুটি গত শতকের ৪০-এর দশক থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত অদৃষ্টপূর্ব রকমের বর্বর ও প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পীড়নতলে রাশিয়ায় অগ্রণী ভাবনা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের জন্যে সতৃষ্ণ সন্ধান চালিয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি 'শেষ কথার' অনুশীলন করেছে অনন্য অধ্যবসায়ে ও খুঁটিয়ে। একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব হিসাবে রাশিয়া মার্কসবাদকে **গ্রহণ করেছে** অভূতপূর্ব কষ্ট ও আত্মোৎসর্গ, অদৃষ্টপূর্ব বিপ্লবী বীরত্ব, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সন্ধান, অধ্যয়ন, ব্যবহারিক প্রয়োগ, মোহভঙ্গ, যাচাই ও তুলনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উদ্যম ও নিঃস্বার্থপরতার অর্ধশতক ব্যাপী ইতিহাসের সত্যিকারের **যন্ত্রণা উত্তীর্ণ হয়ে**। জারতন্ত্রের আমলে বাধ্যতামূলক দেশান্তরগমনের কল্যাণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এমন একটা ঐশ্বর্য, বিপ্লবী আন্দোলনের বিশ্ব প্রচলিত রূপ ও তত্ত্ব সম্পর্কে এমন চমৎকার জ্ঞান অর্জন করে যা বিশ্বের আর কোনো দেশে ঘটে নি।

অন্যদিকে, তত্ত্বের এই পাথুরে বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে বলশেভিকবাদ পনের বছর ধরে (১৯০৩—১৯১৭) ব্যবহারিক কাজের এক ইতিহাস গড়েছে, যার অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য জগতে অতুলনীয়। কেননা এই ১৫ বছরে বিশ্বের কোনো একটা দেশও বিপ্লবী পরীক্ষার দিক থেকে, বৈধ ও অবৈধ, শান্ত ও ঝোড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য, চক্রনির্ভর ও গণনির্ভর, পার্লামেণ্টারী ও সহিংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের রূপ বদলের দ্রুততা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এতখানি অভিজ্ঞতার ধারে কাছেও যায় নি। কোনো একটা দেশেও এত সংক্ষিপ্ত পর্বকালের মধ্যে আধুনিক সমাজের **সমস্ত** শ্রেণীর সংগ্রামের রূপ, রূপভেদ ও পদ্ধতির এমন সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হয় নি, তদুপরি সেটা এমন এক সংগ্রাম যা দেশের পশ্চাৎপদতা ও জারতন্ত্রের জোয়ালের চাপে বিশেষ দ্রুততায় পেকে ওঠে, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার 'শেষ কথাটা' তা বিশেষ রকমের আগ্রহ ও সার্থকতায় আত্মস্থ করে নেয়।

এপ্রিল — মে, ১৯২০ ৪১শ খণ্ড, পৃঃ ৬—৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য'

প্রবন্ধ থেকে

...পত্রিকার ১ম—২য় সংখ্যায় উদ্বোধনী বিবৃতিতে সম্পাদকমণ্ডলী যে কর্মধারা ঘোষণা করেছেন তার সারাংশ ও কর্মসূচিকে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট করার মতো কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' পত্রিকার (১৫২) চারপাশে যারা সম্মিলিত হয়েছেন তাঁরা সবাই কমিউনিস্ট নন, তবে সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদী। আমার ধারণা কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্টদের এই জোট নিঃসন্দেহেই আবশ্যক, এবং পত্রিকাটির কর্তব্য তাতে সঠিক ভাবেই নির্ধারিত হচ্ছে। বিপ্লব যেন বা একলা বিপ্লবীরাই সাধন করতে পারে, এই ধারণাটা হল কমিউনিস্টদের (সাধারণ ভাবে বিপ্লবীদেরও, যাঁরা মহা বিপ্লবের সূত্রপাত করেছেন সফল ভাবেই) একটি অন্যতম বৃহৎ ও বিপজ্জনক ভুল। বরং যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজের সাফল্যের জন্যে এই কথাটা বুঝে বাস্তবে রূপায়িত করা দরকর যে বিপ্লবীরা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল সত্যসত্যই প্রাণবান ও অগ্রণী একটি শ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে। অগ্রবাহিনী তার অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল তখন যখন সে তার পরিচালিত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সত্যি করেই সমগ্র জনগণকে সামনে চালাতে পারে। ক্রিয়াকলাপের অতি বিভিন্ন সব ক্ষেত্রে অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট না বাঁধলে কমিউনিস্ট নির্মাণে কোনো সাফল্যের কথাই উঠতে পারে না।

'পদ্ জ নামেনেম মার্কসিজমা' পত্রিকা যাতে নেমেছে, বস্তুবাদ ও মার্কসবাদ সমর্থনের সে কাজেও এ কথা প্রযোজ্য। রাশিয়ার অগ্রণী সমাজচিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান প্রধান ধারায় সৌভাগ্যবশত পাকা বস্তুবাদী ঐতিহ্য বর্তমান। গ. ভ. প্লেখানভের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চের্নিশেভস্কির নাম করাই যথেষ্ট — হাল ফ্যাশনী প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মতবাদের সন্ধানে, ইউরোপীয় বিদ্যার তথাকথিত 'শেষ কথার' চুমকিতে মজে আধুনিক নারোদনিকরা (নারোদবাদী সমাজতন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ইত্যাদি) যাঁর কাছ থেকে পেছু হটেছে, সে চুমকির তলে তারা বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, বুর্জোয়া কুসংস্কার ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার কোনো রকম দাস্যবৃত্তির রকমফেরটা ধরতে পারে না।

অন্তত রাশিয়ায় অ-কমিউনিস্টদের শিবিরে এখনো বস্তুবাদীরা আছেন ও নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘদিন থাকবেন, এবং দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত 'সুধী সমাজের' দার্শনিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুসঙ্গত ও সংগ্রামী বস্তুবাদের সমস্ত অনুগামীদের সম্মিলিত কাজের মধ্যে টেনে আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক সমাজে দর্শনের অধ্যাপকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' ছাড়া কিছু নয়, এই যে উক্তি করেছিলেন দিৎস্‌গেন-পিতা (যেমন হামবড়া তেমনি অসার্থক তাঁর সাহিত্যিক পুত্রের সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলার দরকার নেই) তাতে তিনি বুর্জোয়া দেশগুলিতে প্রচলিত তাদের পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিকদের মনোযোগধন্য দার্শনিক ধারাগুলি সম্পর্কে মার্কসবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ করেন বেশ সঠিক, যুতসই পরিষ্কার করে।

আমাদের রুশী যে বুদ্ধিজীবী অন্যান্য দেশে তাদের সহভ্রাতাদের মতোই নিজেদের প্রাগ্রসর লোক বলে ভাবতে ভালোবাসে, তারা কিন্তু দিৎস্‌গেনের ভাষায় প্রকাশিত ওই মূল্যায়নের পটে সমস্যাটা টেনে আনতে মোটেই ভালোবাসে না। তবে, এটা তারা ভালোবাসে না কারণ সত্যটা তাতে চোখে বেঁধে। শাসক বুর্জোয়ার কাছে আধুনিক শিক্ষিত লোকেদের রাষ্ট্রিক, তৎপর সাধারণ অর্থনৈতিক, তারপর সামাজিক ও অন্যান্য সমস্ত নির্ভরশীলতার কথা কিছুটা ভাবলেই বোঝা যাবে দিৎস্‌গেনের কঠোর মন্তব্যটা একান্ত সঠিক। রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত দার্শনিক ধারাগুলো থেকে শুরু করে আজ যেগুলো আইনস্টাইনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, ইউরোপীয় দেশগুলোয় ঘন ঘন মাথা চাড়া দেওয়া এই সব বিপুল পরিমাণ ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারার কথা মনে করলেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ধর্মের নানা রূপভেদের প্রতি তার সমর্থনের সঙ্গে ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারাগুলোর সারার্থের সম্পর্কটা কী।

যা বলা হল তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তাকে সংগ্রামী মুখপত্র হতে হবে প্রথমত, সমস্ত আধুনিক 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশীদের' অটল স্বরূপমোচন ও সমালোচনার দিক থেকে, তা তারা সরকারী বিদ্যার প্রতিনিধি হিশেবেই কথা বলুন, অথবা নিজেদের 'বাম গণতন্ত্রী বা ভাবাদর্শে সমাজতন্ত্রী' প্রাবন্ধিক ঘোষণা করে স্বাধীন লেখক হিশেবেই দেখা দিন।

দ্বিতীয়ত, এরূপ পত্রিকাকে হতে হবে সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদের মুখপত্র। এ কাজ চালাবার মতো সংস্থা অন্তত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে। কিন্তু কাজটা চলছে চূড়ান্ত রকম শৈথিল্যে, চূড়ান্ত রকম অসন্তোষজনক ভাবে, বোঝা যায় আমাদের খাঁটি রুশী (সোভিয়েত হলেও) আমলাতান্ত্রিকতার সাধারণ পরিস্থিতির চাপ সয়ে। সেইজন্যেই আমাদের ওই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিপূরণে, তার সংশোধনে, এবং তার সঞ্জীবনে, জঙ্গী বস্তুবাদের মুখপত্র হবার কর্তব্যধারী পত্রিকাটির অক্লান্ত নিরীশ্বরবাদী প্রচার ও সংগ্রাম চালানো অত্যন্ত জরুরী। এযাবৎ থেকে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য মন দিয়ে অনুসরণ করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে যা কিছুটা মূল্যবান এমন সবকিছুরই অনুবাদ অন্তত সারার্থ প্রকাশ করা দরকার।

এঙ্গেলস অনেক আগেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্যে আঠারো শতকের শেষের সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য অনুবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আধুনিক প্রলেতারিয়েতের নেতাদের (১৫৩)। আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা, এতদিন পর্যন্তও আমরা সেটা করি নি (বিপ্লবী যুগে ক্ষমতা দখল করা যে সে ক্ষমতার সঠিক সদ্ব্যবহারের চেয়ে অনেক সহজ তার অসংখ্য সাক্ষ্যের একটি এটা)। মাঝে মাঝে আমাদের এই শৈথিল্য, আলস্য ও অকর্মণ্যতার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় 'গালভরা' সব যুক্তিতে, যেমন, আরে বাপু আঠারো শতকের নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য যে অচল, অবৈজ্ঞানিক, নাবালকোচিত ইত্যাদি। হয় পুঁথিবাগীশি নয় মার্কসবাদ বোঝার পূর্ণ অক্ষমতা চাপা দেওয়া এই ধরনের পণ্ডিতম্মন্য কূটতর্কের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। অবশ্যই আঠারো শতকী বিপ্লবীদের নিরীশ্বরবাদী রচনায় অবৈজ্ঞানিক ও নাবালকোচিত জিনিস কম মিলবে না। কিন্তু সে সব রচনাকে সংক্ষিপ্ত করতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো শতকের শেষ থেকে ধর্মের বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় মানবজাতির যে প্রগতি হয়েছে তার উল্লেখ করে, এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম বইয়ের উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট যোগ করতে প্রকাশকদের বাধা কোথায়? লক্ষ লক্ষ যে জনগণকে (বিশেষ করে কৃষক ও কারুজীবী) আধুনিক সমাজ তমসা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিপতিত করেছে তারা কেবল বিশুদ্ধ মার্কসবাদী জ্ঞানালোকের সোজাসুজি পথে এ তমসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এ কথা ভাবা হবে মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভবপর সবচেয়ে মহা ভুল ও জঘন্য ভুল। এই জনগণকে দেওয়া উচিত নিরীশ্বরবাদী প্রচারের অতি বিচিত্র সব মালমসলা, পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত জীবনের নানা ক্ষেত্রের তথ্যের সঙ্গে, নানা ভাবে এগুতে হবে তাদের দিকে, যাতে তাদের আকৃষ্ট করা যায়, জাগিয়ে তোলা যায় ধর্মের ঘুম থেকে, নানা দিক দিয়ে বিচিত্রতম উপায়াদি মারফত ঝাঁকুনি দিতে হবে তাদের।

আঠারো শতকের সাবেকী নিরীশ্বরবাদীদের উদ্দাম, জীবন্ত, প্রতিভাদীপ্ত যে লেখাগুলোয় প্রচলিত পাদ্রীতন্ত্রের ওপর শ্লেষে ব্যঙ্গে প্রকাশ্য আক্রমণ চালানো হত সেগুলো ধর্মের ঘুম থেকে লোককে জাগিয়ে তোলার পক্ষে আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত একঘেয়ে নীরস, সুনির্বাচিত তথ্যাভাবে প্রায় অব্যাখ্যাত মার্কসবাদের যে পুনর্কথনে (পাপ ঢেকে লাভ কী) প্রায়ই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ উপযোগী। মার্কস ও এঙ্গেলসের বড়ো বড়ো সমস্ত রচনাই আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের করা সংশোধনে আমাদের দেশে সাবেকী নিরীশ্বরবাদ ও সাবেকী বস্তুবাদের পরিপূরণ হবে না, এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। সবচেয়ে জরুরী কথা, আমাদের তথাকথিত মার্কসবাদী কিন্তু আসলে মার্কসবাদ বিকৃতিকারী কমিউনিস্টরা ঠিক যে কথাটি প্রায়ই ভোলে, সেটা হল ধর্মের প্রশ্নে সচেতন মনোভাব গ্রহণ ও ধর্মের সচেতন সমালোচনায় এখনো খুবই অপরিণত জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারা।

অন্য দিকে, ধর্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমালোচকদের দিকে চেয়ে দেখুন। প্রায় সর্বদাই এই শিক্ষিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ধর্মীয় সংস্কার খণ্ডনকে 'সম্পূরণ করে নেন' এমন সব যুক্তি দিয়ে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বুর্জোয়ার ভাবদাস, 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' হিশেবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক র. ইউ. ভিপপার ১৯১৮ সালে একটি বই প্রকাশ করেন: 'খৃষ্ট ধর্মের উদ্ভব' ('ফারস' প্রকাশভবন, মস্কো)। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ফলাফলের পুনর্বিবরণ দিয়েছেন লেখক কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন হিশেবে গির্জার যা হাতিয়ার সেই কুসংস্কার বুজরুকির সঙ্গে লেখক লড়ছেন না তাই নয়, এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তাই নয়, ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় 'চূড়ান্তপনার' ঊর্ধ্বে ওঠার একেবারে হাস্যকর ও প্রতিক্রিয়াশীল এক বড়াই করেছেন। এটা হল প্রভু বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, যারা সারা দুনিয়ায় মজুর নিঙরানো মুনাফা থেকে কোটি কোটি টাকা ঢালে ধর্মের সমর্থনে।

খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত আর্তুর দ্রেভস তাঁর 'খৃষ্টের অতিকথা' গ্রন্থে ধর্মীয় কুসংস্কার ও গল্পগুলিকে খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে আদৌ কোনো খৃষ্ট ছিলেন না, তাহলেও গ্রন্থের শেষে ধর্মের পক্ষেই মত দিয়েছেন, শুধু সেটা নবায়িত পরিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম ধর্ম যা 'দিন-দিন বেড়ে ওঠা প্রকৃতিবাদী বন্যাকে' প্রতিহত করতে পারবে (২৩৮ পৃঃ, ৪র্থ জার্মান সংস্করণ, ১৯১০)। ইনি খোলাখুলি সজ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল; সাবেকী ক্ষীয়মাণ ধর্ম সংস্কারের বদলে নতুন, আরো বিষাক্ত ও বিশ্রী কুসংস্কার আমদানির জন্যে ইনি শোষকদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছেন।

এর অর্থ, দ্রেভসকে অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল না, তা নয়। এর অর্থ কমিউনিস্ট ও সঙ্গতিশীল নিরীশ্বর বস্তুবাদীর উচিত বুর্জোয়ার প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ ঐক্য স্থাপন করা ও তারা প্রতিক্রিয়ায় নেমে গেলে অক্লান্ত ভাবে তাদের স্বরূপমোচন করা। এর অর্থ যে যুগে বুর্জোয়ারা ছিল বিপ্লবী সেই আঠারো শতকের বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন না করার অর্থ মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, কারণ কোনো না কোনো মাত্রায়, কোনো না কোনো রূপে দ্রেভসদের সঙ্গে 'ঐক্য স্থাপন' আধিপত্যকারী ধর্মীয় তমসাবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

'পদ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' নামে যে পত্রিকাটি সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় তার উচিত নিরীশ্বরবাদী প্রচারের জন্যে, তদ্বিষয়ক সাহিত্যের পরিক্রমার জন্যে, এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিপুল ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে অনেক জায়গা দেওয়া। বিশেষ করে যে সব বইয়ে অনেক প্রত্যক্ষ তথ্য ও প্রতিতুলনা আছে, যাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী সংগঠনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সে সব বই ও পুস্তিকাকে কাজে লাগানো বিশেষ জরুরী।

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত মালমসলা বিশেষ জরুরী, সেখানে ধর্ম ও পুঁজির আনুষ্ঠানিক, সরকারী, রাষ্ট্রীয় যোগাযোগটা কম দেখা যায়। কিন্তু অন্য দিকে তাতে আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তথাকথিত 'আধুনিক গণতন্ত্র' (যার পায়ে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং অংশত নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতিরা এত বোকার মতো মাথা ঠোকে) আর কিছুই নয় বুর্জোয়ার কাছে যা লাভজনক তেমন প্রচারের স্বাধীনতা আর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা, ধর্ম, তমসাবাদ, শোষকদের সমর্থন ইত্যাদির প্রচারই তার কাছে লাভজনক।

আশা করা যাক, জঙ্গী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তা আমাদের পাঠক সাধারণকে নিরীশ্বরবাদী সাহিত্যের সমীক্ষা দেবে, কোন কোন রচনা কী ধরনের পাঠক মহলের পক্ষে কোন দিক থেকে উপযোগী, তার হদিশ থাকবে, উল্লেখ থাকবে আমাদের দেশে কী কী প্রকাশিত হল (প্রকাশিত বলে ধরতে হবে কেবল চলনসই অল্পসংখ্যকগুলোকে, সংখ্যায় তা বেশি নেই) এবং আরো কী প্রকাশ করা উচিত।

কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়াও সংগ্রামী বস্তুবাদের করণীয় কর্মের পক্ষে কম গুরুত্বের নয়, হয়ত বা বেশি গুরুত্বের কাজ হল আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেই সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, যাঁদের প্রবণতা বস্তুবাদের দিকে, তথাকথিত 'শিক্ষিত সমাজে' ভাববাদ ও সংশয়বাদের দিকে ফ্যাশনচল দার্শনিক দোলায়মানতার যে প্রাধান্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে যাঁরা সে বস্তুবাদকে সমর্থন ও প্রচার করতে ভয় পান না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আ. তিমিরিয়াজেভ যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এই আশার সঞ্চার হয় যে, পত্রিকাটি ঐ দুই নম্বর মৈত্রী কার্যকরী করতেও সক্ষম হবে। সে দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে সব তীক্ষ্ণ ওলটপালটের মধ্যে দিয়ে চলেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তার ফলেই ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী, ধারা ও উপধারার উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিপ্লব থেকে উত্থিত সমস্যাগুলিকে অনুসরণ করা এবং দার্শনিক পত্রিকার কাজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের টেনে আনা — এই হল কর্তব্য, তা সাধন না করলে সংগ্রামী বস্তুবাদ না হবে সংগ্রামী, না বস্তুবাদ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় তিমিরিয়াজেভ এই যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিমিরিয়াজেভের মতে আইনস্টাইন নিজে বস্তুবাদের বনিয়াদগুলির উপর কোনো সক্রিয় আক্রমণ না করলেও তাঁর তত্ত্বকে ইতিমধ্যেই সব দেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এক বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি লুফে নিয়েছে, সে কথা শুধু আইনস্টাইন সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, ঊনিশ শতকের শেষ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো সংস্কারকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে না হলেও পুরো একসারি লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এবং এই ঘটনাটির প্রতি আমাদের মনোভাব যাতে জ্ঞানহীনের মতো না হয়, সেজন্যে এ কথা বুঝতে হবে যে, একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আক্রমণ ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কোনো বস্তুবাদীই দাঁড়াতে পারবে না। সে সংগ্রামে টিকে থাকা ও পরিপূর্ণ বিজয়ে সেটা শেষ পর্যন্ত চালানোর জন্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে হতে হবে আধুনিক বস্তুবাদী, মার্কস যার প্রতিনিধি সেই বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী, অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। সে লক্ষ্য সাধনের জন্যে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা'র লেখকদের উচিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ধারাবাহিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ যে দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রচনায় ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এমন সফল ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে বর্তমানে প্রাচ্যে (জাপানে, ভারতে, চীনে) জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে নতুন নতুন শ্রেণীর জেগে ওঠার প্রত্যেকটি দিনই — অর্থাৎ কোটি কোটি সেই মানুষের জেগে ওঠা যারা বিশ্বজনের অধিকাংশ এবং যাদের ঐতিহাসিক নিষ্ক্রিয়তা ও ঐতিহাসিক তন্দ্রার অবস্থাই এতদিন ইউরোপের বহু অগ্রসর দেশের অচলায়তন ও অবক্ষয়ের হেতু হয়ে এসেছে,— নতুন নতুন জাতি ও নতুন নতুন শ্রেণীর জীবনের মধ্যে জেগে ওঠার এই প্রত্যেকটা দিনই ক্রমাগত মার্কসবাদের সমর্থন জোগাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই বাহুল্য হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার এরূপ অধ্যয়ন, এরূপ ব্যাখ্যান ও এরূপ প্রচার খুবই দুরূহ, এবং সন্দেহ নেই যে তার প্রথম পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে ভুলভ্রান্তি জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ভুল করে না কেবল সে-ই যে কিছুই করে না। হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী উপলব্ধি মার্কস যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা এ দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তার সর্বাদিক দিয়ে পরিবিকশিত করতে পারি ও করা উচিত, হেগেলের প্রধান প্রধান রচনার উদ্ধৃতি ছাপাতে পারি পত্রিকায়, বস্তুবাদীর মতো তার ব্যাখ্যা করতে পারি, মার্কস যেভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন তার নিদর্শন নিয়ে সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে দ্বান্দ্বিকতার যে অজস্র নমুনা মিলছে তার সাহায্যে টীকা যোগ করতে পারি। 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা' পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক গোষ্ঠীর হওয়া উচিত আমার মতে, একধরনের 'হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বস্তুবাদী বন্ধুসমাজ'। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব যেসব দার্শনিক প্রশ্ন তুলছে এবং যারা সামনে বুর্জোয়া ফ্যাশনের বুদ্ধিজীবী ভক্তরা প্রতিক্রিয়ায় 'পদস্খলিত' হচ্ছেন, তেমন সব দার্শনিক প্রশ্নের একগুচ্ছ জবাব আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পাবেন হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যানের মধ্যে (যদি তাঁরা অবশ্য সন্ধান করতে পারেন এবং আমরা তাঁদের সাহায্য করতে শিখি)।

এরূপ কর্তব্য গ্রহণ ও নিয়মিত ভাবে তা পালন না করলে বস্তুবাদ সংগ্রামী বস্তুবাদ হয়ে উঠতে পারে না। শ্যেদ্রিনের উক্তি ব্যবহার করে বলা যায়, তা থেকে যাবে আক্রমণকারী ততটা নয়, যতটা আক্রান্ত। এছাড়া বড়ো বড়ো প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এতদিনকার মতোই বারম্বার নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধারণীকরণে অসহায় হয়ে পড়বেন। কেননা প্রকৃতিবিদ্যা এত দ্রুত এগুচ্ছে, এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রে এমন গভীর বৈপ্লবিক ওল্টপাল্টের পর্ব অতিক্রম করছে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত না টেনে প্রকৃতিবিদ্যা পারে না।

উপসংহারে একটি দৃষ্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলেও অন্তত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রতি 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা' পত্রিকাটিও মনোযোগ দিতে চায়।

তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে অতি কদর্য ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাহক হয়, এটি তারই একটি নিদর্শন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিন আগে 'রুশ টেকনিকাল সমিতির' একাদশ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ইকনমিস্ট' (১৫৪) পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (১৯২২) আমায় পাঠানো হয়। এ পত্রিকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কমিউনিস্ট (পত্রিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়), সে অসতর্কে পত্রিকাটির প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ পত্রিকা হল, কতটা সচেতন ভাবে জানি না, আধুনিক ভূমিদাস-মালিকদের মুখপত্র, তবে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদির আবরণে আড়াল নেওয়া।

এ পত্রিকায় 'যুদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গে' জনৈক শ্রী প. আ. সরোকিনের বিস্তৃত এক তথাকথিত 'সমাজতাত্ত্বিক' গবেষণা স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতী প্রবন্ধটি লেখকের এবং তাঁর অসংখ্য বৈদেশিক গুরু ও সহকর্মীদের 'সমাজতাত্ত্বিক' রচনা থেকে পণ্ডিতী উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত। কী রকম তার পাণ্ডিত্য দেখুন:

৮৩ পৃষ্ঠায় পড়ি:

'পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৯২·২টি ক্ষেত্রে — সংখ্যাটা অকল্পনীয়, তদুপরি ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধ্যে ৫১·১টি বিবাহ স্থায়ী হয় এক বছরেরও কম, ১১% এক মাসের কম, ২২% দু' মাসের কম, ৪১% ৩—৬ মাসের কম, এবং কেবল ২৬%—৬ মাসের বেশি। এই সব সংখ্যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আধুনিক আইনী বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আড়াল পাচ্ছে এবং 'ফল' পিয়াসীদের 'আইনসঙ্গত ভাবে' ক্ষুধাতৃপ্তির সুযোগ মিলছে' ('ইকনমিস্ট', ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮৩)।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভদ্রলোক এবং যে রুশীয় টেকনিকাল সমিতি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রপন্থী বলে মনে করেন এবং খুব অপমানিত বোধ করবেন যদি তাঁরা আসলে যা সেই নামে ডাকা যায়: অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, প্রতিক্রিয়াশীল, 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী'।

বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান এবং সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের আইনবিধির সঙ্গে সামান্য মাত্র পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিই দেখবেন যে, আধুনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুর্জোয়া গণতন্ত্র এমনকি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের প্রতি আচরণে ঠিক ভূমিদাস-মালিক রূপেই নিজেকে জাহির করে।

তাতে অবশ্যই গণতন্ত্র এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের চিৎকার চালাতে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি, নৈরাজ্যবাদীদের একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টির পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। অথচ আসলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশেভিক বিপ্লবই হল একমাত্র সুসঙ্গত রূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এ প্রশ্ন যে-কোনো দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলেও এবং নিজেদের তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে অভিহিত করলেও কেবল বলশেভিক বিপ্লবই প্রথম উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমনি শাসক ও সম্পত্তিধারী শ্রেণীদের চলতি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২টি বিবাহবিচ্ছেদ যদি শ্রী সরোকিনের কাছে অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমান করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়ার স্বার্থে সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এতটুকু পরিচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে সেখানে সত্যকার বিবাহবিচ্ছেদের (গির্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই অনুমোদিত নয়) সত্যকার সংখ্যা সর্বত্রই অতুলনীয় রকমের বেশি। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার পার্থক্য কেবল এইখানে যে, তার আইন ভণ্ডামিকে এবং নারী ও তার সন্তানদের অধিকারহীন অবস্থাকে পুতঃপবিত্র করে তোলে না, বরং খোলাখুলি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডামি ও সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এই ধরনের আধুনিক 'সুশিক্ষিত' ভূমিদাস-মালিকদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হবে মার্কসবাদী পত্রিকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমনকি আমাদেরই রাষ্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে বহাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, যদিও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে খাঁটি এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বেশি নয়।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে এখনো শেখে নি, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও বিদ্বৎসমাজের সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দিত বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালিকদের আসল জায়গা সেখানেই।

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়।

১২.৩.১৯২২

মার্চ, ১৯২২ ৪৫শ খন্ড, পৃঃ ২৩—৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

(১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৬

(২) ১৯১৪ সালে গ্রানাৎ বিশ্বকোষের জন্যে লিখিত এই প্রবন্ধের শেষে লেনিন মার্কসবাদ ও মার্কসবাদ বিষয়ক সাহিত্যের একটি পরিক্রমা দিয়েছিলেন, এ সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৬

(৩) কার্ল মার্কস লিখিত 'মোসেল সাংবাদিকের সত্যতা প্রমাণ' প্রবন্ধ। পৃঃ ৬

(৪) কার্ল মার্কস লিখিত 'হেগেলের অধিকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ভূমিকা'। পৃঃ ৭

(৫) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮

(৬) ১৮৪৮ সালের মার্চে সূচিত জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮

(৭) বিধান সভার সভাপতি ও অধিকাংশ সদস্য ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ভঙ্গ করার প্রতিবাদে প্যারিসে পেটি বুর্জোয়া পার্টি (পর্বত) কর্তৃক সংগঠিত জন শোভাযাত্রার কথা বলা হচ্ছে। সরকার শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে। পৃঃ ৮

(৮) 'Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, 1844 bis 1883', herausgegeben von A. Bebel und Ed. Bernstein. Vier Bände. Stuttgart, 1913 – এই নামে ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানিতে চার খণ্ডে প্রকাশিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্রাবলীর কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮

(৯) 'Allgemeine Zeitung'এর বিরুদ্ধে আমার মামলা' এই নামে বোনাপার্টের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালাল ক. ফগ্‌ত যে কুৎসামূলক পুস্তিকা লেখেন তার জবাবে কার্ল মার্কস লিখিত 'শ্রীযুত ফগাত' পুস্তিকার কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮

(১০) 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা ইশতেহার'। পৃঃ ৯

(১১) **প্যারিস কমিউন** —১৮৭১ সালের অভ্যুত্থানে প্যারিস মজুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার। ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত ৭৩ দিন তা টিকে থাকে। প্যারিস কমিউন রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলকে বিচ্ছিন্ন করে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে আনে সার্বজনীন রূপে সশস্ত্র জনগণকে, জনগণ কর্তৃক বিচারক ও রাজ কর্মচারীদের নির্বাচন চালু করে, স্থির করে রাজ কর্মচারীদের বেতন শ্রমিকদের বেতনের বেশি হওয়া চলবে না, শ্রমিক ও শহুরে গরিবদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে একগুচ্ছ ব্যবস্থা ইত্যাদি নেয়। ১৮৭১ সালের ২১শে মে তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী সৈন্য প্যারিস প্রবেশ করে ও প্যারিস শ্রমিকদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালায়। প্রায় ৩০,০০০ জন নিহত, ৫০,০০০ জন ধৃত ও হাজার হাজার লোক কারাদণ্ডিত হয়। পৃঃ ৯

(১২) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১২

(১৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দুরিং', ১১শ পরিচ্ছেদ; তিনটি সংস্করণের ভূমিকা, সাধারণ মন্তব্য)। পৃঃ ১৩

(১৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪৫-৪৬, ৭০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৪

(১৫) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দুরিং' (১ম পরিচ্ছেদ, সাধারণ মন্তব্য)। পৃঃ ১৪

(১৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৫

(১৭) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (১৩শ পরিচ্ছেদ — যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প ॥১॥ যন্ত্রের বিকাশ)। পৃঃ ১৫

(১৮) **পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব** — ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮১৪—১৮৩০ সাল; ১৭৯২ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে উৎখাত বুরবোঁ রাজবংশের হাতে এই সময় ফের ক্ষমতা ফিরে যায়। পৃঃ ১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৯

(২০) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (১ম পরিচ্ছেদ — পণ্য ॥৪॥ পণ্য ভক্তি ও তার রহস্য)। পৃঃ ২১

(২১) কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১ম পরিচ্ছেদ — পণ্য)। পৃঃ ২১

(২২) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (৪র্থ পরিচ্ছেদ — পুঁজিতে মুদ্রার পরিণতি ॥৩॥ শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয়)। পৃঃ ২২

(২৩) কার্ল মার্কস 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (৪র্থ পরিচ্ছেদ — পুঁজিতে মুদ্রার পরিণতি ॥৩॥ শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয়)। পৃঃ ২২

(২৪) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৪শ পরিচ্ছেদ — তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয় ॥৭॥ পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা)। পৃঃ ২৬

(২৫) **'প্রান্তিক উপযোগিতার' তত্ত্ব** — শ্রম মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে তথাকথিত অস্ট্রীয় স্কুল এ তত্ত্ব পেশ করে গত শতকের শেষে। এই স্কুল নানা স্কুল অর্থশাস্ত্রের একটি রকমফের, শুধু তাদের থেকে তফাৎ এই যে এতে পণ্যের মূল্য নির্ণীত হয় সোজাসুজি তার উপযোগিতা দিয়ে নয়, নির্দিষ্ট মজুদ পণ্যটির শেষ (প্রান্তিক) একক্ষের উপযোগিতা দিয়ে, যাতে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটছে। অস্ট্রীয় স্কুলের সমস্ত অর্থনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিপাদ্যের মতো এ তত্ত্বেরও মূলকথা হল পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র ঝাপসা করা। পৃঃ ২৬

(২৬) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩য় খণ্ড (৪৭তম পরিচ্ছেদ — পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভব ॥৪॥ মুদ্রা-খাজনা)। পৃঃ ৩০

(২৭) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৪শ পরিচ্ছেদ — তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয় ॥৫॥ শিল্পের ওপর কৃষি বিপ্লবের পাল্টা প্রতিক্রিয়া)। পৃঃ ৩০

(২৮) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৩শ পরিচ্ছেদ — পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম ॥৪॥ আপেক্ষিক অতিজনতার নানা রূপ)। পৃঃ ৩০

(২৯) কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২১০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩০) কার্ল মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৩২ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩১) কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩২) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩য় খণ্ড (৪৭তম পরিচ্ছেদ—পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভব ॥৫॥ ভাগ চাষ ও কৃষকের ক্ষুদে মালিকানা)। পৃঃ ৩১

(৩৩) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৪৩—৪৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৪

(৩৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩১৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৪

(৩৫) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩২০—৩২১ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৫

(৩৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৩১৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৫

(৩৭) ১৮৬৩ সালের ৯ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৩৬

(৩৮) ১৮৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৩৯) ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪০) ১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪১) ১৮৬৩ সালের ৮ই এপ্রিল কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪২) ১৮৬৩ সালের ৯ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪৩) ১৮৬৬ সালের ২রা এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪৪) ১৮৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪৫) ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪৬) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৮

(৪৭) ক্রাকোভ প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে — ১৮১৫ সালে এটি অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সমবেত নিয়ন্ত্রণে আসে। অভ্যুত্থানীরা জাতীয় সরকার গঠন করে, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা লোপ করার ইশতেহার ঘোষণা করে ও ক্ষতিপূরণে কৃষকদের মালিকানায় জমি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। সাম্যের ফতোয়ায় জাতীয় কর্মশালা স্থাপন, তাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাগরিক সমতা ঘোষিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই অভ্যুত্থান দমিত হয়। পৃঃ ৩৮

(৪৮) কার্ল মার্কস, 'বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লব' (২য় পরিচ্ছেদ)। পৃঃ ৩৮

(৪৯) ১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৩৯

(৫০) ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৯

(৫১) ১৮৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৯

(৫২) য়ুঙ্কার — প্রুশিয়ার অভিজাত ভূম্যধিকারী। পৃঃ ৩৯

(৫৩) মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ১৮৬৩ সালের ১১ই জুন, ১৮৬৩ সালের ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬৭ সালের ২২শে অক্টোবর, ১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৬৩ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২ই জুন, ১৮৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং ১৮৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯

(৫৪) ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল ল্যু. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৪০

(৫৫) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** বিসমার্ক সরকার জার্মানীতে পাশ করে ১৮৭৮ সালে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়, বাজেয়াপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় দমন ব্যবস্থা ও নির্বাসন। ১৮৯০ সালে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচ হয়। পৃঃ ৪০

(৫৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নিকট কার্ল মার্কসের ১৮৭৭ সালের ২৩শে জুলাই, ১৮৭৭ সালের ১লা আগস্ট ও ১৮৭৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পত্র এবং কার্ল মার্কসের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ১৮৭৯ সালের ২০শে আগস্ট ও ১৮৭৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪০

(৫৭) 'ফ্রেডারিক এঙ্গেলস' প্রবন্ধের শীর্ষোক্তিটি দেওয়া হয়েছে রুশ কবি নিকোলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভের 'দব্রলিউবভ স্মরণে' কবিতা থেকে। পৃঃ ৪১

(৫৮) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষক যুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ [illegible] দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৩

(৫৯) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে খসড়া'র কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৬

(৬০) এঙ্গেলসের লেখা 'অ্যান্টি-দ্যুরিং। শ্রী ও. দ্যুরিঙের বিজ্ঞান-বিপ্লব' বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৭

(৬১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইটি রুশ ভাষায় ঐ নামে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এটি মূলত এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' বইটির তিনটি অধ্যায় নিয়ে। পৃঃ ৪৭

(৬২) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৬৭—৩২৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪১—৮৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'রুশ জারতন্ত্রের বহির্নীতি' প্রবন্ধটির কথা বলা হচ্ছে। এটি প্রকাশিত হয় 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ'এর প্রথম দুই খণ্ডে।

'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' — ১৮৯০—১৮৯২ সালে লণ্ডন ও জেনেভা থেকে 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্যিক রাজনীতিক সমীক্ষা, রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারে এটি বড়ো ভূমিকা নেয়, প্রকাশিত হয় মাত্র ৪টি খণ্ড। পৃঃ ৪৭

(৬৫) লেনিন ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'বাস-সংস্থান সমস্যা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটির কথা বলছেন (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ২১৬—৩০৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৬) 'রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস', জেনেভা, ১৮৯৪, গ্রন্থে এঙ্গেলসের লেখা 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ এবং সে প্রবন্ধের পরিশেষের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৮

(৬৭) ১৮৬২—১৮৬৩ সালে কার্ল মার্কসের লেখা 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' রচনাটিকে লেনিন ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্দেশ অনুসারে 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছেন। 'পুঁজির' ২য় খণ্ডের ভূমিকায় এঙ্গেলস লেখেন, 'পাণ্ডুলিপিটির সমালোচনামূলক পরীক্ষা ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' — সম্পাঃ) আমি প্রকাশ করব 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড হিসেবে, অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যা আগেই আলোচিত হয়ে গেছে তেমন অনেক জায়গা তা থেকে বাদ দেওয়া হবে' (কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ২য় খণ্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ২)। 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড কিন্তু এঙ্গেলস ছাপাখানার জন্যে তৈরি করে যেতে পারেন নি। জার্মান ভাষায় কার্ল কাউৎস্কির সম্পাদনায় 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ ও ১৯১০ সালে। এ সংস্করণে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার মূল রীতি লঙ্ঘিত হয় ও মার্কসবাদের অনেক প্রতিপাদ্যেরই বিকৃতি ঘটে। ১৮৬২—১৮৬৩ সালের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' ('পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড) প্রথম প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৫—১৯৬১ সালে। পৃঃ ৪৮

(৬৮) ই. ফ. বেক্কের-এর কাছে ১৮৮৪ সালের ১৫ই অক্টোবরে লেখা ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের চিঠির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৮

(৬৯) কার্ল মার্কস, 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী'; ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা। পৃঃ ৪৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৭০) 'মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ' প্রবন্ধটি লেনিন লেখেন কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে। পৃঃ ৫১

(৭১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'; ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দুরিং'; কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫২

(৭২) **প্রুধোঁপন্থী**—অবৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদ-বিরোধী একটি পেটি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা, এ ধারার প্রবক্তা, ফরাসী নৈরাজ্যবাদী প্রুধোঁর নামে এই নামকরণ। পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৃহৎ পুঁজিবাদী মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধোঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদে মালিকানা চিরস্থায়ী করতে চান, 'জন' ব্যাঙ্ক ও 'বিনিময়' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, এর সাহায্যে মজুরেরা নাকি নিজস্ব উৎপাদন-উপায় সংগ্রহ করে কারুজীবীতে পরিণত হবে ও নিজ নিজ মালের 'ন্যায্য' বাজারের ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রুধোঁ বোঝেন নি, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজন অস্বীকার করেন নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। ১ম আন্তর্জাতিকে প্রুধোঁপন্থীরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, মার্কস ও এঙ্গেলস সে চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রণালীবদ্ধ সংগ্রাম চালান। 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে মার্কস প্রুধোঁবাদকে তীব্র সমালোচনা করেন। ১ম আন্তর্জাতিকে প্রুধোঁবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের সহযোগীদের দৃঢ় সংগ্রামের ফলে প্রুধোঁবাদ পুরোপুরি পরাস্ত হয় মার্কসবাদের কাছে। পৃঃ ৫৯

(৭৩) ১৮৬৬ সালের ৯ই অক্টোবর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৫৯

(৭৪) ১৮৬৮ সালের ৬ই মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬০

(৭৫) ১৮৬৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬০

(৭৬) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক পরিক্রমা। মে থেকে অক্টোবর'। পৃঃ ৬১

(৭৭) ১৮৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬১

(৭৮) ১৮৬৯ সালের ৩রা মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬১

(৭৯) লেনিন বুর্জোয়া জার্মান অর্থনীতিবিদ লুয়ো ব্রেনতানোর কথা বলছেন। পুঁজিবাদী সমাজে 'সামাজিক শান্তি', বিনা শ্রেণী সংগ্রামে পুঁজিবাদী সমাজের বিরোধ নিরসন সম্ভব বলে প্রচার করেন ব্রেনতানো, ও দাবি করেন সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন ও ফ্যাক্টরি আইন মারফত নাকি শ্রমিক সমস্যার সমাধান করা যাবে, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রুভেবাদ — মার্কসবাদের বুর্জোয়া-উদারনৈতিক বিকৃতি, এ নামকরণ হয় রাশিয়ায় 'বৈধ মার্কসবাদের' প্রধান প্রবক্তা প. ব. স্ত্রুভের নামে। উনিশ শতকের ৯০এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদ' দেখা দেয় রাশিয়ায় উদারনীতিক-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি ধারা হিশেবে। স্ত্রুভের নেতৃত্বে 'বৈধ মার্কসবাদীরা' মার্কসবাদকে লাগাতে চায় বুর্জোয়াদের স্বার্থে। লেনিন বলেন যে উদারনীতিক বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণীয় এমন সব কিছুই স্ত্রুভেবাদ নেয় মার্কসবাদের কাছ থেকে আর বর্জন করে তার জীবন্ত প্রাণটা — তার বৈপ্লবিকতা, পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংসের মতবাদ, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মতবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুণগান করে স্ত্রুভে, 'পুঁজিবাদের কাছে শিক্ষা নেবার' ডাক দেন।

জম্বার্তবাদ — উদারনীতিক বুর্জোয়া একটি ধারা, এর নামকরণ হয় উদারনীতিবাদের অন্যতম ভাবপ্রবক্তা, স্থূল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জার্মান ভ. জম্বার্তের নাম থেকে। লেনিন লেখেন, জম্বার্ত 'মার্কসের পরিভাষা ব্যবহার করে, মার্কসের বিচ্ছিন্ন এক একটা উক্তির উল্লেখ করে মার্কসবাদের ওপর কারচুপি চালিয়ে মার্কসবাদের বদলে আনেন জম্বার্তবাদ'। পৃঃ ৬২

(৮০) কার্ল মার্কস লিখিত 'ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় আবেদন'এর কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৬৩

(৮১) ১৯০৫ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের কথা, ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবে যা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়, এবং ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। উত্থানের মূল্যায়নে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে আমূল মতভেদ দেখা দেয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উত্থিত রুশ শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নিন্দা করে মেনশেভিকরা। প্লেখানভ ঘোষণা করেন, 'অস্ত্রধারণ উচিত হয় নি।' অন্যদিকে বলশেভিকরা বলেন, অস্ত্রধারণ করতে হত আরো দৃঢ়সংকল্পে, জনগণকে তাঁরা বোঝান যে বিপ্লবের বিজয় হতে পারে কেবল সশস্ত্র সংগ্রামেই। পৃঃ ৬৪

(৮২) **'মাফলার জড়ানো লোক'** — রুশ লেখক আন্তন চেখভের একই নামের কাহিনীর চরিত্র। সমস্ত কিছু নতুনত্ব ও উদ্যোগে ভীত, সঙ্কীর্ণমনা মামুলী লোকের টাইপ। পৃঃ ৬৪

(৮৩) **অতিবুদ্ধি চুনোপুঁটি** — রুশ ব্যঙ্গ লেখক সালতিকভ-শ্চেদ্রিনের গল্পে সদাভীরু মামুলী লোকের প্রতিমূর্তি। পৃঃ ৬৪

(৮৪) ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬৫

(৮৫) কার্ল মার্কসের লেখা 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৮৬) **কাদেত** — রাশিয়ায় উদারনৈতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান দল, নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য। কাদেত পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে, তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়া, জমিদার ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা।

জারতন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় কাদেতরা; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান দিয়ে তারা প্রজাতন্ত্র ধ্বনির বিরোধিতা করে, জমিদারী ভূমি মালিকানা বজায় রাখতে চায়, জারতন্ত্র কর্তৃক বিপ্লবী আন্দোলন দমনে অনুমোদন জানায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে কাদেতরা সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করে জারের পররাজ্যগ্রাসী নীতির পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ায়।

ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের নেতৃত্বস্থলে থেকে কাদেতরা জন-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি চালায়।

অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক মহা বিপ্লবের পর কাদেতরা সোভিয়েত রাজের আপোসহীন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, সমস্ত প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকান্ড ও হস্তক্ষেপ অভিযানে অংশ নেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের ধ্বংসের পর কাদেতরা বিদেশ থেকে সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। পৃঃ ৬৫

(৮৭) ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬৬

(৮৮) **ইংলন্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। সংস্কারবাদী (হাইন্ডম্যান প্রমুখ) ও নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে মার্কসবাদের অনুগামী বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গ্রুপও থাকে (জি. কোয়েলচ, টি. ম্যান, এ. আভেলিং, এলেওনোরা মার্কস প্রভৃতি), এঁরা হন ইংলন্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বাম পক্ষ। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতাবাদের জন্যে, ইংলন্ডের গণশ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও তার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করার জন্যে এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৭ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের নামকরণ হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। পরে ১৯১১ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টির বামপন্থীদের সঙ্গে একত্রে গঠন করে বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ঐক্য গ্রুপের সঙ্গে একত্রে এ পার্টি বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পৃঃ ৬৮

(৮৯) **'সভরেমেন্নায়া জিজ্ন'** ('বর্তমান জীবন') — মেনশেভিক পত্রিকা, মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ। পৃঃ ৬৮

(৯০) **'ওৎক্লিকি'** (**'সাড়া'**) — মেনশেভিক সংকলন, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত। বেরয় সর্বসমেত তিনটি সংকলন। প্রথমটির নাম ছিল 'ওৎক্লিকি', পরেরগুলি 'ওৎক্লিক প্রকাশন'। পৃঃ ৬৯

(৯১) ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরে লেখা ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ৬৯

(৯২) 'শ্রমিক কংগ্রেস' ও 'ব্যাপক শ্রমিক পার্টির' কথা তোলেন **লিকুইডেটর** বা লুপ্তিপন্থীরা — ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সুবিধাবাদী অংশ মেনশেভিকদের মধ্যে এই ধারাটি প্রসার লাভ করে। লারিন হলেন লুপ্তিপন্থীদের অন্যতম নেতা।

লিকুইডেটররা পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচি ও বিপ্লবী ধ্বনি বর্জন করে, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবে তাদের প্রধান ভূমিকায় আপত্তি তোলে; দাবি করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অবৈধ পার্টি তুলে দেওয়া হোক, এবং কর্মসূচিহীন, পেটি-বুর্জোয়াপন্থী একটি 'ব্যাপক' শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয় যার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে 'শ্রমিক কংগ্রেস', তাতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, নৈরাজ্যবাদী সবাই থাকবে। লিকুইডেটরদের পরিকল্পনা অনুসারে সে পার্টিকে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করে কেবল মাত্র বৈধ, জার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ চালাতে হবে।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি তুলে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে পেটি-বুর্জোয়া জনগণের মধ্যে মিলিয়ে দেবার লক্ষ্যে মেনশেভিকদের এই সর্বনাশা প্রচেষ্টার মুখোশ খোলেন লেনিন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লিকুইডেটরপন্থার কোনো সাফল্য হয় নি।

১৯১২ সালের জানুয়ারিতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রাগ সম্মেলনে লিকুইডেটররা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ৬৯

(৯৩) **'নাইটস অব লেবর'** — ('শ্রমের বীরব্রতী') আমেরিকান শ্রমিকদের সংগঠন, ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এটি স্থাপন করেন এক দর্জী স্টিফেন্স। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত 'নাইটস অব লেবর' ছিল গুপ্ত সংগঠন।

১৮৮৪ সালে এর সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,০০০-এর বেশি, ১৮৮৬ সালে ৭ লাখ। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার এবং শ্রমিক সংহতি মারফত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা। সংগঠনের নেতারা রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সভ্যদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়, শ্রমিক পার্টি গঠনের বিরোধিতা করে তারা, মালিকদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামে আপত্তি করে, দাবি করে মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সালিশি মারফত, শান্তিপূর্ণ আপোসের মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ নিরসনের পক্ষ নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা কর্মদিনের জন্যে শ্রমিকদের জাতীয় সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে এর নেতারা, তাতে যোগদানে সভ্যদের নিষেধ করে ধর্মঘট ভাঙতে সাহায্য করে। নেতৃত্বের নিষেধ সত্ত্বেও সংগঠনের সাধারণ সভ্যরা ধর্মঘটে অংশ নেয়। সংগঠনের মূল সভ্যসাধারণ ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৮৬ সালের পরে জনগণের মধ্যে 'নাইটস অব লেবরের' প্রভাব কমে যেতে থাকে এবং ৯০-এর দশকের শেষে তা উঠে যায়।

নেতাদের বিশ্বাসঘাতক নীতি সত্ত্বেও 'নাইটস অব লেবর' বিশেষ করে তার অস্তিত্বের প্রথম পর্বে মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা নেয়। পৃঃ ৭০

(৯৪) ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৭০

(৯৫) **লাসালপন্থী** — জার্মানির পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ফ. লাসালের পক্ষপাতী ও অনুগামীরা। নিজেদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপে লাসাল ও তাঁর পক্ষভুক্তরা বিসমার্কের বৃহৎ-শক্তি নীতি সমর্থন করেন; কার্ল মার্কসের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারির পত্রে লেখেন, 'বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হল বজ্জাতি এবং প্রুশীয়দের স্বার্থে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বেইমানি।' জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি সুবিধাবাদী ধারা হিশেবে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস একাধিকবার লাসালপন্থার তত্ত্ব, রণকৌশল ও সাংগঠনিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭২

AMARBOI.COM

(৯৬) *'Die Zukunft'* — সমাজতান্ত্রিক সংস্কারবাদী ধারার একটি পত্রিকা, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এক দল সভ্য এটি বার্লিন থেকে প্রকাশ করে ১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। পত্রিকার প্রকাশক হেখবের্গ পার্টিকে সংস্কারবাদের পথে টানতে চান। ক. শ্রাম ও এ. বের্নস্তাইন পত্রিকায় লিখতেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পত্রিকাটির মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭২

(৯৭) ১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৭২

(৯৮) ১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৭৩

(৯৯) **'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ'** *('Der Sozialdemokrat')* — খবরের কাগজ, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইনের পর্বে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রীয় মুখপত্র। জুরিখ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৮৯০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

১৮৭৯—১৮৮০ সালে পত্রিকার সম্পাদনা করেন গ. ফলমার, ১৮৮১ সালের জানুয়ারি থেকে এ. বের্নস্তাইন, সে সময় ইনি ছিলেন গভীর ভাবে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের প্রভাবাধীন। এঙ্গেলসের ভাবাদর্শগত পরিচালনায় 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকাটির মার্কসবাদী ধারা নিশ্চিত হয়।

বিচ্ছিন্ন কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' দৃঢ় ভাবে বিপ্লবী রণকৌশলের পক্ষ নেয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির শক্তি সমাবেশ ও সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচের পর 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফের পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হয় *'Vorwärts'* ('আগুয়ান')। পৃঃ ৭৩

(১০০) ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৭৪

(১০১) **বের্নস্তাইনপন্থা** — উনিশ শতকের শেষে জার্মান ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-বিরোধী একটি সুবিধাবাদী ধারা, এর নামকরণ হয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ধারার সবচেয়ে প্রকাশ্য প্রতিনিধি এডুয়ার্দ বের্নস্তাইনের নাম অনুসারে।

১৮৯৬—১৮৯৮ সালে বের্নস্তাইন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'Die Neue Zeit' ('নব কাল') পত্রিকায় 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' নামক ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন যাতে 'সমালোচনার স্বাধীনতা' এই অজুহাতে বিপ্লবী মার্কসবাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলকথাগুলির পুনর্বিচার (সংশোধন—এই থেকে শোধনবাদ) করে শ্রেণী বিরোধ নিরসন ও শ্রেণী সহযোগিতার বুর্জোয়া তত্ত্ব আমদানি করতে চেষ্টা করেন; শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বৈপরীত্য, সংকট, পুঁজিবাদের অনিবার্য পতন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে মার্কসের মতবাদকে আক্রমণ করে তিনি সমাজতান্ত্রিক সংস্কারবাদের এক কর্মসূচি হাজির করেন যেটা সূত্রবদ্ধ হয় এই কথায়: 'গতিই সবকিছু, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছু নয়'। ১৮৯৯ সালে বের্নস্তাইনের প্রবন্ধগুলি 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' নাম দিয়ে পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটিকে সমর্থন করে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দক্ষিণ পক্ষ, এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য পার্টির সুবিধাবাদীরা, তথা রাশিয়ার 'অর্থনীতিবাদীরা'। পৃঃ ৭৪

(১০২) 'Dampfersubvention' বা জাহাজ শিল্পের জন্যে অর্থ সাহায্য নিয়ে জার্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইখস্টাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের মধ্যে মতভেদের কথা বলা হচ্ছে। ১৮৮৪ সালের শেষে জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক জার্মানির দখলদারী ঔপনিবেশিক নীতির স্বার্থে দাবি করেন প্রাচ্য এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় নিয়মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্যে জার্মান জাহাজ কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। বেবেল ও লিবক্লেখত পরিচালিত বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অর্থ সাহায্যের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু আউয়ার, দিৎস প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী ও সংখ্যাগুরু অংশ রাইখস্টাগে বিতর্ক শুরু হবার আগেই জাহাজ কোম্পানিগুলিকে অর্থ সাহায্য সমর্থন করেন।

সংখ্যাগুরুদের এই আচরণে 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকা ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ওঠে। মতভেদ এমন তীব্র হয় যে পার্টিতে প্রায় ভাঙন ধরে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের দক্ষিণ অংশের সুবিধাবাদী মতবাদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭৪

(১০৩) প্যারিসে দুটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস — দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস এবং একই সময়ে ওইখানেই ফরাসী সম্ভাবনাবাদীদের দ্বারা আহূত আরেকটি কংগ্রেস। পৃঃ ৭৫

(১০৪) **সম্ভাবনাবাদী** (প. ব্রুস, ব. মালোঁ প্রভৃতি) — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি পেটি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারা। সাঁ এতে' কংগ্রেসে ফরাসী শ্রমিক পার্টির ভাঙনের পর ১৮৮২ সালে সম্ভাবনাবাদীরা 'সামাজিক-বৈপ্লবিক শ্রমিক পার্টি' গঠন করে: প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কর্মসূচি ও বিপ্লবী রণকৌশল বর্জন করে তারা, শ্রমিক সংগ্রাম 'সম্ভাবনার' পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলে — এই থেকেই তাদের নামকরণ হয় — সম্ভাবনাবাদী। সম্ভাবনাবাদীদের প্রভাব ছড়ায় সাধারণত ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে। পৃঃ ৭৫

(১০৫) ১৮৮৮ সালের ২রা মে ফ. কেলি-ভিশ্‌নেভেৎস্কায়ার নিকট লিখিত ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। পৃঃ ৭৭

(১০৬) **ফ্যাবিয়ান** — ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইংলন্ডের সংস্কারবাদী সংগঠন ফ্যাবিয়ান সমিতির সভ্যরা: নামকরণ হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের রোমক সেনাপতি ফাবিয়াস মাক্সিমের নাম থেকে, হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে টালবাহানা নীতি ও চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে অনিচ্ছার জন্যে তাঁর ডাকনাম জোটে 'কুঙ্কতাতর' ('দীর্ঘসূত্রী')। ফ্যাবিয়ান সমিতির সভ্য হয় প্রধানত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা — বৈজ্ঞানিক, লেখক, রাজনৈতিক কর্মী। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তায় তারা আপত্তি তোলে এবং বলে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব কেবল ছোটোখাটো সংস্কার ও সমাজের ক্রমিক পুনর্গঠন মারফত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেনিন ফ্যাবিয়ানবাদকে অভিহিত করেন **'চূড়ান্ত সুবিধাবাদের** ধারা' বলে (রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৮)। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সমিতি লেবর পার্টিতে যোগ দেয়। লেবর পার্টির মতাদর্শের অন্যতম একটি উৎস হল 'ফ্যাবিয়ন সমাজতন্ত্র'। পৃঃ ৭৭

(১০৭) ১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লেনিন। পৃঃ ৭৮

(১০৮) **দেকাজভিল ধর্মঘট**—ফ্রান্সের দেকাজভিল শহরে (আইভেরোঁ জেলায়) ২ হাজার কয়লাখনি শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। শুরু হয় শ্রমের অসহ্য পরিস্থিতি ও মালিক সংঘ 'কয়লাখনি ও ঢালাই কারখানা মালিক আইভেরোঁ সমিতি' কর্তৃক বর্ধিত শোষণের ফলে, এবং তা চলে পাঁচ মাস —১৮৮৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন। সরকার দেকাজভিলে সৈন্য পাঠায়, ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়, প্যারিস ও প্রদেশগুলিতে বহু প্রতিবাদ সভা হয়। জ. গেদ ও প. লাফার্গ প্যারিসের সভায় সরকার ও মালিকদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করেন। সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা 'Cri du Peuple' ও 'Intransigeant' ধর্মঘটীদের সাহায্যে চাঁদা তোলে। ফরাসী লোকসভায় দেকাজভিল ধর্মঘট নিয়ে তুমুল বিতর্কের সময় র‍্যাডিক্যাল প্রতিনিধি সমেত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন নীতি সমর্থন করেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরা তদবধি র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে ছিল, এ ঘটনার পর তারা র‍্যাডিক্যালদের পরিত্যাগ করে ফরাসী লোকসভায় স্বাধীন শ্রমিক গ্রুপ গঠন করে। পৃঃ ৮১

(১০৯) ১৮৭৭—১৮৭৮ সালের রুশ-তুর্কি যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮৩

(১১০) **দুমা, রাষ্ট্রীয় দুমা** —১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের ফলে জার রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। বাহ্যত রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী সংস্থা কিন্তু কার্যত তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচন ছিল অপ্রত্যক্ষ, অসমান ও সীমাবদ্ধ। মেহনতী শ্রেণীগুলির তথা রাশিয়ায় বসবাসী অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির নির্বাচনী অধিকার ছিল ভয়ানক কর্তিত। শ্রমিক ও কৃষকদের বিরাট অংশের আদৌ কোনো নির্বাচনী অধিকার ছিল না।

প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৬, এপ্রিল — জুলাই) এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দুমাকে (১৯০৭, ফেব্রুয়ারি — জুন) জার সরকার ভেঙে দেয়। তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৭—১৯১২) ও চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় (১৯১২—১৯১৭) প্রাধান্য করে কৃষ্ণশত প্রতিনিধিরা—জার স্বৈরশাসনের পক্ষপাতীরা। পৃঃ ৮৩

(১১১) **কালা পুনর্বণ্টন** (চের্নোপেরেদেল গ্রুপ)—'ভূমি ও স্বাধীনতা' নামক নারোদবাদী সংগঠনে ভাঙন ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে দেখা দেয় গুপ্ত রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগঠন 'কালা পুনর্বণ্টন'। এরা 'ভূমি ও স্বাধীনতা' দলের মতবাদেই টিকে থাকে। রাশিয়ার মূল বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে তারা ধরত কৃষকদের, রাশিয়ার নানা গুবের্নিয়ায় তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চালায়। 'নারোদনায়া ভলিয়ার' ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নীতিকে তারা মনে করত ভ্রান্ত। পরে 'কালা পুনর্বণ্টন' গ্রুপের একাংশ মার্কসবাদ গ্রহণ করে (প্লেখানভ, আক্সেলরদ, জাসুলিচ, দেইচ ও ইগনাতভ ১৮৮৩ সালে গঠন করেন প্রথম রুশ মার্কসবাদী সংগঠন 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ), বাকিরা ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর 'নারোদনায়া ভলিয়ার' সঙ্গে যোগ দেয়। পৃঃ ৮৪

(১১২) **'নারোদনায়া ভলিয়া'** — 'ভূমি ও স্বাধীনতা' নামক নারোদবাদী সংগঠনে ভাঙন ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে গঠিত সন্ত্রাসবাদী নারোদবাদীদের গোপন রাজনৈতিক সংগঠন। নারোদবাদী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মত অবলম্বন করে 'নারোদনায়া ভলিয়া' রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ নেয় ও স্বৈরতন্ত্রের পতন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। তাদের কর্মসূচিতে ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত 'স্থায়ী জন প্রতিনিধিত্ব', গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, জনগণের নিকট ভূমি হস্তান্তর, শ্রমিকদের হাতে কলকারখানা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা।

জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'নারোদনায়া ভলিয়া'র সদস্যরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালায়, কিন্তু তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের মারফত, সরকারকে ভয় দেখিয়ে ও তাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর (জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দর হত্যা) নিষ্ঠুর দমন, প্রাণদণ্ড ও প্ররোচনার সাহায্যে সরকার 'নারোদনায়া ভলিয়াকে' চূর্ণ করে। পৃঃ ৮৪

(১১৩) ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৮৪

(১১৪) 'আমাদের মতবিরোধ' ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্রের কথা এঙ্গেলস লিখেছিলেন ভ. ই. জাসুলিচের নিকট ২৩শে এপ্রিল ১৮৮৫ তারিখের পত্রে। পৃঃ ৮৪

(১১৫) 'সাম্রাজ্যিক সংবিধানের জন্যে জার্মান অভিযান' শীর্ষক রচনা ধারার অন্তর্গত 'প্রজাতন্ত্রের জন্যে মৃত্যুবরণ' লেখাটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮৫

(১১৬) **নয়া-কাণ্টবাদী** — জার্মানিতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি উদ্ভূত বুর্জোয়া দর্শনের একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারার প্রতিনিধি। কাণ্টের দর্শনের বস্তুবাদের উপাদানগুলি বর্জন করে তারা তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী প্রতিপাদ্যগুলিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে ধরে। 'কাণ্টে ফেরো' এই ধ্বনি দিয়ে নয়া-কাণ্টবাদীরা কাণ্টের ভাববাদের পুনর্জন্ম প্রচার করে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থে নয়া-কাণ্টবাদীদের অভিহিত করেন 'তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল', তুচ্ছ পল্লবগ্রাহী ও কুটতার্কিক বলে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্তর্ভুক্ত নয়া-কাণ্টবাদীরা (বের্নস্তাইন, শ্মিদ প্রভৃতি) মার্কসবাদী দর্শন, মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে শিক্ষা সংশোধন করতে চান। রাশিয়ায় নয়া-কাণ্টবাদের প্রতিনিধি হলেন প. ব. স্ত্রুভে, স. ন. বুলগাকভ প্রভৃতি 'বৈধ মার্কসবাদীরা'।

নিজের দার্শনিক রচনাদিতে লেনিন দেখান যে নয়া-কাণ্টবাদীদের সাবজেকটিভ ভাববাদী দর্শন প্রকৃতি ও সমাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ হিশেবে তার শ্রেণীগত সারোৎসার উদ্ঘাটিত করেন। পৃঃ ৮৮

(১১৭) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশেষ)। পৃঃ ৮৮

(১১৮) কিছু পরেই ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লেখেন 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের মে মাসে। এতে বগদানভ প্রমুখ সংশোধনবাদী এবং তাঁদের দার্শনিক গুরু এভেনারিউস মাখের তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। লেনিনের বইটিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ সমর্থিত ও বিকশিত হয় এবং এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর থেকে এ পুস্তক প্রকাশ পর্যন্ত গোটা পর্বটার সমস্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রকৃতিবিদ্যার আবিষ্কারাদির বস্তুবাদী সাধারণীকরণ দেওয়া হয়। পৃঃ ৮৯

(১১৯) **মিলেরাঁবাদ** — সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটি সুবিধাবাদী ধারা, নামকরণ হয় ফরাসী সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী মিলেরাঁর নামে, ১৮৯৯ সালে ইনি ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন ও তার জনবিরোধী নীতি সমর্থন করেন।

মিলেরাঁবাদকে শোধনবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতা অভিহিত করে লেনিন বলেন যে, বুর্জোয়া সরকারে অংশ নিয়ে সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদীরা অনিবার্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে সাক্ষী-গোপাল, পুঁজিবাদীদের শিখণ্ডী, সরকার কর্তৃক জন প্রতারণার হাতিয়ার। পৃঃ ৯৩

(১২০) **জোরেসপন্থী** — ফরাসী সমাজতন্ত্রী জাঁ জোরেসের পক্ষপাতী, ৯০'এর দশকে আ. মিলেরাঁর সঙ্গে একত্রে ইনি 'স্বাধীন সমাজতন্ত্রী' গোষ্ঠী স্থাপন করেন ও ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতৃত্ব নেন। পৃঃ ৯৪

(১২১) ১০৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১২২) ৯০ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৪

(১২৩) **ইংলন্ডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টি** (স্বাধীন শ্রমিক পার্টি) — ধর্মঘট সংগ্রামের বৃদ্ধি ও বুর্জোয়া পার্টি থেকে বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আন্দোলন বৃদ্ধির কালে ১৮৯৩ সালে সংগঠিত সংস্কারবাদী সংগঠন। এতে যোগ দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়ন' তথা একগুচ্ছ পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যরা, এবং ফ্যাবিয়ান সমিতির প্রভাবাচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়ারা। পার্টির নেতৃত্ব করেন কেইর হার্ডি। কর্মসূচিতে থাকে সমস্ত উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় উপায়ের উপর যৌথ মালিকানা, ৮ ঘন্টা কর্মদিন, শিশু শ্রম নিষেধ, সামাজিক বীমা এবং বেকার ভাতা।

উদ্ভব থেকেই এ পার্টি বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, বিশেষ মন দেয় পার্লামেন্টী সংগ্রাম ও উদারনীতিক পার্টির সঙ্গে পার্লামেন্টী চুক্তিতে। স্বাধীন শ্রমিক পার্টির চরিত্র নির্ণয় করে লেনিন লেখেন যে, 'কার্যত এটি সর্বদাই বুর্জোয়ার অধীন সুবিধাবাদী এক পার্টি' এবং 'শুধু সমাজতন্ত্র থেকেই তা 'স্বাধীন', খুবই অধীন উদারনীতির কাছে' (রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৯শ খন্ড, পৃঃ ৪৫৬; ১৮শ খন্ড, পৃঃ ৩৩১)। পৃঃ ৯৪

(১২৪) **ইন্টেগ্রালিস্ট** — ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির একটি ধারার প্রতিনিধি। মোটের ওপর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধি হলেও বিশ শতকের গোড়ায় ইন্টেগ্রালিস্টরা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী মতবাদ পোষণকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার সহযোগী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রশ্নে সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ৯৪

AMARBOI.COM

(১২৫) **মেনশেভিক** — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী ধারার পক্ষপাতীরা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। মেনশেভিক নামকরণ হয় ১৯০৩ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে, যখন পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা সংখ্যালঘু (মেনশিনস্তভো) হয়ে দাঁড়ায় এবং লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হয় সংখ্যাগুরু (বলশিনস্তভো); এই থেকেই মেনশেভিক ও বলশেভিক নামের উৎপত্তি। প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়ার আপোস ঘটাতে চায় মেনশেভিকরা, শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী নীতি চালায়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি হয়ে ওঠে, সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত চক্রান্ত ও অভ্যুত্থানাদির সংগঠক ও শরিক হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ৯৪

(১২৬) **বৈপ্লবিক সিন্ডিক্যালিজম** — ১৯ শতকের শেষে পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশের শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভূত পেটি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী একটি ধারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিণ্ডিক্যালিস্টরা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আবশ্যিকতা মানত না, পার্টি ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পরিচালক ভূমিকায় আপত্তি করত, মনে করত ট্রেড ইউনিয়নগুলি (সিণ্ডিকেট) বিপ্লব ছাড়াই সাধারণ ধর্মঘট মারফত পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে উৎপাদনের পরিচালনা স্বহস্তে নিতে পারে। লেনিন বলেন যে, 'বহু দেশেই সিণ্ডিক্যালিজম হল সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ, পার্লামেণ্টী হাবামির প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফল'(রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬)। পৃঃ ৯৪

(১২৭) বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৬

(১২৮) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের 'ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা' (বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯৫—৯৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৯৭

(১২৯) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যাণ্টি-দ্যুরিং' (১৮৭৮), 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (১৮৮৮) এবং 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইটির 'ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকার' (১৮৯০) কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৯৮

(১৩০) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৩—৫৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৯৯

(১৩১) **সিনোদ** — রাশিয়ায় সনাতনী গির্জার সর্বোচ্চ সংস্থা। পৃঃ ১০০

(১৩২) কার্ল মার্কস, 'হেগেলের অধিকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ভূমিকা'। পৃঃ ১০০

(১৩৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য ॥২॥ কমিউনের ব্লাঙ্কিপন্থী দেশান্তরীদের কর্মসূচি'। পৃঃ ১০১

(১৩৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যাণ্টি-দ্যুরিং' (৫ম পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র, পরিবার, লালন)। পৃঃ ১০২

(১৩৫) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের এঙ্গেলস-কৃত 'ভূমিকার' কথা বলা হচ্ছে (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৪৩—১৪৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১০২

(১৩৬) **এনসাইক্লোপিডিস্ট** — ১৮ শতকের ফরাসী জ্ঞান-প্রচারকদের এক গোষ্ঠী — দার্শনিক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক; 'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers' (1751–1780)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

('বিশ্বকোষ বা বিজ্ঞান, শিল্প ও কারুবিদ্যার ব্যাখ্যাভিধান') প্রকাশের জন্যে এঁরা মিলিত হন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একটা ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এতে। এনসাইক্লোপিডিস্টদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেন বস্তুবাদীরা, ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁরা সক্রিয় অভিযান চালান। এনসাইক্লোপিডিস্টরা ছিলেন বিপ্লবী বুর্জোয়ার ভাবপ্রবক্তা, আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শগত প্রস্তুতিতে এঁরা চূড়ান্ত ভূমিকা নেন। পৃঃ ১০৩

(১৩৭) **ঈশ্বর নির্মিতি** — মার্কসবাদ-বিরোধী একটি দার্শনিক ধারা; রাশিয়ার ১৯০৫ — ১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর পার্টি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে এটি দেখা দেয়।

ঈশ্বর নির্মাতারা (লুনাচারস্কি, বাজারভ প্রমুখ) নতুন এক 'সমাজতান্ত্রিক' ধর্ম প্রবর্তনের প্রচার করেন, মার্কসবাদকে মেলাতে চান ধর্মের সঙ্গে। 'প্রলেতারি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সম্মেলনে ঈশ্বর নির্মিতির নিন্দা করা হয় ও বিশেষ সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুরূপ বিকৃতির সঙ্গে' বলশেভিক গ্রুপের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর নির্মিতির প্রতিক্রিয়াশীল সারোৎসার লেনিন উদ্ঘাটিত করেন 'বস্তুবাদ ও অনুভূতাবাদী সমালোচনা' পুস্তকে এবং মাক্সিম গোর্কির নিকট ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি — এপ্রিল ও ১৯১৩ সালের নভেম্বর — ডিসেম্বরে লেখা চিঠিগুলিতে। পৃঃ ১০৭

(১৩৮) **'ভেখি'** — বিশিষ্ট কাদেত প্রাবন্ধিক, প্রতিক্রিয়াশীল উদারনীতিক বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ন. আ. বের্দিয়াএভ, স. ন. বুলগাকভ, প. ব. স্ত্রুভে প্রভৃতির গ্রন্থ সংকলন । প্রকাশিত হয় মস্কোয় ১৯০৯ সালের বসন্তে।

রুশ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে 'ভেখিপন্থীরা' রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে মুছে দেবার চেষ্টা করে, ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ধিক্কার দেয় ও 'জনরোষ' থেকে 'বেঅনেট ও জেলখানার জোরে' বুর্জোয়াদের বাঁচাবার জন্যে জার সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। কাদেত কৃষ্ণশতদের এ সংকলনের সমালোচনা ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন লেনিন করেন তার 'ভেখি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। পৃঃ ১০৮

(১৩৯) দুমা প্রতিনিধি ত. ও. বেলোউসভের ভুল হয়েছিল এই যে ১৯০৮ সালের ২২শে মার্চ (৪ঠা এপ্রিল) তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার অধিবেশনে সিনোদ সংক্রান্ত ব্যয় আলোচনার সময় তিনি ধর্মকে 'প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে সূত্র দেন। ১৯০৮ সালের ২রা (১৫ই) এপ্রিল ২৮ নং 'প্রলেতারি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেলোউসভের ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়। পৃঃ ১১০

(১৪০) **'তরুণেরা'** — ১৮৯০'এর দশকে উদ্ভূত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী একটি বিরোধী ধারা। এর মূলকেন্দ্র ছিল পার্টির তাত্ত্বিক ও পরিচালক হবার দাবিদার নবীন সাহিত্যিক ও ছাত্ররা (তাই থেকেই নামকরণ)। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮—১৮৯০) নাকচ হয়ে যাবার পর পার্টি ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তিত পরিস্থিতি না বুঝে এই বিরোধীরা সংগ্রামের বৈধ রূপকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করে, পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করে এবং পার্টির বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা ও সুবিধাবাদের অভিযোগ আনে। 'তরুণদের' বিরুদ্ধে এঙ্গেলস সংগ্রাম চালান।

১৮৯১ সালের অক্টোবরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এরফুর্ট কংগ্রেসে 'তরুণদের' নেতাদের একাংশ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ১১৬

(১৪১) জমিদারী প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত রকমের দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিরা। পৃঃ ১২১

(১৪২) **অংজোভিজম** (প্রত্যাহারবাদ) — ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর বলশেভিকদের একাংশে (বগদানভ, আলেক্সিনস্কি, লুনাচারস্কি প্রভৃতি) উদিত একটি সুবিধাবাদী ধারা। প্রত্যাহারবাদীরা বৈধ ধরনের সংগ্রাম কাজে লাগাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রীয় দুমা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার দাবি করে, ট্রেড ইউনিয়ন ও মেহনতীদের অন্যান্য বৈধ সংগঠনে কাজ করতে অস্বীকার করে। পৃঃ ১২২

(১৪৩) 'কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি' প্রবন্ধটি লেনিন লেখেন কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০শ বার্ষিকী উপলক্ষে। পৃঃ ১২৪

(১৪৪) ১৮৮৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ১২৮

(১৪৫) লেনিন এখানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (ই. ভ. গ্যেটে, 'ফাউস্ট, ১ম অংশ, ৪র্থ দৃশ্য, 'ফাউস্টের কাজের ঘর')। পৃঃ ১৩১

(১৪৬) **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি** — রাশিয়ার পেটি-বুর্জোয়া পার্টি, নানা ধরনের নারোদবাদী গ্রুপ ও চক্রের মিলনে এটি গড়ে ওঠে ১৯০১ সালের শেষ —১৯০২ সালের গোড়ায়। প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদে মালিকের মধ্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কোনো পার্থক্য দেখত না, কৃষকদের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত স্তরবিভাগ ও বৈপরীত্য চাপা দিত, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা অস্বীকার করত।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মেনশেভিকদের সঙ্গে একত্রে হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিদার সাময়িক সরকারের প্রধান খুঁটি এবং পার্টির নেতারা (কেরেনস্কি, চের্নোভ, আভক্সেন্তিয়েভ) সরকারে প্রবেশ করেন।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা খোলাখুলি প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হয় এবং বুর্জোয়া, জমিদার ও বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে লড়ে। পৃঃ ১৩২

(১৪৭) **সংবিধান সভা** বসে সোভিয়েত রাজের আহ্বানে ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারি। সংবিধান সভার নির্বাচন হয়েছিল প্রধানত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে, তার সংবিন্যাসে প্রতিফলিত হয় অতীত একটা বিকাশ পর্যায়, যখন ক্ষমতায় ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি তথা কাদেতরা। একদিকে সোভিয়েত রাজ গঠন ও তার ডিক্রিগুলি মারফত অভিব্যক্ত বিপুল জনসংখ্যার অভিপ্রায় এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া ও কুলাক সম্প্রদায়ের স্বার্থব্যঞ্জক যে নীতি অনুসরণ করে সংবিধান সভার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মেনশেভিক কাদেত অংশটা, তার মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য দেখা দেয়। বলশেভিকদের প্রস্তাবিত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণা' আলোচনা করতে অস্বীকার করে সংবিধান সভা, দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত শান্তি ও ভূমির ডিক্রি, সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ডিক্রি অনুমোদন করতে চায় না ও তাতে করে মেহনতী জনগণের সত্যকার স্বার্থের প্রতি তাদের বিরুদ্ধতার প্রমাণ দেয়। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি বলে ১৯১৮ সালের ৬ই জানুয়ারি সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। পৃঃ ১৩২

(১৪৮) 'হুজুর বাহাদুরের বিরোধী দল' কথাটি বলেছিলেন কাদেত পার্টির নেতা মিলিউকভ। ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন (২রা জুলাই) লণ্ডনে লর্ড মেয়রের লাঞ্চে বক্তৃতায় মিলিউকভ বলেন, '... রাশিয়ায় যতদিন বাজেট নিয়ন্ত্রক আইনপ্রণয়নী সভা থাকছে, ততদিন রুশ বিরোধী দল হুজুর-বিরোধী দল নয়, হুজুরের বিরোধী দল হয়ে থেকে যাবে' ('রেচ', ১৬৭ নং, ২১শে জুন (৪ঠা জুলাই) ১৯০৯)। পৃঃ ১৩৩

(১৪৯) **'জার নয়, শ্রমিকদের সরকার'**—বলশেভিক-বিরোধী ধ্বনি, প্রথম হাজির করেন ১৯০৫ সালে পার্ভুস। এটি ত্রৎস্কির অবিরাম বিপ্লবের 'তত্ত্ব', কৃষক ছাড়া বিপ্লব এই 'তত্ত্বের' একটি মূলকথা। জাতীয় আন্দোলনে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার যে তত্ত্ব লেনিন দিয়েছিলেন, এটা তোলা হয় তার বিরুদ্ধে। পৃঃ ১৩৩

(১৫০) কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদের আবেদন', কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কৃত ভূমিকা। পৃঃ ১৩৪

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৫১) ১৮৯৪ সালে বার্লিন থেকে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত গ. ভ. প্লেখানভের 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র' পুস্তকটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ১৩৫

(১৫২) **'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজমা'** ('মার্কসবাদের পতাকাতলে') — দার্শনিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক মাসিক পত্র; মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত। পৃঃ ১৩৯

(১৫৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য'। পৃঃ ১৪১

(১৫৪) **'ইকনমিস্ট'** — রুশ টেকনিকাল সমিতির শিল্প অর্থনীতি বিভাগের পত্রিকা, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২১—১৯২২ সালে।

রুশ টেকনিকাল সমিতি — ১৮৬৫ সাল থেকে পিটার্সবুর্গে অবস্থিত একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা, অন্যান্য শহরেও তার শাখা ছিল। পৃঃ ১৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামসূচী

আ

আইনস্টাইন, আলবার্ট (১৮৭৯—১৯৫৫) — বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, আপেক্ষিক তত্ত্বের স্রষ্টা। —১৪০, ১৪৪, ১৪৫।

আউয়ার, ইগনাৎস (১৮৪৬—১৯০৭)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সুবিধাবাদের অন্যতম নেতা। —৭৬।

আদলের, ভিক্তর (১৮৫২—১৯১৮)— অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতম সংগঠক ও নেতা।

৮০—৯০'এর দশকে আদলের ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে সংস্কারবাদে ফিরে যান ও সুবিধাবাদের অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ান। —৪৭।

আভেনারিউস, রিখার্ড (১৮৪৩—১৮৯৬) — জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক, বার্কলি ও হিউমের সাবজেকটিভ ভাববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা নামক প্রতিক্রিয়াশীল একটি দার্শনিক ধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। —৯১।

আভেলিং, এলেওনোরা — মার্কস, এলেওনোরা দ্রষ্টব্য।

এ

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক (১৮২০—১৮৯৫)— ৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১-১০৪, ১০৯, ১১০, ১১৮, ১২৪, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২।

এপিকিউরাস (খৃঃ পূঃ আঃ ৩৪১—২৭০) — প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক, নিরীশ্বরবাদী। —৫।

ক

কাণ্ট, ইমানুইল (১৭২৪—১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক, জার্মান চিরায়ত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা; কাণ্টের

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবগতি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদী উপাদানের মিলন, যা প্রকাশ পেয়েছে 'প্রকৃত বস্তুর' ('thing in itself') বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নেওয়ায়। — ১২, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ৯৯।

কুগেলমান, লুদভিগ (১৮৩০—১৯০২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, কার্ল মার্কসের সুহৃদ, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশীদার, প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত মার্কসের সঙ্গে পত্রালাপ চালান, জার্মানির অবস্থা জানান তাঁকে। কুগেলমানের কাছে মার্কসের পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় 'Die Neue Zeit' ('নবকাল') পত্রিকায় ১৯০২ সালে।—৪০, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮।

কৈলি-ভিশনেভেৎস্কায়া, ফ্লোরেন্স (১৮৫৯ — ১৯৩২) — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির সভ্য, এঙ্গেলসের লেখা 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, পরে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী। — ৬১।

কোঁৎ, অগুস্ত (১৭৯৮—১৮৫৭) — ফরাসী বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজবিদ, প্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠাতা। — ৯৭।

গ

গিজো, ফ্রাঁসোয়া (১৭৮৭—১৮৭৪) — ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কার্যত দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতি তিনিই চালাতেন, বৃহৎ ফিনান্স বুর্জোয়ার স্বার্থ দেখতেন। — ১৮।

গিরশ, কার্ল (১৮৪১—১৯০০) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সাংবাদিক, একাধিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকার সম্পাদক। — ৭৩।

গুচকোভ, আলেক্সান্দর ইভানভিচ (১৮৬২ — ১৯৩৬) — বৃহৎ পুঁজিপতি, অক্টোব্রিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের প্রথম মন্ত্রিমণ্ডলীতে সমর ও নৌ মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবের অন্যতম নেতা, শ্বেত দেশান্তরী। — ১৩১, ১৩৩।

গেদ, জুল (১৮৪৫—১৯২২) — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। ১৯০১ সালে গেদ ও তাঁর অনুগামীরা ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি স্থাপন করেন। —৯৪।

গ্রুন, কার্ল (১৮১৭ — ১৮৮৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, ৪০-এর দশকের মাঝামাঝি তথাকথিত 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রতিনিধি, মার্কস ও এঙ্গেলস যাকে অভিহিত করেছিলেন 'জার্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কূপমণ্ডূকদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের অভিব্যক্তি' বলে।—৯৭।

চ

চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই গাভ্রিলভিচ (১৮২৮ — ১৮৮৯) — রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অন্যতম বিখ্যাত পূর্বসূরী; অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক।—১৩৯।

চ্যাম্পিয়ন, হেনরি হাইড (১৮৫৯—১৯২৮)—বৃটিশ সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সভ্য, ১৮৮৭ সালে রক্ষণশীলদের সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি করার জন্যে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত।—৮২।

চ্খেইজে, নিকোলাই সেমিওনভিচ (১৮৬৪ — ১৯২৬) — মেনশেভিকবাদের অন্যতম নেতা। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জর্জিয়ায় প্রতিবিপ্লবী ককেশীয় লোকসভার সভাপতি, পরে দেশান্তরী।—১৩০, ১৩৩।

জ

জম্বার্ত, ভার্নার (১৮৬৩—১৯৪১)—জার্মান স্থূল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট মতপ্রবক্তা। ক্রিয়াকলাপের প্রারম্ভে ছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক উদারনীতিবাদের' অন্যতম তাত্ত্বিক, পরে মার্কসবাদের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে ওঠেন, পুঁজিবাদকে দেখাতে চান একটা সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে।—৬২।

জরগে, ফ্রিদরিখ (১৮২৮—১৯০৬)—জার্মান সমাজতন্ত্রী, আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী, প্রথম আন্তর্জাতিকের সক্রিয় সদস্যদের অন্যতম, মার্কস ও এঙ্গেলসের সুহৃদ ও সহকর্মী।—৪০, ৬৭, ৬৮, ৭৪, ৭৫।

জর্জ, হেনরি (১৮৩৯—১৮৯৭)—মার্কিন প্রাবন্ধিক, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত বিরোধের সমাধান হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি জাতীয়করণের প্রচার চালান; আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব নিয়ে তাকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথে চালাবার চেষ্টা করেন।—৬৯, ৭০।

জাসুলিচ, ভেরা ইভানভনা (১৮৪৯—১৯১৯)—রাশিয়ার নারোদবাদী, পরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সক্রিয়া কর্মী, 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী, পরে মেনশেভিকবাদ গ্রহণ করেন।—৪৮, ৮৪।

জোরেস, জাঁ (১৮৫৯—১৯১৪)—ফরাসী ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, 'L' Humanité' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতা। সেই সঙ্গে জোরেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) প্রাক্কালে সমরবাদীদের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে খুন হন।—৯৪।

ত

তিমিরিয়াজেভ, আর্কাদি ক্লিমেন্তিয়েভিচ (১৮৮০ — ১৯৫৫) — আচার্য-অধ্যাপক, ১৯২১ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য; ১৯০৮ থেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়ান।—১৪৪, ১৪৫।

তিয়ের, আদোলফ (১৭৯৭—১৮৭৭)—ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক, প্যারিস কমিউনের ঘাতক।—১৮।

তিয়েরি, অগুস্তে (১৭৯৫—১৮৫৬)—ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের উদারনীতিক বুর্জোয়া ঐতিহাসিক।—১৮।

তুনেন, ইয়োহান হেনরিখ (১৭৮৩—১৮৫০)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, কৃষি অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ, বৃহৎ জমিদার। তুনেন শ্রেণী মিলনের প্রচার করেন, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বৈর বিরোধিতা অস্বীকার করেন।—৬০।

দ

দিৎস্‌গেন, ইয়োসেফ (১৮২৮—১৮৮৪)—জার্মান শ্রমিক, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, দার্শনিক, স্বাধীন ভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উপনীত হন। মার্কস বলেন যে কিছু কিছু ভুল এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপলব্ধিতে কিছু বৈঠিকতা থাকলেও দিৎস্‌গেন 'অনেক চমৎকার কথা বলেছেন এবং শ্রমিকের স্বাবলম্বী চিন্তার ফল হিশেবে তা অবাক করার মতো'।—৫৯, ৬৭, ১৪০।

দিৎস্‌গেন, ওগেন (১৮৬২—১৯৩০)—ইয়োসেফ দিৎস্‌গেনের পুত্র ও তাঁর রচনাবলীর প্রকাশক। নিজের দার্শনিক মতবাদকে ইনি অভিহিত করেন 'স্বভাব অদ্বৈতবাদ', তাতে নাস্তিক বস্তুবাদ ও ভাববাদ মিলে গেছে। ইয়োসেফ দিৎস্‌গেনের দার্শনিক মতবাদের দুর্বল দিকগুলি তিনি প্রধান করে তোলেন ও তা দিয়ে মার্কসবাদকে পরিপূরণ করতে চান, ফলে বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব উভয়ই অস্বীকার করে বসেন।—১৪০।

দ্যুরিং, ওগেন (১৮৩৩—১৯২১)—জার্মান পেটি-বুর্জোয়া দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। দ্যুরিঙের দার্শনিক মত ছিল প্রত্যক্ষবাদ, আধিবিদ্যক বস্তুবাদ ও ভাববাদের একটা পল্লবগ্রাহী খিচুড়ি।—৪৭, ৬০, ৭২, ৮৭, ৯০, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৮।

দ্রেভস, আর্তুর (১৮৬৫—১৯৩৫)—আদি খৃস্টান ধর্মের জার্মান ঐতিহাসিক, খৃস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদ থেকে মানব সমাজকে দূরে রাখার জন্যে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের ধর্মীয় দৃষ্টি সংগঠিত করার প্রস্তাব দেন।—১৪৩।

ন

নিকোলাই, দ্বিতীয় (১৮৬৮—১৯১৮)—শেষ রুশ সম্রাট (১৮৯৪—১৯১৭)।—১২০।

প

পান্নেকুক, আন্তন (১৮৭৩—১৯৬০)—ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ১৯০৭ সালে ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বামপন্থী অংশের মুখপত্র *'De Tribune'* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯০৯ সালে এ অংশ পরিণত হয় হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে।

১৯১৮—১৯২১ সালে হল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে অংশ নেন ও চরম বাম, গোষ্ঠীবাদী মত গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে যান ও সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করেন।—১১২, ১১৫, ১১৬।

প্রুধোঁ, পিয়ের জোসেফ (১৮০৯—১৮৬৫)—ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।—৯, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৮৭।

প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনভিচ (১৮৫৬—১৯১৮)—রুশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক। প্রথম রুশীয় মার্কসবাদী গোষ্ঠী 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর প্লেখানভ সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী হন ও পরে মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন।

প্রতিক্রিয়ার যুগে (১৯০৭—১৯১০) মার্কসবাদের মাখপন্থী সংশোধন ও লিকুইডেটরদের বিরোধিতা করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নেন, কিন্তু সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন না।—৪৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৮৪, ৮৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯।

ফ

ফগ্‌ত কার্ল (১৮১৭—১৮৯৫)—জার্মান প্রকৃতিবিদ, স্থূল বস্তুবাদী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসাভিযানের অন্যতম সরিক।—১২।

ফয়েরবাখ, লুদভিগ (১৮০৪—১৮৭২)—জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক ও নিরীশ্বরবাদী; ফয়েরবাখী বস্তুবাদের সীমাবদ্ধ, জল্পনামূলক চরিত্র সত্ত্বেও তা মার্কসবাদী দর্শনের একটি তাত্ত্বিক উৎস হিশেবে কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে।—৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ৪৭, ৫২, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৪।

ফলমার, গেওর্গ হেনরিখ (১৮৫০—১৯২২)—জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সুবিধাবাদী অংশের অন্যতম নেতা, সাংবাদিক। সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের অন্যতম প্রবক্তা।—৭৩, ৭৮।

ফিরেক, লুই (১৮৫১—১৯২১)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পার্টির দক্ষিণ অংশের অনুগামী, দুঃরিংপন্থী। ১৮৯৬ সালে আমেরিকায় চলে যান, সেখানে ক্রমশ শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে যান।—৭৪, ৭৫, ৮১।

ফেখনার, গুস্তাভ থিয়োদর (১৮০১—১৮৮৭)— জার্মান প্রকৃতিবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক।—৯৭।

ব

বগদানভ, আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৭৩—১৯২৮)—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ।

দর্শনের ক্ষেত্রে 'এম্পিরিওমনিজম' বা আভিজ্ঞাতিক অদ্বৈতবাদ নামে নিজস্ব পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। এটি ছিল ছদ্মমার্কসবাদী পরিভাষার আড়াল নেওয়া সাবজেকটিভ ভাববাদী মাখীয় দর্শনের একটি রকমফের।—৮৯।

বাউয়ের, এদগার (১৮২০—১৮৮৬)—জার্মান প্রাবন্ধিক, তরুণ হেগেলপন্থী, ব্রুনো বাউয়েরের ভাই।—৪৫, ৪৬।

বাউয়ের, ব্রুনো (১৮০৯—১৮৮২)—জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, বিশিষ্ট তরুণ হেগেলপন্থী। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'পবিত্র পরিবার অথবা সমালোচনামূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোং'র বিরুদ্ধে' (১৮৪৪) এবং 'জার্মান ভাবাদর্শ' (১৮৪৫—১৮৪৬) পুস্তকে বাউয়েরের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচিত হয়।—৫, ৬, ৪৫, ৪৬।

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪—১৮৭৬)—রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা, ১ম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের ঘোর শত্রুতা করেন, ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে ভাঙনী ক্রিয়াকলাপের জন্যে ১ম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন।—৯, ৭৬, ৮৪, ৮৭।

বাজারভ ভ. (রুদনেভ, ভ্লাদিমির আলেক্সান্দ্রভিচ) (১৮৭৪—১৯৩৯)—রুশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ, ১৮৯৬ সাল থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে অংশ নেন। প্রতিক্রিয়ার পর্বে (১৯০৭—১৯১০) বলশেভিকবাদ ছেড়ে দেন, মাখ্‌বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম সংশোধক। জীবনের শেষ বছরগুলিতে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস ও দার্শনিক সাহিত্যের অনুবাদ করেন।—৮৯।

বার্নস, জন (১৮৫৮—১৯৪৩)—বৃটিশ রাজনীতিক, পেশায় শ্রমিক। ৮০ দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অন্যতম নেতা।

১৮৯২ সালে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করে পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষ নেন।

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়া সরকারে মন্ত্রী। পরে কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নেন নি।—৮২।

বিসমার্ক, অত্তো (১৮১৫—১৮৯৮)—প্রুশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক।

১৮৬২ সালে — প্রুশিয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী। জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেলর (১৮৭১—১৮৯০)। প্রুশিয়ার অধিনায়কত্বে বলপ্রয়োগে জার্মানির ঐক্যসাধন করেন। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইনের জনক (১৮৭৮—১৮৯০)।—৭, ৩৯, ৮৪, ১০১।

বিসলি, এডোয়ার্ড স্পেন্সার (১৮৩১—১৯১৫)—বৃটিশ ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। বৃটেনে কোঁতের দর্শন প্রচার ও ইংরাজি ভাষায় তাঁর অনুবাদ করেন।—৯৭।

বুলগাকভ, সের্গেই নিকোলায়েভিচ (১৮৭১—১৯৪৪) — প্রতিক্রিয়াশীল রুশ অর্থনীতিবিদ, ভাববাদী দার্শনিক। ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পর কাদেত দলে যোগ দেন, দার্শনিক নিগূঢ়বাদের প্রচার করেন, প্রতিবিপ্লবী 'ভেখি' সংকলনে লেখেন।—৬০।

বুখনার, লুদভিগ (১৮২৪—১৮৯৯)—জার্মান বুর্জোয়া শারীরবিদ ও দার্শনিক, স্থূল বস্তুবাদী।—১২, ৬০, ৯৭।

বেক্কের, ইয়োহান ফিলিপ (১৮০৯—১৮৮৬)—জার্মান শ্রমিক, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশ নেন, ৬০-এর দশকে ১ম আন্তর্জাতিকের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী, মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধু।—৬৭, ৮৫।

বেবেল, আগস্ত (১৮৪০—১৯১৩) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট কর্মী। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে শোধনবাদ ও সংস্কারবাদের সক্রিয় বিরোধিতা করেন।— ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮২।

বম-বার্ভেক, ওগেন (১৮৫১—১৯১৪)—বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, অর্থশাস্ত্রের তথাকথিত 'অস্ট্রীয় স্কুলের' অন্যতম প্রতিনিধি। উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে ইনি বলতে চান যে মুনাফা নাকি জন্ম নেয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের সাবজেকটিভ মূল্যায়নের তফাৎ থেকে, শ্রমিক শোষণের ফলে নয়। বেম-বার্ভেকের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থনে কাজে লাগায়। —৯০, ৯১।

বের্নস্তাইন, এদুয়ার্দ (১৮৫০—১৯৩২)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও ২য় আন্তর্জাতিকের চরম সুবিধাবাদী অংশের নেতা, শোধনবাদের তাত্ত্বিক। — ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৯৩, ৯৪।

বেলোউসভ ত. অ. (জন্ম ১৮৭৫) — লিকুইডেটর মেনশেভিক, তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি। —১১০।

ব্রাকে, ভিলহেলম (১৮৪২—১৮৮০)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (আইজেনাখপন্থী) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৯) ও নেতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ। —৭৩।

ব্রুকের, লুই দ্য (জন্ম ১৮৭০) — বেলজিয়ান শ্রমিক পার্টির অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তার বাম অংশের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪—১৯১৮) ঘোর সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। —৯৪।

ব্রুস, পল (১৮৫৪—১৯১২) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্ভাবনাবাদ নামক সুবিধাবাদী একটি ধারার একজন নেতা ও প্রবক্তা।— ৯৪।

ব্রেনতানো, লুয়ো (১৮৪৪—১৯৩১)— জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, 'অধ্যাপকী সমাজতন্ত্রের' একজন প্রধান প্রতিনিধি, শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার এবং সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাক্টরি আইন মারফত পুঁজিবাদের সামাজিক বিরোধ নিরসন ও শ্রমিক স্বার্থের সঙ্গে পুঁজিপতি স্বার্থের মিলনের প্রচারক। —৬২।

ব্লাঁ, লুই (১৮১১—১৮৮২)— ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ঐতিহাসিক।

পুঁজিবাদে শ্রেণীবিরোধ অনিরসনীয়, এ কথার প্রতিবাদ করেন ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী হন। —১৩৩।

ব্লাঙ্কি, লুই অগুস্ত (১৮০৫—১৮৮১) — ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, গুপ্ত সমিতি ও চক্রান্তের সংগঠক, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সক্রিয় অংশীদার। —৬৩, ৬৫, ১০১।

ভ

ভান্দের্ভেল্দে, এমিল (১৮৬৬—১৯৩৮) — বেলজিয়ান শ্রমিক পার্টির নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভাপতি, চরম সুবিধাবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। —৯৪।

ভিপপার, রবার্ট ইউরেভিচ (১৮৫৯—১৯৫৪) — খ্যাতনামা রুশ ঐতিহাসিক। —১৪২।

ভিলিখ, আভগুস্ত (১৮১০—১৮৭৮)— প্রুশীয় অফিসার, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, ১৮৪৯ সালের বাদেন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্‌ফালৎস অভ্যুত্থানের অংশী; হঠকারী-গোষ্ঠীবাদী উপদলের একজন নেতা, যা কমিউনিস্ট লীগ পরিত্যাগ করে ১৮৫০ সালে।— ৩৮।

ভিশনেভেৎস্কায়া — কৌলি-ভিশনেভেৎস্কায়া দ্রষ্টব্য।

ভেস্তফালেন, ফের্দিনান্দ অত্তো ভিলহেলম (১৭৯৯—১৮৭৬)— প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, প্রুশীয় সামন্ত আভিজাত্যের অন্যতম প্রতিনিধি, রাজতন্ত্রী; কার্ল মার্কসের স্ত্রী জেনি ভেস্তফালেনের ভ্রাতা; ১৮৫০—১৮৫৮ সালে প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। —৬।

ম

মোলেশৎ, ইয়াকব (১৮২২—১৮৯৩)— ওলন্দাজ পণ্ডিত, স্থূল বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। —৯।

মস্ত, ইয়োহান (১৮৪৬—১৯০৬) — জার্মান নৈরাজ্যবাদী, ১৯ শতকের ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন; ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন চালু হবার পর ইংলণ্ডে চলে যান, পরে (১৮৮২) আমেরিকায়। সেখানে নৈরাজ্যবাদী প্রচার চালান। —৪০, ৭২, ৭৩, ১০৪, ১১৬।

মাখ, আর্নস্ত (১৮৩৮—১৯১৬) — অস্ট্রীয় পদার্থবিদ ও দার্শনিক, সাবজেকটিভ ভাববাদী, অভিজ্ঞতাবাদ-সমালোচনার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ৯৭ ৯৯।

মাৎসিনি, জুসেপ্পে (১৮০৫ - ১৮৭২) — ইতালিয়ান বুর্জোয়া বিপ্লবী, ইতালির সংযুক্তি সাধনের জন্যে সংগ্রামের পর্বে ইতালির বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অংশের অন্যতম নেতা ও মতপ্রবক্তা। —৯।

মার্কস, এলেওনোরা (১৮৫৫—১৮৯৮)— বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা, অ্যা. আভেলিঙের স্ত্রী। — ৯।

মার্কস, কার্ল (১৮১৮—১৮৮৩) — ৫-৩৯, ৪০-৫০, ৫১-৫৭, ৫৮-৬৬, ৬৭-৮৫, ৮৬-৯৫, ৯৬-৯৯, ১০০-১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১৮-১২৩, ১২৪-১২৭, ১২৮-১৩৪, ১৪২, ১৪৫।

মার্কস, জেনি (প্রাকবৈবাহিক উপাধি ফন ভেস্তফালেন) (১৮১৪—১৮৮১)— কার্ল মার্কসের স্ত্রী, তাঁর অনুগতা সখী ও সাহায্যকারিণী।— ৯।

মার্কস, লাউরা (১৮৪৫—১৯১১) — ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, মার্কসের দুহিতা, পল লাফার্গের স্ত্রী। —৯।

মার্কস, হেনরিখ (১৭৮২—১৮৩৮) — কার্ল মার্কসের পিতা, উকিল, পরে ত্রিয়ারে বিচার চ্যাম্বেলর, উদারনৈতিক মতাবলম্বী। —৫।

মার্তভ, ল. (সেদের্‌বাউম, ইউলি অসিপভিচ) (১৮৭৩—১৯২৩) — মেনশেভিকবাদের অন্যতম নেতা। প্রতিক্রিয়ার বছরে (১৯০৭—১৯১০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও নতুন বিপ্লবী উত্থানের পর্বে — লিকুইডেটর। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে (১৯১৪—১৯১৮) মধ্যপন্থী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরোধী। ১৯২০ সালে দেশান্তরে চলে যান। —৬০।

মাসলভ, পিওতর পাভলভিচ (১৮৬৭—১৯৪৬) — রুশী অর্থনীতিবিদ, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশেভিক। প্রতিক্রিয়ার বছরে (১৯০৭—১৯১০) লিকুইডেটর। —৬০।

মিনিয়ে, ফ্রাঁসোয়া অগুস্ত (১৭৯৬—১৮৮৪) — উদারনীতিক মতাবলম্বী, ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক। —১৮।

মিলেরাঁ, আলেক্‌জান্দ্র এতিয়েঁ (১৮৫৯ — ১৯৪৩) — ফরাসী রাজনীতিক। ৮০র দশকে পেটি-বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল; ৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার নেতা। ১৮৯৯ সালে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে প্রবেশ করেন। —৯৩।

ম্যুলবের্গার, আর্তুর (১৮৪৭—১৯০৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, প্রুধোঁপন্থী; পেশায় ডাক্তার। —৮৭।

মেরিং, ফ্রানৎস (১৮৪৬—১৯১৯)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বামপন্থী অংশের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। —৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭।

ম্যান, টম (১৮৫৬—১৯৪১)—বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। ১৯২০ সাল থেকে কমিউনিস্ট। —৮২।

ম্যানিং, হেনরিখ এডোয়ার্ড (১৮০৮—১৮৯২)—বৃটিশ কার্ডিনাল (১৮৭৫ সাল থেকে), পোপের ইহলৌকিক ক্ষমতার উগ্র সমর্থক হিসেবে পরিচিত। —৮২।

র

রদবের্তুস, ইয়াগেৎসভ, ইয়োহান কার্ল (১৮০৫—১৮৭৫)— জার্মান স্থূল অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিক; প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় 'রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের' প্রচারক। —২৮।

রিকার্ডো, ডেভিড (১৭৭২—১৮২৩)— বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। —২৮, ৫৪, ৬০।

রুগে, আর্নোল্দ (১৮০২—১৮৮০)— জার্মান প্রাবন্ধিক, তরুণ হেগেলপন্থী, বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল। —৬, ৪৬।

ল

ল'গে, জেনি (১৮৪৪—১৮৮৩)— শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, কার্ল মার্কসের প্রথম কন্যা, শার্ল ল'গের স্ত্রী। বৃটিশ সরকার আইরিশ বিপ্লবীদের উপর দমননীতি চালালে ইনি তার প্রতিবাদে কাগজে লিখতে থাকেন। —৯।

লাগার্দেল, ইউবের (জন্ম ১৮৭৪) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিক, নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিস্ট। —৯৪।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঙ্গে, ফ্রিদরিখ আলবের্ত (১৮২৮—১৮৭৫) — জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক, নয়া-কান্টপন্থী, বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী। —৯৭।

লাফার্গ, পল (১৮৪২—১৯১১)— ফরাসী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, ফরাসী শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিভাবান প্রাবন্ধিক, ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আদি অনুগামীদের একজন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও সহকর্মী। —৭৮।

লাফার্গ, লাউরা — মার্কস, লাউরা দ্রষ্টব্য।

লাব্রিওলা, আর্তুরো (১৮৭৩—১৯৫৯)— ইতালীয় রাজনৈতিক কর্মী, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ইতালির সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সিণ্ডিক্যালিজমের তত্ত্ব নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন, যাতে তাঁর তথাকথিত 'বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজমকে' তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেন মার্কসবাদকে সংশোধন করে। —৯৪।

লারিন, ইউ. (লুরিয়ে, মিখাইল আলেক্সান্দ্রোভিচ) (১৮৮২—১৯৩২) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশেভিক। ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর সক্রিয় লিকুইডেটর। ১৯১৭ সালের আগস্টে বলশেভিক পার্টিতে গৃহীত হন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ও অর্থনৈতিক সংগঠনে কাজ করেন। —৬৯।

লাসাল, ফের্দিনান্দ (১৮২৫—১৮৬৪) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী; নিখিল জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের (১৮৬৩) অন্যতম সংগঠক। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সদর্থক তাৎপর্য ছিল, কিন্তু ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে লাসাল তাকে সুবিধাবাদী পথে চালান। লাসালের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। — ৯, ৩৯, ৭২।

লিবক্লেখত, ভিলহেলম (১৮২৬—১৯০০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ১৮৭৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিবক্লেখত ছিলেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এবং তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র *'Vorwärts'*এর প্রধান সম্পাদক। প্রথম আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনে লিবক্লেখত সক্রিয় অংশ নেন। — ৩৯, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮১।

লুনাচারস্কি, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৫—১৯৩৩) — পেশাদার বিপ্লবী, পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কর্মকর্তা।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর বলশেভিক। ১৯০৭—১৯১০ সালের প্রতিক্রিয়ার পর্বে মার্কসবাদ থেকে সরে যান, পার্টি-বিরোধী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভ্পেরিয়দ' গ্রুপে যোগ দেন, ধর্মের সঙ্গে মার্কসবাদের মিলন ঘটাবার দাবি তোলেন। লুনাচারস্কির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপমোচন করে লেনিন তার সমালোচনা করেন।—১০৭।

লুভভ, গেওর্গি ইভগেনেভিচ (১৮৬১—১৯২৫)—রুশ প্রিন্স, বৃহৎ ভূস্বামী, কাদেত, সাময়িক সরকারে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত মন্ত্রি পরিষদের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিদেশে চলে যান।—১৩১, ১৩৩।

শ

শাপার, কার্ল (১৮১২—১৮৭০)—জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, 'ন্যায়বর্তী সঙ্ঘের' অন্যতম নেতা, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশীদার; কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে ভাঙনের সময় ১৮৫০ সালে গোষ্ঠীবাদী 'বামপন্থীদের' অন্যতম নেতা; ১৮৬৬ সালে ফের মার্কসের কাছে আসেন।—৩৮।

শিপেল, মাক্স (১৮৫৯—১৯২৮)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, শোধনবাদী, রাইখস্টাগের প্রতিনিধি (১৮৯০—১৯০৫)—৭৬।

শেল্লিঙ, ফ্রিদরিখ ভিলহেলম (১৭৭৫—১৮৫৪)—চিরায়ত জার্মান দর্শনের প্রতিনিধি, অবজেকটিভ ভাববাদী।—৯৬, ৯৭।

শ্রাম, কার্ল আগস্ত—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সংস্কারবাদী, মার্কসবাদের সমালোচনা করেন, ৮০-র দশকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত।—৭২, ৭৪।

স

সরোকিন, পিতিরিম আলেক্সান্দ্রভিচ (জন্ম ১৮৮৯)—রুশ বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক, সোশ্যাল-রেভলিউশনারি। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পেত্রগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ১৯১৯—১৯২২ সালে পেত্রগ্রাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজবিদ্যা পড়াতেন। ১৯২২ সালে দেশান্তরে চলে যান।—১৪৭, ১৪৮।

সুর্কোভ, পিওতর ইলিচ (১৮৭৬—১৯৪৬)—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, বলশেভিক, তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি।—১০০, ১১০, ১১১।

সেদের্বাউম—মার্তভ, ল. দ্রষ্টব্য।

সেরেতেলি, ইরাক্লি গেওর্গিয়েভিচ (১৮৮২—১৯৫৯)—অন্যতম মেনশেভিক নেতা; ১৯১৭ সালের বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে ডাক তার বিভাগের মন্ত্রী, পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জর্জিয়ায় প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সরকারের অন্যতম নায়ক। জর্জিয়ায় সোভিয়েত রাজের বিজয়ের (১৯২১) পর শ্বেত দেশান্তরী।—১৩০, ১৩৩।

স্তাইন, লরেনৎস (১৮১৫—১৮৯০)—জার্মান বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, স্থূল অর্থনীতিবিদ।—১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রেরুভ, ইউরি মিখাইলভিচ (১৮৭৩—১৯৪১)—রুশ সোশ্যাল- ডেমোক্রেট, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর 'বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদের' অনুগামী, পরে বলশেভিকদের কাছে ফেরেন।—১৩০, ১৩৩।

স্ত্রুভে, পিওতর বের্নহার্দভিচ (১৮৭০—১৯৪৪)—রুশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক। ৯০-এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদের' প্রধান প্রতিনিধি, পরে কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেত দেশান্তরী।—৬২।

স্মিথ, অ্যাডাম (১৭২৩—১৭৯০)—বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রধান প্রতিনিধি।—২৪, ৫৪।

হ

হয়েনৎসলার্ন—ব্রান্দেন্‌বুর্গের কুরফ্যুর্স্ত (১৪১৫—১৭০১), প্রুশীয় রাজ্য (১৭০১—১৯১৮) ও জার্মান সাম্রাজ্যের (১৮৭১—১৯১৮) রাজবংশ।—৬১।

হলিয়ক, জর্জ জ্যাকব (১৮১৭—১৯০৬)—বৃটিশ সমবায় আন্দোলনের কর্মী, সংস্কারবাদী।—৩৭।

হাইন্ডম্যান, হেনরি মেয়ার্স (১৮৪২—১৯২১)—বৃটিশ সমাজতন্ত্রী, সংস্কারবাদী; ১৮৮১ সালে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন গঠন করেন, ১৮৮৪ সালে তা পুনর্গঠিত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে। ১৯০০—১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বুরোর সদস্য। বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় পার্টির সলফোর্ড সম্মেলনে তাঁর সোশ্যাল-শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিন্দিত হওয়ায় ১৯১৬ সালে পার্টি ত্যাগ করেন।—৭৬।

হাকসলি, টমাস হেনরি (১৮২৫—১৮৯৫)—বৃটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, চার্লস ডারউইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও তাঁর মতবাদের প্রচারক। দর্শনে তিনি নিজেকে হিউমের অনুগামী মনে করতেন, কিন্তু প্রকৃতিবিদ্যার মূর্তনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতেন।—১২, ৯৭, ৯৯।

হাপস্‌বুর্গ—মাঝে মাঝে ছেদ সহ ১২৭৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত 'জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য', অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য (১৮০৪—১৮৬৭) এবং অস্ট্রো-হাঙ্গারির (১৮৬৭—১৯১৮) সম্রাট বংশ।—৬১।

হিউম, ডেভিড (১৭১১—১৭৭৬)—বৃটিশ দার্শনিক, সাবজেকটিভ ভাববাদী, অজ্ঞেয়বাদী।—১২, ৯৭, ৯৭, ৯৯।

হিলকুইট, মরিস (১৮৬৯—১৯৩৩)—আমেরিকান সমাজতন্ত্রী, প্রথমে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদের সঙ্গে যোগ দেন, পরে সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদে অধঃপতিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্কারবাদী সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০১) —৬৭।

হেথবের্গ, কার্ল (১৮৫৩—১৮৮৫)—জার্মান দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সাংবাদিক। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮) চালু হবার পর বের্নস্তাইন ও শ্রামের সঙ্গে একত্রে পার্টির বৈপ্লবিক রণকৌশলের বিরোধিতা করেন, বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে বুর্জোয়ার অধীনস্থ করার ডাক দেন।—৭২-৭৫।

হেগেল, গেওর্গ ভিলহেলম ফ্রিদরিখ (১৭৭০—১৮৩১)—বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, অবজেকটিভ ভাববাদী। হেগেলের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের গভীর ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের একটি তাত্ত্বিক উৎস হয়ে দাঁড়ায় তা।—১০, ১১, ১৩, ১৪, ৪৩, ৫২, ৮৮, ৯৭, ৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~